নিবেদন

পরম শ্রদ্ধাভাজন বড় চাচাজী হযরত প্রফেসর **মুহাম্মাদ হামীদুর রহমান** ছাহেব (দাঃ বাঃ)-এর উদ্দেশ্যে, যাঁর ইহসানের বদলা আদায়ে আমি সম্পূর্ণ অক্ষম।

হে আল্লাহ! আপনি তাঁর স্নেহের ছায়াকে আমাদের উপর দীর্ঘস্থায়ী করুন।

হাসান সিদ্দীক

মাওলানা মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব কর্তৃক রচিত ও অনূদিত গ্রন্থসমূহ

১. বড়দের ছেলেবেলা (২৪জন মহামনীষীর শৈশবের বিস্ময়কর কাহিনী)
২. ফেরেশতাদের বিস্ময়কর জীবনকথা
৩. আখেরাতের পাথেয় (মাওয়ায়েযে আবরার-১)
৪. আদর্শ জীবন গঠনের ইসলামী পদ্ধতি (মাওয়ায়েযে আবরার-২)
৫. আমাদের অধঃপতন ও উত্তরণের পথ (মাওয়ায়েযে আবরার-৩)
৬. আহকামে যাকাত
৭. আহকামে সফর
৮. শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম (?) খোমিনী
৯. বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা (বর্তমান গ্রন্থ)
১০. বিষয়ভিত্তিক প্রবন্ধ
১১. বিনয়ঃ সন্মান ও মর্যাদার সোপান
১২. সহীহ হাদীসের আলোকে নামায
১৩. কুরআন-হাদীসের আলোকে মাযহাব ও তাকলীদ
১৪. বিষয়ভিত্তিক বয়ান (অপ্রকাশিত)
১৫. তোমার লীলাই দেখতে পাই (কবিতামালা)
১৬. ধূম্রজালে জিহাদ
১৭. ইসলাহী মাজালিস (দ্বিতীয় খণ্ড)
১৮. মাজালিসে আবরার
১৯. রাসায়িলে আবরার
২০. আততাকসীমুস সাবয়ী (আরবী পুস্তিকা)
২১. মনীষীদের ছোটবেলা
২২. মালফূযাতে ফুলপুরী রহ.
২৩. রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কি নূরের তৈরী?
২৪. মাআরিফে মাসীহুল উম্মাত রহ.
২৫. এনজিও আগ্রাসন : দেশে দেশে
২৬. মালফূযাতে রায়পুরী রহ.
২৭. ইরশাদাতে আকাবির
২৮. ইরশাদাতে গাঙ্গুহী রহ.
২৯. ইরশাদাতে হাকীমুল ইসলাম
৩০. মাজালিসে সিদ্দীক

সম্পাদকের অভিমত

نَحْمَدُهٗ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ

কোন আদর্শ বা মতবাদ বিস্তারে লিখনীর যেমন কার্যকারীতা রয়েছে, তেমনি বয়ান-বক্তৃতারও এ ক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে। বরং লিখনীর চাইতে এ ক্ষেত্রে বয়ান-বক্তৃতার কার্যকারীতাই বেশী। কারণ বয়ান-বক্তৃতার মাধ্যমে শ্রোতারা দ্রুত প্রভাবিত হয় এবং তাদের মাঝে পরিবর্তন সাধিত হয়।

এ কারণে ইসলামের প্রচার প্রসারে যারা ভূমিকা রাখতে চান, মানুষের মাঝে দ্বীন ও ঈমানের সঠিক ধ্যান-ধারণার অনুপ্রবেশ ঘটাতে যারা কাজ করার মানসিকতা রাখেন, তাদের জন্য অবশ্যই বয়ান-বক্তৃতার প্রশিক্ষণ থাকা দরকার।

আর এ বিষয়টির প্রতি লক্ষ্য রেখেই দ্বীনী শিক্ষা বিস্তারের কেন্দ্র ও দ্বীনের পথে সুযোগ্য ও অকুতোভয় দাঈ ও সৈনিক তৈরীর মারকায কওমী মাদরাসাসমূহে শিক্ষার্থীদেরকে নানাবিধ শিক্ষা দানের পাশাপাশি বক্তৃতা প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা থাকে। তবে যে কোন বিষয়ে প্রশিক্ষণের জন্য মৌখিক দিকনির্দেশনা যেমন প্রয়োজন তেমনি প্রয়োজন সে বিষেয়ের উপর লিখিত বই পত্রের। কিন্তু বক্তৃতা প্রশিক্ষণের জন্য এ জাতীয় বইপত্রের অভাব সর্বজন স্বীকৃত। দু'একটি বই এ বিষয়ে থাকলেও তা চাহিদা পূরণে পর্যাপ্ত নয়। বরং এ বিষয়ে আরো বই পত্র তৈরী হওয়া দরকার। এ প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করেই বিশিষ্ট আলেমে দ্বীন মাওলানা মুফতী হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব তৈরী করেছেন বর্তমান গ্রন্থ "বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতা"।

মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব একজন প্রতিভাবান আলেম। তাঁর ছাত্র-জীবন থেকেই তাঁকে দেখার এবং এক সাথে থাকার সুযোগ আমার হয়েছে। তখন থেকেই তাঁর মাঝে পড়াশুনার পাশাপাশি লিখা ও বক্তৃতার সন্তোষজনক প্রতিভা আমি লক্ষ্য করেছি। ইতিমধ্যে তাঁর

কয়েকটি অনুবাদ পাঠক সমাজে বেশ সমাদৃত ও প্রশংসিত হয়েছে। পত্র পত্রিকাতেও মাওলানা ছাহেব যথেষ্ট লেখালেখি করে থাকেন।

জামি‘আ রাহমানিয়ায় অধ্যয়নরত থাকা অবস্থায় মাওলানা হাসান সিদ্দীকুর রহমান ছাহেব তাঁর দেয়া প্রশিক্ষণমূলক বক্তৃতাসমূহের প্রায় সবগুলোতেই বিজয়ী হতেন। সে সব বক্তৃতা একত্রিত করে সাথে প্রয়োজনীয় সংযোজন-বিয়োজন করেই বর্তমান গ্রন্থটি তৈরী করা হয়েছে।

পাঁচ/সাত মিনিটে একটি বিষয়ের উপর শ্রোতাদের মোটামুটি ধারণা দেয়ার মত করে বক্তৃতাগুলো তৈরী করা হয়েছে। যাতে পর্যাপ্ত তথ্যেরও সমাহার ঘটেছে।

বক্তৃতাগুলো আমি আগা গোড়া পাঠ করেছি এবং বিভিন্ন স্থানে প্রয়োজনীয় সংশোধনও করেছি। বিষয়গুলো বক্তৃতা প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হবে বলে আমি মনে করি।

পরিশেষে লেখকের উত্তরোত্তর অগ্রগতি ও গ্রন্থটি দ্বারা পাঠক মহল যাতে উপকৃত হতে পারেন এ কামনা করছি। দু‘আ করি আল্লাহ পাক যেন এ মেহনত কবূল করেন। বইটি যেন বহুলভাবে প্রচারিত হয়। আমীন।

খন্দকার মুশতাক আহমদ
৩০/৩/২৭ হিঃ
২৯/০৪/০৬ইং

লেখকের আরয

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى ـ أَمَّا بَعْدُ

মহান রাব্বুল আলামীনের অসংখ্য নেয়ামতসমূহের মধ্যে যবান বা জিহবা হল অন্যতম প্রধান একটি নেয়ামত। এই ছোট্ট অঙ্গটির সাহায্যেই শিশুরা ভাঙ্গা ভাঙ্গা কথা বলে মা বাবার কলিজা শীতল করে। কিশোর-কিশোরী, যুবক-যুবতী তাদের আনন্দ-বেদনার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। বয়স্ক গুরুজনেরা কনিষ্ঠদেরকে উপদেশ বাণী শোনান কিংবা ফেলে আসা দিনগুলোর সুখ-দুঃখের হাজারো স্মৃতি রোমন্থন করে বেড়ান।

যদিও এ যবানের আপদও কম নয়। কেননা এর অপব্যবহারের কারণেই মানুষে মানুষে হয় মারামারি আর হানাহানি। এর মাধ্যমেই স্বামী-স্ত্রীর সোনার সংসার ভেঙ্গে টুকরা টুকরা হয়ে যায়। এর সামান্য অসতর্ক ব্যবহারে ঘটে যায় কত ভয়াবহ দুর্ঘটনা। তছনছ হয়ে যায় দেশের পর দেশ। খুন হয় মানুষের পর মানুষ। অতএব, যবান বা জিহ্বার গুরুত্ব অপরিসীম। এই যবানের দ্বারাই আমরা মনের ভাব আদান প্রদান করি, পরস্পরে কথা বলি। একে অপরের সুখ-দুঃখের সাথী হই। কবির ভাষায় ঃ

إِنَّ الْكَلَامَ لَفِيْ الْفُؤَادِ وَإِنَّمَا — جُعِلَ اللِّسَانُ عَلَى الْفُؤَادِ دَلِيْلًا

বাস্তবিক পক্ষে এ কারণেই যুগে যুগে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সর্বত্র বক্তৃতার (যা মূলতঃ যবানের সাথে সরাসরি সম্পৃক্ত একটি বিষয়) অসাধারণ গুরুত্বের প্রমাণ পাওয়া যায়।

স্বয়ং আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ রাব্বুল আলামীন হযরত দাউদ আ.-এর প্রশংসা জ্ঞাপন করে ইরশাদ করেছেন ঃ

وَشَدَدْنَا مُلْكَه وَاٰتَيْنٰهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ

অর্থাৎ, "আমি তাঁর সাম্রাজ্য কে সুদৃঢ় করেছিলাম এবং তাঁকে দিয়েছিলাম প্রজ্ঞা ও ফয়সালাকারী বাগ্মিতা"। (সূরা সোয়াদ : ২০)

এখানে فصل الخطاب এর তাফসীর প্রসঙ্গে বেশ কয়েকজন প্রসিদ্ধ তাফসীর বিশারদ লিখেছেন যে, "হযরত দাউদ আ. অত্যন্ত উঁচু স্তরের

বক্তা ছিলেন"। (দেখুন! তাফসীরে ইবনে কাসীর ৪:২৮, তাফসীরে মাযহারী ৮:১৬১, তাফসীরে মা'আরিফুল কুরআন ৭:৪৯৭)

আর আল্লাহ পাক অত্র আয়াতে তাঁর এ গুণটির প্রশংসা করেছেন।

এ প্রসঙ্গে জালীলুল কদর পয়গাম্বর হযরত মূসা আ. তাঁর ভাই হযরত হারুন আ. সম্বন্ধে আল্লাহ তা'আলার নিকট যা বলে প্রার্থনা করেছিলেন তাও উল্লেখ করছি। যেটাকে আল্লাহ তা'আলা কুরআনে কারীমের আয়াত বানিয়ে রেখেছেন। ইরশাদ হচ্ছে :

وَاَخِي هَارُوْنُ هُوَ اَفْصَحُ مِنِّي لِسَانًا فَاَرْسِلْهُ مَعِيَ رِدْءًا يُّصَدِّقُنِي۔

অর্থাৎ, "(হে আল্লাহ!) আমার ভাই হারূন, সে আমার চেয়ে অধিক প্রাঞ্জলভাষী, অতএব তাঁকে আমার সাথে সাহায্যের জন্য প্রেরণ করুন"।

(সূরা কাসাস : ৩৪)

আরো ইরশাদ হয়েছে :

اَلرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ ○ خَلَقَ الْاِنْسَانَ ○ عَلَّمَهُ الْبَيَانَ ○

অর্থাৎ "দয়াময় আল্লাহ। তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন। তিনিই সৃষ্টি করেছেন মানুষ। তিনিই তাকে শিখিয়েছেন বয়ান"। (সূরা আর রহমান : ১-৪)

পবিত্র কুরআনের এ আয়াতে কারীমাসমূহের দ্বারা সুস্পষ্ট রূপে বুঝা গেল যে, বয়ান বা বক্তৃতার ক্ষেত্রে বিশেষ পারদর্শিতা, ভাষার প্রাঞ্জলতা, অতি ঈর্ষণীয় একটি গুণ; এবং এ গুণ অর্জনে প্রচেষ্টা চালানো কোন ভাবেই নিন্দনীয় তো নয়ই বরং দ্বীনী কাজের স্বার্থে অবশ্যই প্রশংসনীয়।

এ ছাড়াও সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর একাধিক হাদীসে পাকের দ্বারাও বিশুদ্ধ ও প্রাঞ্জল ভাষায় বক্তৃতা উপস্থাপনের গুরুত্ব সহজেই অনুমিত হয়।

যার বিস্তারিত বিবরণীর অবকাশ এ সংক্ষিপ্ত মুখবন্ধে নেই।

বয়ান-বক্তৃতার এ অনন্য সাধারণ প্রয়োজনীয়তা, গুরুত্ব ও আবেদনের কারণেই যুগে যুগে দেশে দেশে উলূমে নববীর উত্তরাধিকারী, কওম ও মিল্লাতের কর্ণধার হক্কানী উলামায়ে কিরাম "বক্তৃতা" বিশেষভাবে

মাতৃভাষায় বক্তৃতার প্রশিক্ষণ গ্রহণ ও প্রদানের ক্ষেত্রে সবিশেষ গুরুত্বারোপ করেছেন।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, এ ব্যাপারে আমাদের পার্শ্ববর্তী দু'টি দেশ তথা ভারত ও পাকিস্তানের উলামায়ে কিরাম যে পরিমাণ কর্মতৎপরতার পরিচয় দিয়েছেন, অজ্ঞাত কারণে আমরা বাংলাদেশী উলামা সমাজ সে পরিমাণ কর্মতৎপরতার প্রমাণ রাখতে পারিনি। তবে আশার কথা হলো, বেশ বিলম্বে হলেও বর্তমানে এ অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন ঘটছে। সম্ভবত যুগের সমস্যা ও চাহিদার যথাযথ উপলব্ধিই এ ক্ষেত্রে বঙ্গভাষী উলামা সমাজকে এহেন সময়োপযোগী প্রশংসনীয় পদক্ষেপ গ্রহণে বাধ্য করেছে–

جَزَاهُمُ اللّٰهُ أَحْسَنَ الْجَزَاءِ -

কওম বা জাতির সামনে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের পবিত্র আমানত সহজ সরল কিন্তু যুক্তিপূর্ণ প্রাঞ্জল ভাষায় উপস্থাপন সেটাতো নিঃসন্দেহে উলামায়ে কিরামের গুরুদায়িত্ব ও পবিত্র কর্তব্য। এ ক্ষেত্রে মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দের সিলসিলাভুক্ত মাদারিসে দ্বীনিয়্যাহ তথা বেসরকারী কওমী মাদরাসাগুলোর দায়িত্ব সবচেয়ে বেশি। কেননা এ কওমী মাদরাসাগুলোই সত্যিকারের দ্বীনী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, যেখানে পূর্ণ লিল্লাহিয়্যাত ও খুলূসিয়্যাতের সাথে বিলানো হয় উলূমে নববীর শরাবান তাহুরা।

আমাদের বাংলাদেশে এ ধারার প্রতিষ্ঠানসমূহের মধ্যে ঐতিহ্যবাহী ধর্মীয় শিক্ষাকেন্দ্র জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া অন্যতম। এ প্রতিষ্ঠানটি তার প্রতিষ্ঠা কাল হতেই (১৪০৬ হিঃ- ১৯৮৬) দেশ ও জাতির সর্বলাইনের খিদমত আঞ্জাম দানে সদা তৎপর।

মূলতঃ এ লক্ষ্যেই জামি'আর সুদক্ষ শিক্ষকবৃন্দের তত্ত্বাবধানে প্রতি বৃহস্পতিবার যোহরের পর হতে আসর পর্যন্ত (সহীহ বুখারী- মুসলিমের দরস বন্ধ রেখে) অত্যন্ত ইহতিমামের সাথে অনুষ্ঠিত হয় বিষয়ভিত্তিক বাংলা বক্তৃতা প্রতিযোগিতা। আর প্রতি এক মাস পর পর হয় ঐ সাপ্তাহিক

বক্তৃতায় ১ম ২য় ও ৩য় স্থান অধিকারকারীদের নিয়ে আকর্ষণীয় সম্মিলিত বক্তৃতা প্রতিযোগিতা।

বক্ষ্যমাণ বইটির ৩০ টি বক্তৃতা আমার ছাত্র যমানার ঐসব সাপ্তাহিক, মাসিক, কিংবা প্রতিযোগিতামূলক উপস্থিত বক্তৃতারই ফসল। যা ১৯৮৯ সাল হতে ১৯৯৭ সাল পর্যন্ত বিভিন্ন মজলিসে প্রদত্ত হয়েছে। এবং তার মধ্যে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই আল্লাহ পাকের খাস রহমতে আমি ১ম স্থান অধিকার করেছি। যদ্দরূন গত কয়েক বৎসর হতে আমার পরম শ্রদ্ধাভাজন কোন কোন উস্তাদ, মুখলিস সাথীবৃন্দ ও প্রাণপ্রিয় ছাত্ররা অনুরোধ করছিলেন ঐ বক্তৃতাগুলো দুই মলাটের মধ্যে ভরে দেয়ার জন্য। কিন্তু সত্যি কথা বলতে কি, আমি আমার ইলমী অযোগ্যতা আর আমলী শূন্যতার জন্য বারবার তাঁদের সেই অনুরোধ আদবের সাথে ফিরিয়ে দিয়েছি।

অতঃপর তাঁদের সেই অনুরোধ এক পর্যায়ে যখন নির্দেশে রূপান্তরিত হয়, তখন বাধ্য বালকের ন্যায় ঐসব বক্তৃতায় পুনরায় নজর বুলানো শুরু করি যা সফেদ কাগজে ধূসর অবস্থায় পড়ে ছিল। কাজের এই চলমান হালতে এতদসংক্রান্ত আরো দু'টি বই আমার হাতে এসে পড়ে। আমি মনে মনে আনন্দিত হই। যাক, বাঁচা গেল। কিন্তু বই দু'টি শুরু হতে শেষ পর্যন্ত গভীর ভাবে অধ্যয়নের পর আমার মনে হল এ ক্ষেত্রে তৃতীয় এমন একটি বইয়েরও প্রয়োজন আছে যা এত বেশি কঠিন ও দুর্বোধ্য গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকবে না যে, মাদরাসার সাধারণ ছেলেদের জন্য তা থেকে উপকৃত হওয়াই কঠিন হয়ে পড়ে। কিংবা এত ওজনহীন হাল্কাও হবে না যাতে মানসম্পন্ন বক্তৃতার মূল উদ্দেশ্যই হারিয়ে যায়। ফলশ্রুতিতে আবার নতুন করে গা ঝাড়া দিয়ে পূর্ণ উদ্যমে কাজ শুরু করি। এ পর্যায়ে আমার পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় সংযোজন ও বিয়োজনের কাজ শেষ হয়ে যায়। পাণ্ডুলিপিও তৈরী হয়ে যায়।

অতঃপর পুরো পাণ্ডুলিপিটির উপর ঈগল নজর বুলিয়ে একে আরো "সভ্য" ও "ভদ্র" বানিয়ে দেয়ার প্রত্যাশায় আমার প্রাণপ্রিয় উস্তাদ, ক্ষুরধার কলমসৈনিক, বিশিষ্ট সাহিত্যিক হযরাতুল আল্লাম মাওলানা খন্দকার মুশতাক আহমদ ছাহেব শরীয়তপুরী (মুঃ আঃ) এর শরণাপন্ন হই।

উস্তাদে মুহতারাম তাঁর সীমাহীন ব্যস্ততা সত্বেও অধমের প্রতি অত্যাধিক স্নেহের কারণে স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে এ আবেদন মঞ্জুর করেন।

অতঃপর? অতঃপর দিন যায় আর রাত আসে, রাত যায় আর দিন আসে। এভাবেই ঠিক ৪ মাস পার হওয়ার পর একদিন রাত ১১:৩৭ মিনিটে আমার মোবাইলে ফোন আসে, ঘুম জড়ানো কণ্ঠে : "আমি মুশতাক আহমদ বলছি.... আপনার পাণ্ডুলিপিটি দেখা শেষ হয়েছে"।

যাই হোক, এভাবে শেষ হয় বইটির সম্পাদনা পরিক্রমা।

এভাবে সকল প্রতীক্ষার অবসান ঘটিয়ে বইটি এখন আপনাদের হাতে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, এ বইটির মাধ্যমে সর্বশ্রেণীর ছাত্রদের বিশেষত কওমী মাদরাসার উদীয়মান কিশোর ও তরুণ ছাত্রদের উপকার হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান রাব্বুল আলামীন এ বইটিকে কবূলিয়্যাতের মর্যাদায় ভূষিত করুন। এবং এর সম্পাদক-প্রকাশক সহ সংশ্লিষ্ট সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদেরকে উভয় জগতে উত্তম বিনিময় প্রদান করুন। আর অধম লেখকের জন্য একে পরকালীন নাজাতের ওসীলা বানিয়ে দিন। আমীন ইয়া রাব্বাল আলামীন।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ

তারিখ
১০/০৫/১৪২৭ হিঃ
০৮/০৬/২০০৬ ইং

মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

ত্রয়োদশ সংস্করণের ভূমিকা

بِاسْمِهٖ تَعَالٰى

আলহামদুলিল্লাহ! ধারণাতীত দ্রুততম সময়ে বিষয়ভিত্তিক বক্তৃতার প্রথম বারোটি মুদ্রণের সমস্ত কপি বিতরণ হয়ে যায়। আওয়াম-খাওয়াস তথা সর্বমহলে বিশেষতঃ মাদারিসে দ্বীনিয়্যাহ কাওমিয়্যার ছাত্র মহলে বইটি যেভাবে সমাদৃত হয়েছে, তাতে আমি অভিভূত-বিস্মিত। এজন্য আমি মহান আল্লাহর শাহী দরবারে জানাচ্ছি লাখো কোটি শোকর।

ذٰلِكَ فَضْلُ اللهِ يُؤْتِيْهِ مَنْ يَّشَاءُ وَاللهُ ذُوْ الْفَضْلِ الْعَظِيْمِ -

এখন সংশোধিত, সংযোজিত ও পরিমার্জিত ত্রয়োদশ সংস্করণের কপিটি আপনাদের হাতে। চলতি সংস্করণে পূর্ববর্তী সংস্করণসমূহের তথ্য ও তত্ত্বগত, শব্দ ও ভাষাগত সব ধরনের ভুলসমূহ শুদ্ধ করার চেষ্টা করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে যাঁরাই যেভাবে আমাকে সৎ পরামর্শ ও উপদেশ প্রদান করেছেন তাঁদের প্রত্যেকের নিকট আমি চিরকৃতজ্ঞ। মহান আল্লাহ তাঁদের সকলকে উভয় জাহানে জাযায়ে খাইর দান করুন।

ত্রয়োদশ সংস্করণ থেকে এই গ্রন্থটি অধমের নিজস্ব প্রকাশনা প্রতিষ্ঠান **"দারুল কুতুব"** প্রকাশ করবে এবং প্রচ্ছদটি নতুন আঙ্গিকে প্রকাশিত হবে। ইনশাআল্লাহ।

সবাই ভাল থাকুন। সুস্থ থাকুন। দ্বীনের পথে থাকুন। এই কামনা করে এবারের মত বিদায় নিচ্ছি।

আপনাদের সকলের সুপরামর্শ আমাদের একান্ত কাম্য। আপনাদের দু'আ আমাদের অন্যতম পাথেয়।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَإِلَيْهِ أُنِيْبُ -

তারিখ :
২৮-০১-১৪৪০ হি.
০৯-১০-২০১৮ ইং

মুহাম্মাদ হাসান সিদ্দীকুর রহমান
জামি'আ রাহমানিয়া আরাবিয়া
মুহাম্মাদপুর, ঢাকা-১২০৭

সূচীপত্র

বিষয় **পৃষ্ঠা**

সীরাত

১. নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.
২. শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.
৩. রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী সা.
৪. মহানবী সা. এর বিপ্লবী জীবন

জীবনকথা

১. খুলাফায়ে রাশিদীন রাযি.
২. শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.
৩. মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ.

ইতিহাস-ঐতিহ্য

১. মুহাররামের ইতিহাস ও তাৎপর্য
২. কুরবানীর তাৎপর্য ও ইতিহাস
৩. বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআন এর অবদান
৪. মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর সিন্ধু বিজয়
৫. বৃটিশ বিতাড়নে আলেম সমাজ
৬. ঐতিহ্যবাহী জামি'আ রাহমানিয়ার ১০ বৎসর

ভ্রান্ত মতবাদ

১. মউদূদী ফিতনা
২. শিয়া ফিতনা
৩. গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ইসলাম
৪. সমাজতন্ত্র বনাম ইসলাম
৫. খ্রীস্টান মিশনারীগুলোর অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

রাষ্ট্রনীতি

১. ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা

বিষয় **পৃষ্ঠা**

অর্থনীতি

১. ইসলামী অর্থনীতি বনাম প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা

নারী

১. ষড়যন্ত্রের আবর্তে নারী সমাজ ও তাঁদের পর্দানীতি

পরিবার

১. ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা

আন্তর্জাতিক

১. জাতিসংঘ কার স্বার্থে?
২. মুসলিম জাতি ঃ নির্যাতন ও প্রতিকার
৩. ট্রানজিটঃ বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণের এক অশুভ পাঁয়তারা

পর্যালোচনা

১. ইসমতে আম্বিয়া (আ.)
২. নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব
৩. মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্বের ভূমিকা
৪. জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত
৫. মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

সীরাত

সীরাত-১

নারী জাতির অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَكَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ. فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: وَلَهُنَّ مِثْلُ الَّذِىْ عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوْفِ، وَ أَيْضًا قَالَ رَبُّنَا الْمُتَعَالُ: فَإِنْ كَرِهْتُمُوْهُنَّ فَعَسٰى اَنْ تَكْرَهُوْا شَيْئًا وَّيَجْعَلَ اللّٰهُ فِيْهِ خَيْرًا كَثِيْرًا

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ۔

আজকের মহতি জলসার পরম শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি! বিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী! ও আমার দামাল কামাল অরুণ তরুণ ছাত্র ভাইয়েরা!

বক্তৃতার শুরুতেই আমি আপনাদের কে একটু নিয়ে যেতে চাই চৌদ্দশ’ বছর পূর্বে।

হ্যাঁ, আমি চৌদ্দশ’ বছর পূর্বের পৃথিবীর কথাই বলছি। অমানিশা। গাঢ় অমানিশা। চাপ চাপ সূচীভেদ্য অন্ধকারে নিমজ্জিত গোটা মানব জাতি। অনাচার অবিচার ব্যভিচার আর পাপাচার এর বিষবাষ্পে বিষাক্ত গোটা দুনিয়ার আকাশ বাতাস।

সেই চরম বর্বরতা, নৃশংসতা, অজ্ঞতা আর মূর্খতার যুগ, যখন নারী জাতি মাতৃজাতি পরিণত হয়েছিল স্রেফ পুরুষের ভোগ্যপণ্যে, যখন নারীকে মনে করা হত বংশের কলংক, যখন কন্যা সন্তান কে কবরস্থ করা হত জ্যান্ত অবস্থায়!!

এমনি শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতে গুমরে উঠা আর্তনাদ বলে উঠল : ইনসানিয়াত কি এভাবেই ধ্বংস হয়ে যাবে? এভাবেই কি মানবতার দাফন সম্পন্ন করা হবে? মায়ের জাতি নারী জাতি কি তবে যুগ যুগ ধরে এভাবেই অবহেলা-ঘৃণা আর তিরস্কারের পাত্রীতে পরিণত হয়ে থাকবে? আসবে না কি কেউ নারীত্বের-মাতৃত্বের গর্বিত অধিকার উঁচিয়ে ধরার জন্য?

হ্যাঁ, গুমরে উঠা এ আকুতি পূরণের জন্যই প্রেরিত হলেন বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহা মানব, নারী মুক্তির অগ্রদূত, মহানবী হযরত মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। ঘোষণা করলেন প্রত্যয়দৃপ্ত কণ্ঠে নারীত্বের অধিকারের কথা, বুলন্দ করলেন মাতৃজাতির মর্যাদা, উঁচিয়ে ধরলেন বিশ্ব সভায় তাঁদের সম্মানের ঝাণ্ডাকে।

মুহতারাম উপস্থিতি!

ফলশ্রুতিতে যে নারী একদিন ছিল শুধুমাত্র বিছানার সঙ্গী আর ভোগের সামগ্রী, সেই নারী পেল সুমহান সামাজিক মর্যাদা। যে নারী ছিল চির অবজ্ঞা আর উপেক্ষার নির্মম শিকার, ভর্ৎসনা আর তিরস্কারের করুণ পাত্রী; সেই নারীই লাভ করল মাতৃত্বের গর্বিত অধিকার।

বাস্তবিক পক্ষে ইসলাম তথা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতিকে যে সম্মান-মর্যাদা ও অধিকার দান করেছেন বিশ্বের অন্য কোন নবী বা আধুনিক ও প্রবীণ মতবাদ সে অধিকার-সম্মান ও মর্যাদা দিতে পারেনি।

তাইতো আমরা হিন্দু ধর্মের দিকে তাকালে দেখতে পাই যে, সেখানে নারীর অধিকার বলতে কিছুই নেই।

প্রাচীন হিন্দু শাস্ত্রে বলা হয়েছেঃ মৃত্যু, নরক , অগ্নি, বিষ ও সর্পের কেনটিই নারী অপেক্ষা মারাত্মক নয়।

দেখুন! কী জঘন্য মন্তব্য, বীভৎস উক্তি!

এইতো সামান্য কিছুকাল পূর্বেও হিন্দু ধর্মানুযায়ী দেবতার সন্তুষ্টির জন্য নারীকে মন্দিরের বেদীতে নির্মম ভাবে বলি দেয়া হত। স্বামীর মৃত্যু হলে স্ত্রীকেও জ্বলন্ত চিতায় জীবন্ত দগ্ধ করে সতীদাহ প্রথা পালন করা হত, যা এখনও ভারতের কিছু কিছু এলাকায় চালু আছে।

উহ! কী মর্মন্তুদ প্রথা, বর্বর নিয়ম!! যা ভাবতেই গা শিউরে উঠে।

এমনিভাবে খ্রীস্টধর্মেও নারী জাতিকে চরম লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার অতল গহবরে নিমজ্জিত করা হয়েছে।

জনৈক পাদ্রীর মতে নারীই হল শয়তানের প্রবেশস্থল! নারীই সকল অন্যায়ের মূল!

এমনকি নারী কি দেহ সর্বস্ব : নাকি তার প্রাণ বলতে কিছু আছে?

এ প্রশ্নের মীমাংসার জন্য পঞ্চম খ্রীস্টাব্দে খ্রীস্টান পাদ্রীদেরকে একটি আন্তর্জাতিক কনফারেন্স পর্যন্ত করতে হয়েছে।

অপর দিকে ইয়াহুদী সমাজে নারীর অবস্থা তো আরো মারাত্মক শোচনীয়।

ইয়াহুদী ধর্মে এখনও ঋতুস্রাবের সময় নারীকে বাড়ী থেকে দূরে নির্জন কোন স্থানে বসবাস করতে হয়, তার রান্না বান্না সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ থাকে।

অন্যান্য অমুসলিম ধর্মমত যথা বৌদ্ধ, শিখ, অগ্নিপূজারী ইত্যাদি সকল ধর্মের হালতও তথৈবচ; বা বলা চলে এর চাইতেও জঘন্য।

সম্মানিত সুধী!

পক্ষান্তরে ইসলামই একমাত্র অনন্য ধর্ম, যা নারী জাতিকে দিয়েছে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি স্বাধীনতা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সেই নবী, যিনি নারী জাতিকে তাঁদের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি অধিষ্ঠিত করেছেন মানবিক ও সামাজিক মর্যাদার সুউচ্চ আসনে।

মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে মাতৃ জাতিকে কত উঁচু মর্যাদায় সমাসীন করেছেন তা বুঝার জন্য জন্য আশা করি মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের এ বিখ্যাত বাণীটিই যথেষ্ট اَلْجَنَّةُ تَحْتَ أَقْدَامِ الْأُمَّهَاتِ বা "মায়েদের পদতলে সন্তানদের জান্নাত"। (আল জামিউস সাগীর পৃ: ২২১)

অন্য এক হাদীসে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে ইরশাদ করেছেন : "মাতার অবাধ্যতাকে মহান আল্লাহ তোমাদের জন্য হারাম করে দিয়েছেন"। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব)

অপর এক সাহাবীর প্রশ্নের উত্তরে তিনি পরপর ৩ বার মায়ের মর্যাদার কথা বলে ৪র্থ বার পিতার মর্যাদার কথা বলেছেন।

(বুখারী শরীফ, কিতাবুল আদব)

নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও আপন দুধমাতা হযরত হালীমা সাদিয়া রাযি.-এর অসাধারণ খিদমত করতেন, বিপুল সম্মান প্রদর্শন করতেন। (আবু দাউদ ২:৩৫৩, তিরমিযী ১:১৩৮)

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ!

এমনিভাবে ইসলামপূর্ব যুগে যে স্ত্রীকে নিছক সেবাদাসী হিসেবে গণ্য করা হত, মানবতার নবী দয়াল নবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম এ জঘন্য মানসিকতার মর্মমূলে কুঠারাঘাত করে স্ত্রীকে তাঁর প্রাপ্য অধিকারের নিশ্চয়তা বিধানের লক্ষ্যে জলদগম্ভীর স্বরে ইরশাদ করেন: "তোমরা স্ত্রীদেরকে কষ্ট দেয়ার উদ্দেশ্যে স্বীয় বিবাহ বন্ধনে আটকে রেখ না"।

অপর হাদীসে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করেন: "তোমাদের মধ্যে সেই সর্বোত্তম যে তার স্ত্রীর নিকট উত্তম, আর আমি আমার স্ত্রীদের নিকট উত্তম"। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ৩৮৯৫)

বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক ভাষণে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম লক্ষাধিক সাহাবায়ে কিরামের রাযি. মজমায় বললেন: "হে পুরুষগণ! মনে রেখ! যেমনিভাবে তোমাদের স্ত্রীদের উপর তোমাদের হক আছে, ঠিক তেমনিভাবে তোমাদের স্ত্রীদেরও তোমাদের উপর হক আছে"। (বুখারী শরীফ)

যে কন্যা সন্তান এর জন্মগ্রহণ কে সেই জাহিলী সমাজে অবমাননাকর মনে করা হত, যাদেরকে জ্যান্ত পুঁতে ফেলা হত; সেই কন্যা সন্তানের ফযীলত বর্ণনা করে ইরশাদ করলেন : "যে ব্যক্তি এ কন্যাদেরকে উত্তমভাবে লালন পালন করবে আমি ও সে ব্যক্তি জান্নাতে পাশাপাশি থাকব"। (তিরমিযী শরীফ, হাদীস নং ১৯১৪)

তিনি নিজেও আপন কন্যাদেরকে দারুণ ভালবাসতেন, বিশেষতঃ সর্ব কনিষ্ঠা কন্যা হযরত ফাতেমা রাযি.-কে। কোন সফরে যাওয়ার প্রাক্কালে সর্বশেষে হযরত ফাতেমার রাযি. সাথে আর সফর থেকে প্রত্যাবর্তনের পর সর্বপ্রথম তাঁর সাথেই সাক্ষাত করতেন"।

(মুসনাদে আহমাদ ৫:৩২৪ হাদীস নং ২২৪২৬)

আর বলতেন: "ফাতেমা আমার শরীরের অংশ, যে ফাতেমাকে কষ্ট দিল সে আমাকেই কষ্ট দিল"। (বুখারী ও মুসলিম)

ভাইয়েরা আমার!

এর সাথে সাথে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নারী জাতির শিক্ষা গ্রহণের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে গিয়ে বলেন: "জ্ঞান অর্জন নারী পুরুষ উভয়ের জন্য ফরয"। (সুনানে ইবনে মাজাহ, ১:১৩৬ হাদীস নং- ২২৪)

শুধু তাই নয় আমলী ভাবেও তিনি এর বাস্তবায়ন করে গেছেন।

সহীহ হাদীসের মাধ্যমে জানা যায় যে, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মহিলাদেরকে দ্বীনী বিষয়ে তালীম ও তারবিয়্যাতের জন্য স্বতন্ত্র দিন ও সময় নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। (বুখারী শরীফ ১:৪৬ হাদীস নং ১০১)

সুধীবৃন্দ!

এমনিভাবে নারী মুক্তির অগ্রদূত মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সমাজ জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে চরম অবহেলা আর ভীষণ অবজ্ঞার শিকার, জুলুম ও অত্যাচারের বুলডোজারে নিষ্পেষিত, লাঞ্ছনা ও গঞ্জনার ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত নারী জাতিকে সুমহান মর্যাদা আর ঈর্ষণীয় অধিকার প্রদান করে গেছেন। যার কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত বিশ্ব আজ পর্যন্ত পেশ করতে পারেনি ও পারবেও না ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুগণ!

দুঃখজনক হলেও চরম সত্য হচ্ছে এই যে, আজ নারী জাতি মাতৃজাতি সমাজের প্রায় ক্ষেত্রে হচ্ছে নির্যাতিত-নিপীড়িত, আজও কন্যা সন্তান জন্ম দেয়ার অপরাধে অসংখ্য নারীকে তালাক দেয়া হচ্ছে। যৌতুক না দেয়ায় অনেক স্ত্রীকে নির্মম ভাবে পিটিয়ে খুন করা হচ্ছে। চলছে তাদের উপর ধর্ষণ, হচ্ছে এসিড নিক্ষেপ, নানা প্রকারের যন্ত্রণা, যৌন নিপীড়ন, অফিসের বস কর্তৃক অবাঞ্ছিত হয়রানী, সহকর্মীদের হাতে শ্লীলতাহানি ইত্যাদি আরো কত কি। মনে হয় সেই চৌদ্দশ বছর পূর্বের আইয়ামে জাহিলিয়্যাত আবার নতুন ভাবে ফিরে এসেছে। যার মূলোৎপাটনের জন্য আল্লাহ পাক মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে এ ধরার বুকে প্রেরণ করেছেন।

মুহতারাম হাযিরীন!

আজকের এ অশান্ত দুনিয়ায় শান্তি পেতে হলে আমি বলব: নারী জাতির সামনে একটি মাত্র পথই খোলা আছে আর তা হচ্ছে ঐ পাশ্চাত্যের উগ্র গা ঘিনঘিনে তথকথিত সভ্যতায় লাথি মেরে, হিন্দুয়ানী সংস্কৃতিকে পরিপূর্ণভাবে পরিত্যাগ করে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক বিঘোষিত ইসলামের সহজ সরল শুভ্র সমুজ্জ্বল পথে ফিরে আসা, শরয়ী আহকাম যথাযথভাবে পাবন্দীর সাথে পালন করা, মহান আল্লাহ তা'আলা

কর্তৃক নির্দেশিত কুরআনী অনুশাসন অনুযায়ী নিজকে পরিচালিত করা, মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বাতলানো শাশ্বত চিরন্তন ব্যবস্থাপনা অনুযায়ী চলে শান্তি সুখের সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় গ্রহণ করা।

নারী জাতির, মাতৃজাতির, স্ত্রী জাতির, কন্যা জাতির মুক্তির এটাই একমাত্র পথ, এ পথেই ধরা দিবে শান্তির পায়রা। সুখ-স্বাচ্ছন্দের অমিয় ধারা।

অন্য কোন মতে বা পথে, সভ্যতা বা সংস্কৃতিতে শান্তি নেই। তারা যতই স্বপ্ন দেখাকনা কেন, মূলতঃ ঐ সবই হল মিথ্যা কুহেলিকা, অসত্য মরীচিকা।

মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক আমাদের সকল মা বোনদেরকে সঠিক বুঝ নসীব করুন। আমীন।

সীরাত-২

শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায় মহানবী সা.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ أُرْسِلَ إِلٰى كَافَّةِ الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ وَبَعْدُ، فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوْا فِى الْاَرْضِ وَابْتَغُوْا مِنْ فَضْلِ اللّٰهِ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُه.

আজকের সেমিনারের মাননীয় সভাপতি! মুহতারাম বিচারকমণ্ডলী! সচেতন সুধীবৃন্দ!

চৌদ্দশ' বছর পূর্বের পৃথিবী। অমানিশা, গাঢ় অন্ধকার, মূর্খতার অন্ধকার, আকাশে-বাতাসে মযলূমানের আহাজারী আর শুধু রক্তের গুমোট গন্ধ, সর্বত্র নির্মমতা ও পাশবিকতার পৈশাচিক উল্লাস ধ্বনি।

জ্যান্ত কবর দিচ্ছে বাবা নিজ হাতে তার ফুটফুটে নিষ্পাপ কন্যা সন্তানটিকে, চলছে আল্লাহ পাকের পবিত্র ঘরের তাওয়াফ উলঙ্গ অবস্থায় নারী-পুরুষ নির্বিশেষে! আর ধর্ষণ, ব্যভিচার, চুরি, ডাকাতি ও লুটপাট, এসব তো ছিল নিত্যদিনের সাধারণ ব্যাপার। মানুষ পশুত্বের এমন স্তরে নেমে গিয়েছিল যে, নিজ বাবার স্ত্রীর সাথে সন্তান ব্যভিচারে লিপ্ত হওয়াকেও দূষণীয় কোন ব্যাপার মনে করত না।

মোটকথা, এমন কোন খারাপ, বর্বর আর জঘন্য কাজ নেই যা তখনকার সমাজে প্রচলিত ছিল না।

ঠিক এমনই এক করুণ মুহূর্তে মরুআরবের বুকে আবির্ভূত হলেন রাহমাতুললিল আলামীন সিরাজাম মুনীরা সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহামানব প্রিয় নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। মেঘের আড়ালে লুক্কায়িত সত্যের সূর্য স্বমহিমায় ঝলমলিয়ে উঠল, থরথর করে কেঁপে উঠল বাতিলের রাজপ্রাসাদ, প্রমাদ গুণল কায়েমী অপশক্তি। বর্বর শোষিত নারী জাতি পেল তার ন্যায্য অধিকার, মযলূম পেল ইনসাফ, শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে অধিকার বঞ্চিত চরমভাবে নিষ্পেষিত শ্রমিক সম্প্রদায় পেল তার যথাযথ মর্যাদা।

সুপ্রিয় সুধী!

নিরপেক্ষ দৃষ্টিভঙ্গিতে পর্যালোচনা করলে জানা যায় যে, ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মমতই পারেনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠা করতে। বরং অন্য সকল তন্ত্রে মন্ত্রে নির্মমভাবে স্টীমরোলার চালানো হয়েছে এই দরিদ্র অসহায় শ্রেণীটির উপর।

এমনই দু'টি শ্রমিক শোষণবাদের নামই হচ্ছে ক্যাপিটালিজম বা পুঁজিবাদ ও সোশ্যালিজম বা সমাজবাদ।

তাইতো আমরা পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় দেখতে পাই, শ্রমিক তিলে তিলে, মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, শরীরের রক্ত পানি করে যে উৎপাদন করে, এর বিনিময়ে পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থা তাদেরকে দেয় শুধু সীমাহীন দারিদ্র্য ও অভাব, অমানুষিক লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা।

অপরদিকে সমাজবাদী বা সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থায় শ্রমিকের ন্যূনতম অধিকার কেও নির্মমভাবে দলে পিষে, দুমড়ে মুচড়ে থেতলে দেয়া হয়েছে। ভেঙ্গে চুরমার করা হয়েছে এখানে শ্রমিকের সকল অধিকার ও পাওনা, গুড়িয়ে দেয়া হয়েছে তাদের সকল সুখ স্বপ্ন।

এরই অনিবার্য ফলস্বরূপ শ্রমিকদের মধ্যে ফুঁসে উঠেছে ধূমায়িত অসন্তোষ, যে পুঞ্জীভূত অসন্তোষের বিষ্ফোরণে ভেঙ্গে চূড়ে খান খান হয়ে গেছে এক কালের সুপার পাওয়ার ও ন্যাশনাল হিরো সোভিয়েত রাশিয়া।

সুধীমণ্ডলী!

পক্ষান্তরে একমাত্র ইসলামই সে মতবাদ, একমাত্র রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামই সে মহান ব্যক্তিত্ব; মযলূম, অসহায়, বঞ্চিত মানবতার মুক্তিদূত; যিনি শ্রমিক সম্প্রদায়ের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করার পাশাপাশি যাবতীয় পাওনা যথাযথ ভাবে আদায়ের ব্যবস্থা করে এক কালজয়ী অনুপম আদর্শের অতুলনীয় দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

তাইতো আমরা প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে বলতে শুনি :

أَعْطُوا الْأَجِيْرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُه.

অর্থাৎ, "তোমরা শ্রমিকের গায়ের ঘাম শুকানোর পূর্বেই শ্রমিককে তার পারিশ্রমিক দিয়ে দাও"। (বাইহাকী, ইবনে মাজাহ।)

অন্যত্র ইরশাদ করেন–

هُمْ إِخْوَانُكُمْ، جَعَلَهُمُ اللهُ تَحْتَ أَيْدِيْكُمْ، فَمَنْ جَعَلَ أَخَاهُ تَحْتَ يَدِهِ، فَلْيُطْعِمْهُ مِمَّا يَأْكُلُ، وَلْيُلْبِسْهُ مِمَّا يَلْبَسُ

অর্থাৎ, "তারা (শ্রমিকরা) তোমাদের ভাই, আল্লাহ তাদেরকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন, সুতরাং যে তার অধীনে নিজ ভাইকে রাখবে সে যা খাবে তাদেরকে তাই খাওয়াবে আর সে যা পরিধান করবে তাদেরকে তাই পরিধান করাবে"। (বুখারী শরীফ, কিতাবুল ঈমান)

সাথীরা আমার!

আমাদের প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু কথার ফুলঝুড়ি দিয়ে নয় বরং কাজের মাধ্যমেও শ্রমিকের মহান অধিকার সুপ্রতিষ্ঠিত করে গেছেন।

তাইতো আমরা প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাই নিজ হস্তে ছাগল চড়িয়ে শ্রমিকের ভূমিকায়, আপন মুবারক হাতে সেলাই এর কাজ করে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠায়, হযরত খাদীজা রাযি.-এর সম্পদ নিয়ে সিরিয়া গিয়ে শ্রমিকের হক্ব বুলন্দ করতে, জঙ্গল থেকে লাকড়ী সংগ্রহ করে এনে এই চির শোষিত শ্রেণীটির মর্যাদা ক্বায়িম করতে, সর্বোপরি নিজ হাতে দুগ্ধ দোহন করতে ও খন্দক যুদ্ধে সাহাবায়ে কিরামের রাযি. কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে, আপন উদর মুবারকে দু'দুটি পাথর বেঁধে চরম ক্ষুধার্ত অবস্থাতেও মাটি কেটে পরিখা খনন করতে!!

আছে কি বিশ্বে এর কোন নযীর? এর কোন উপমা? কোন দৃষ্টান্ত? না, নেই। কেউ দেখাতে পারবে না।

তবে হ্যাঁ, দেখানো যাবে বিভিন্ন নেতার ভরাট কণ্ঠে শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠার গালভরা মিষ্টি মিষ্টি বুলি আর কার্যক্ষেত্রে শ্রমিকের পেটে সজোরে লাথি মারার হাজারো নযীর।

নির্বাচনকালে দেখা যায় ভোট ভিক্ষার স্বার্থে শ্রমিকদের মাথা-গায়ে হাত বুলাতে আর বাসায় গিয়ে বিদেশী সাবান দিয়ে হাত ধৌত করতে।

সাধারণ সভায় শ্রমিকদের পক্ষে কথা বলে, ব্যক্তিগত মজলিসে বা বাসায় মা বাপ তুলে শ্রমিকদেরকে গালি দিতে। স্বহস্তে শ্রমিকের কাজ

করা তো দূরের কথা, কেননা শ্রমিকের কাজ করার দ্বারা নাকি তাদের প্রেষ্টিজ এর হ্যাম্পার!! হয়।

দু এক সময় বৃক্ষ রোপন, পুকুর উদ্বোধন ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে কোদাল, বেলচা বা বর্শি হাতে টিভির ক্যামেরাম্যানদের সামনে কায়েদা করে পোজ দেয়াটা যে খালেস রাজনৈতিক স্বার্থে, আশা করি তা নিতান্ত সাধারণ বিবেকের কাউকেও বুঝিয়ে বলতে হবে না।

সাথী ও বন্ধুগণ!

আজো একুশ শতকের পৃথিবীতে ঐ বুর্জোয়া, রক্তচোষা, পুঁজিবাদী ও সমাজবাদীরা শ্রমিকদের দ্বারা অমানুষিক কাজ করিয়ে তাদের লাল তাজা রক্তগুলো বিষাক্ত জোঁকের মত চুষে চুষে খাচ্ছে। এরাই চিরদুঃখী শ্রমিক সম্প্রদায়ের গোশত ও হাড্ডির উপর গগনচুম্বী প্রাসাদ অট্টালিকা নির্মাণ করে "শ্রমিকের অধিকার প্রতিষ্ঠা কর, করতে হবে"। ইত্যাদি মনভুলানো শ্লোগানে পল্টন ময়দান গরম করে তুলছে। এই চিহ্নিত গোষ্ঠীই শ্রমিক লীগ, শ্রমিক দল ইত্যাদি নানা শ্রমিক হিতৈষী সংগঠন এর ছত্রছায়ায় ছলে বলে কৌশলে কালো টাকার পাহাড় গড়ে, বিদেশে ব্যাংক ব্যালেন্স করে, বি এম ডব্লিউ, মার্সিডিস, পাজেরো ও নিশান পেট্রোল দাবড়িয়ে বেড়াচ্ছে।

হায় বাংলার বোকা দুঃখী শ্রমিকেরা! আর কতকাল তোমরা বিভ্রান্ত হবে? ঐসব মুনাফেক নেতাদের মুখোশ কি তোমাদের সামনে এখনো খুলে পড়েনি?

তোমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থা, ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ও মহানবী নির্দেশিত শাশ্বত আদর্শের অনবদ্য ব্যবস্থাপনার সুশীতল ছায়াতলে এগিয়ে এসো, দেখবে সেখানে মালিক শ্রমিক কোন ভেদাভেদ নেই, কর্মকর্তা কর্মচারী বিলকুল বৈষম্য নেই। এখনও সময় আছে, গা ঝাড়া দাও। সর্বশক্তি দিয়ে কষে লাথি মার ঐ পুঁজিবাদী ভূড়িওয়ালা তথাকথিত নেতাগোষ্ঠীর মেদবহুল উদরে, সামনে এগিয়ে চলো ইসলামী আদর্শের ঝাণ্ডা উঁচু করে; দেখবে শান্তি কাকে বলে, সুখ কাকে বলে, আনন্দ কাকে বলে।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

সীরাত-৩

রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী সা.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ وَعَلٰى اٰلِه وَ أَصْحَابِه أَجْمَعِيْنَ أَمَّا بَعْدُ ، فَقَدْ قَالَ اللهُ عَزَّ وَ جَلَّ فِىْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ:

وَالسَّارِقُ وَالسَّارِقَةُ فَاقْطَعُوْا اَيْدِيَهُمَا جَزَاءً بِمَا كَسَبَا نَكَالًا مِّنَ اللهِ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اِدْرَأُوْا الْحُدُوْدَ مَا اسْتَطَعْتُمْ ـ

আজকের মনোজ্ঞ সেমিনারের মহামান্য সভাপতি! অভিজ্ঞ বিচারক পরিষদ! ও আশেকে রাসূল ছাত্র ভাইয়েরা আমার!

আজকের আলোচ্য বিষয়ের ব্যাপারে আপনারা সকলেই অবগত আছেন আর তা হচ্ছে রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

ভাইয়েরা আমার!

আমাদের প্রাণপ্রিয় রাসূল রাহমাতুল লিল আলামীন সায়্যিদুল মুরসালীন হযরত মুহাম্মাদ মুস্তাফা আহমাদ মুজতাবা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম শুধু যে একজন নবী বা রাসূল তাই নন বরং তিনি হচ্ছেন ব্যক্তিগত জীবনে উত্তম চরিত্রের অধিকারী একজন মহান মানুষ, পারিবারিক জীবনে আদর্শ স্বামী, স্নেহপরায়ন পিতা, খিদমতগার সন্তান, সামাজিক জীবনে পরোপকারী, প্রতিবেশীর হক্ব আদায়কারী, অতিথি সেবায় নিবেদিতপ্রাণ মহান ব্যক্তিত্ব, আবার রাষ্ট্রীয় জীবনে সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান রাষ্ট্র নায়ক।

মোটকথা, মানবীয় উত্তম গুণাবলীর পূর্ণ আধার ছিলেন আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

তাইতো মহান রাব্বুল আলামীন কুরআনে কারীমে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন :

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِىْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ ـ

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূল মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ"। (সূরা আহযাব : ২১)

অন্যত্র বলেছেন :

وَاِنَّكَ لَعَلٰى خُلُقٍ عَظِيْمٍ

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আপনি চরিত্রের মহান মর্যাদায় অধিষ্টিত"।

(সূরা কলম-৪)

সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী!

বাস্তবিক পক্ষে রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যে অভূতপূর্ব বিচক্ষণতা, চৌকস দূরদর্শিতা, অতুলনীয় দক্ষতা আর অনবদ্য আদর্শবাদিতার পরিচয় দিয়েছেন বিশ্ব ইতিহাসে এর কোন নযীর বা দৃষ্টান্ত খুঁজে পাওয়া যায় না।

তাইতো আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে দেখতে পাই তাঁর রাষ্ট্র পরিচালনার সুনিপুণ কারিশমায় শতধাবিভক্ত খণ্ড বিখণ্ড আরব জাতিকে বিশেষতঃ শত বৎসর ধরে মারাত্মক রক্তক্ষয়ী গৃহযুদ্ধে লিপ্ত মদীনার আউস ও খাযরাজ গোত্রদ্বয়কে সম্প্রীতির অপূর্ব বন্ধনে আবদ্ধ করতে।

এমনিভাবে অসাধারণ দূরদর্শিতায় ঐতিহাসিক মদীনাসনদের মাধ্যমে তদানীন্তন শক্তিশালী ইয়াহুদী খৃস্টানদের সাথে মৈত্রী চুক্তিতে আবদ্ধ হতে; যার সুফল সম্পর্কে আপনারা নিশ্চয়ই অবগত।

আরো দেখতে পাই ৬ষ্ঠ হিজরীতে চিরশত্রু কুরাইশদের সঙ্গে ইতিহাস বিখ্যাত হুদাইবিয়া সন্ধি চুক্তি করে মাত্র ২ বছরের মধ্যেই "ফাতহে মুবীন" বা প্রকাশ্য বিজয় তথা মক্কা মুকাররামাহ জয় করতে।

এটাই রাষ্ট্র পরিচালনায় মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবিশ্বাস্য বিচক্ষণতা ও বিস্ময়কর দূরদর্শিতার স্বাক্ষর বহন করে।

শুধু কি তাই? না। অত্যন্ত স্বল্প সময়ে যাকাত, সাদাকাহ, উশর, খারাজ, জিযিয়া, খুমুস, ফাই ইত্যাদি নির্ধারণের মাধ্যমে ইসলামী রাষ্ট্র মদীনার অর্থনীতিতে বিপুল প্রবৃদ্ধিও তাঁর চমকপ্রদ রাষ্ট্র পরিচালনারই অনবদ্য কীর্তি।

এর পাশাপাশি চুরি, ডাকাতি, হত্যাকাণ্ড,মদ্যপান, ব্যভিচার, মিথ্যা তোহমত ইত্যাদি অন্যায় ও অশ্লীল তথা অসামাজিক কর্মকাণ্ডের উপর দৃষ্টান্তমূলক যথোপযুক্ত শাস্তির বিধান প্রবর্তনও মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দূরদর্শী প্রজ্ঞাপূর্ণ রাষ্ট্র পরিচালনারই সনদ প্রদান করে।

এখানেই শেষ নয়, এর সাথে সাথে বহিঃবিশ্বের বিভিন্ন রাষ্ট্র প্রধানদের নিকট মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অবিস্মরণীয় দাওয়াতী পত্রগুলোও তাঁর সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহান রাষ্ট্র নায়ক হওয়ার উজ্জ্বল প্রমাণ।

বন্ধুগণ! এতদ্ব্যতীত আপন পালক পুত্রের স্ত্রীকে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ করণ, তালাক প্রাপ্তা মহিলাকে বিবাহ করা, বিধবা বিবাহ বিশেষতঃ ইয়াহুদী বংশোদ্ভূত হযরত সাফিয়্যাহ রাযি. ও হযরত জুওয়াইরিয়া রাযি.-কে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ করণ, ক্রীতদাস হযরত বিলালে হাবশী রাযি.-কে মুআযযিনের সম্মান জনক পদে সমাসীন করণ, আনসার ও মুহাজিরদের ভ্রাতৃত্বের সুনিবিড় বন্ধনে আবদ্ধ করণ, দাসপ্রথার পথ সংকুচিত করণ, শিক্ষার বিনিময়ে বন্দী মুক্ত করণ, তা'লীমে কুরআনের বিনিময়ে মহর নির্ধারণ, ঐতিহাসিক মক্কা বিজয়ের সময় সাধারণ ক্ষমা ঘোষণা ও বিজয় পরবর্তী সাধারণ নওমুসলিম কাফের নেতৃবৃন্দকে বিপুল পরিমাণ মালে গনীমত প্রদান, যুদ্ধের পূর্বে ও পরে অপূর্ব কৌশল অবলম্বন ইত্যাদি। যার বিস্তারিত ফিরিস্তি এ স্বল্প পরিসরে দেয়া অসম্ভব। এ সবকিছুই মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সফল ও মহান রাষ্ট্র নায়ক হওয়ারই প্রকৃষ্ট ও জাজ্বল্যমান স্বাক্ষর বহন করে।

প্রিয় সুধী!

আজ মুসলিম উম্মাহের এ চরম ক্রান্তিকালে, ভয়াবহ দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে যদি আমরা তথা আমাদের মুসলিম প্রশাসকগণ মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর রাষ্ট্র পরিচালনা সংক্রান্ত নীতিমালা পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে অনুসরণ করেন; তবেই মহান আল্লাহ পাকের রহমতের বিশেষ বারিধারায় সারা জগৎ সিক্ত হতে পারে, দূরীভূত হতে পারে যাবতীয় নৈরাজ্য, বিশৃঙ্খলা, মারামারি, হানাহানি, কাটাকাটি ও সন্ত্রাস।

আল্লাহ রাব্বুল আলামীন আমাদের প্রশাসকদেরকে দ্বীনের সহীহ বুঝ দান করুন। আমীন।

وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرٰى تَنْفَعُ الْمُؤْمِنِيْنَ

সীরাত-৪

মহানবী সা.-এর বিপ্লবী জীবন

بَعْدَ الْحَمْدِ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةِ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِيْنَ عَلَى الْقِتَالِ۔

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ۔

আজকের সভার মান্যবর সভাপতি! বিচক্ষণ বিচারকমণ্ডলী! ও আমার টগবগে তাজা প্রাণ বিপ্লবী ছাত্র ভাইয়েরা!

ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস বলছে এই জিহাদের জন্যই, এই ইসলামী বিপ্লবের কারণেই অত্যাচারিত হয়েছেন হাজার হাজার আম্বিয়া ও রাসূল (আ.)-গণ।

এই বিপ্লবের জন্যই বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মানব, পৃথিবীর সর্বযুগের সর্বসেরা বিপ্লবী আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে তাজা খুন ঝরাতে হয়েছে তায়েফে। এই বিপ্লবের জন্যই রাসূলে কারীম মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে অস্ত্র ধারণ করতে হয়েছে ঐতিহাসিক গাযওয়ায়ে বদরে, গাযওয়ায়ে আহযাবে, জঙ্গে হুনাইনের দুর্গম প্রান্তরে। এ জন্যই তাঁকে দাঁত মুবারক শহীদ করে রক্তে রঞ্জিত হতে হয়েছে অবিস্মরণীয় উহুদ যুদ্ধে। সর্বোপরি এই ইসলামী বিপ্লবের মহান উদ্দেশ্যেই প্রিয়নবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে লংমার্চ করে যেতে হয়েছে প্রচণ্ড গরম আর খেজুর পাকার মওসুমে সাড়ে সাতশতাধিক মাইল দূরের তাবূকে!

বিপ্লব স্পন্দিত সাথীরা আমার!

বাস্তবিক পক্ষে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ছিলেন নীতিগতভাবে বিপ্লবী। তাইতো মহানবী সাল্লাল্লাহ আলাইহি ওয়াসাল্লামকে মাদানী জীবনের মাত্র ১০ বছরেই নিজ হস্তে পরিচালনা করতে হয়েছে প্রায় ৩৬টি সশস্ত্র গাযওয়া। প্রেরণ করতে হয়েছে প্রায় ৮০টি সারিয়্যাহ।

তাইতো বিশ্বসেরা বিপ্লবী মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বিপ্লবী কণ্ঠে ঘোষণা করেছিলেন,

وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لَوَدِدْتُ أَنْ أُقْتَلَ فِي سَبِيْلِ اللّٰهِ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلَ، ثُمَّ أُحْيَا، ثُمَّ أُقْتَلَ۔

"ঐ সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার তো ইচ্ছে হয় আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করে শহীদ হয়ে যাই, অতঃপর পুনরায় জীবিত হয়ে ফের শহীদ হয়ে যাই, এরপর আমাকে আবার জীবিত করা হোক আর আমি জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহে পুনঃ শহীদ হয়ে যাই, এরপরে আবার জীবিত হয়ে আবার শহীদ হয়ে যাই"। (বুখারী-মুসলিম)

সংগ্রামী সাথী ও বন্ধুগণ!

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, আজ আমরা মুসলমানরা দুনিয়ার সেরা জাতি হয়েও বিশ্বের সর্বত্র নির্যাতিত ও নিপীড়িত হচ্ছি। অথচ এমনটিতো কাম্য ছিলো না। কারণ, যেখানে আমাদের আছে অর্ধশতাধিক স্বাধীন সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র, আমাদের রয়েছে পেট্রো ডলারে সমৃদ্ধ বিলিয়ন বিলিয়ন সম্পদ, রয়েছে প্রায় দেড়শত কোটি দক্ষ জনশক্তি, সর্বোপরি আমাদের আছে তেল অস্ত্র আর চমৎকার ভৌগলিক অবস্থান। তারপরও আমরা কেন মার খাচ্ছি? জী, হ্যাঁ। আমি বলব, দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলব : এ চরম বিপর্যয়ের অন্যতম প্রধান কারণ আমরা মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর বিপ্লবী জীবনের আদর্শ ত্যাগ করেছি, অথচ তিনি পরিষ্কার ভাষায় ইরশাদ করেছেন :

إِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ، فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ

অর্থাৎ, "যখন তোমরা জিহাদ পরিত্যাগ করবে, তখন মহান আল্লাহ তোমাদের উপর অপদস্থতা চাপিয়ে দিবেন"।

(আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ৩৪৬২)

আরো বলেছেন, اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ অর্থাৎ, "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর ধারাবাহিকতা কিয়ামত পর্যন্ত চলবে"।

(আবু দাউদ শরীফ হাদীস নং ২৫৩২)

আরো বলেছেন, اَلْجِهَادُ ذُرْوَةُ سِنَامِه অর্থাৎ, "দ্বীনের সর্বোচ্চ চূড়া হল জিহাদ"। (তিরমিযী শরীফ- ২:৮৬, সুনানে ইবনে মাজাহ- পৃ: ২৯৪)

অপর এক হাদীসে ইরশাদ হয়েছেঃ

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তরবারীর তলদেশেই রয়েছে জান্নাত এর দরজাসমূহ"। (সহীহ মুসলিম)

ভাইয়েরা আমার!

আমি এ মজলিসে হলফ করে বলতে পারি, আজো যদি আমরা আমাদের মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর জিহাদী যিন্দেগী ও বিপ্লবী জীবনের শাশ্বত চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গর্জে উঠতে পারি; তাহলে হতে পারে আগামী কালের সূর্য উদিত হবে না, হতে পারে ঐ উত্তাল আটলান্টিকের ঢেউ আর তীরে আছড়ে পড়বে না, হতে পারে দূরের ঐ বহু দূরের তারকারাজী আর মিটি মিটি হাসবে না, নীল আকাশে মুক্ত বাতাসে বিহঙ্গকুল আর কিচির মিচির করবে না, কিন্তু অবশ্যই অবশ্যই এই মুসলিম জাতি, উম্মাতে মুহাম্মাদী ঐ জল্লাদসংঘ তথা জাতিসংঘ আর এ যুগের ফেরআউন আমেরিকার সমস্ত দর্প ও দম্ভ চূর্ণ বিচূর্ণ করে দিয়ে, ট্রাম্প ও পুটিনকে এক দড়িতে ফাঁসি দিয়ে সারা দুনিয়ায় ইসলামের গাঢ় সবুজ হেলালী নিশান উড্ডীন করবেই করবে ইনশাআল্লাহ।

প্রয়োজনে আমরা আরেকটি বদর ঘটাব, দরকার হলে আরেকটি রক্তাক্ত উহুদ ঘটাব, শুধু তাই নয় হয়ত আরেকটি কারবালা সৃষ্টি করব, কিন্তু তবুও সারা বিশ্বে খালেস ঈমান আমলভিত্তিক ইসলামী বিপ্লব সুন্নতী বিপ্লব ঘটিয়ে আগ্রাসনবাদী সাম্রাজ্যবাদীদেরকে জ্যান্ত কবর দিবই দিব ইনশাআল্লাহ।

জাগো উঠো মুসলিম হাঁকো হায়দারী হাঁক + শহীদের খুনে সব লালে লাল হয়ে যাক।

ইসলাম যিন্দা হোতা হ্যায় হার কারবালা কে বাদ।

وَاللهُ الْمُوَفِّقُ وَالْمُعِيْنُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ۔

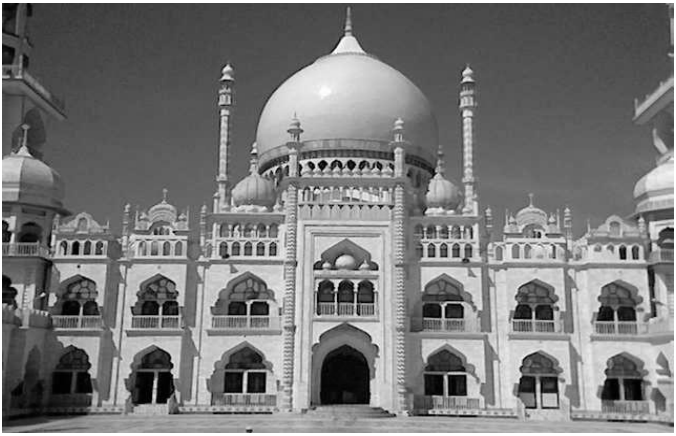

জীবনকথা

জীবনকথা-১

খুলাফায়ে রাশিদীন রাযি.

[হযরত আবু বকর, উমর ফারূক, উসমান গণী, ও আলী মুরতাযা রাযি.-এর সংক্ষিপ্ত জীবনালেখ্য]

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَ مُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: مُحَمَّدٌ رَّسُوْلُ اللهِ وَالَّذِيْنَ مَعَه اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ .... إِلٰى آخِرِ الْآيَةِ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : عَلَيْكُمْ بِسُنَّتِيْ وَسُنَّةِ الْخُلَفَاءِ الرَّاشِدِيْنَ الْمَهْدِيِّيْنَ تَمَسَّكُوْا بِهَا وَ عَضُّوْا عَلَيْهَا بِالنَّوَاجِذِ۔

অদ্যকার সেমিনারের মাননীয় সভাপতি! অভিজ্ঞ বিচারক মণ্ডলী। ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত খুলাফায়ে রাশিদীন রাযি.-এর যথার্থ অনুসারী আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

আজ এমন এক ঘোরতম বিপদ মুহূর্তে আমাকে আপনাদের সামনে দাঁড়িয়ে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে; যখন ভূস্বর্গ কাশ্মীরের শহরে গঞ্জে নগরে বন্দরে কোন মর্দে মুজাহিদ ঐ বর্বর নরপিশাচ রামপন্থী ইন্ডিয়ান সৈন্যের গুলিতে ঝাঝরা হয়ে মুখ থুবড়ে পড়ে আছে, দিতে হচ্ছে বক্তৃতা এমন এক নাযুক পরিস্থিতিতে যখন মুক্তিপাগল ফিলিস্তীনীরা সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসী ইয়াহুদী হায়েনাদের নির্মম দমন পীড়নে মৃত্যুর প্রহর গুনছে।

কিন্তু কেন? কেন মুসলিম জাতির আজ এ শোচনীয় অবস্থা? কেন আজ তারা বিশ্বের সর্বত্র নির্যাতিত, নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত? কেনই বা তাদের এ করুণ পরিস্থিতি?

মুসলমানরা কি সে জাতি নয় যাঁদের দুর্দান্ত প্রতাপের সম্মুখে তদানীন্তন দুনিয়ার দুই সুপার পাওয়ার কায়সার ও কিসরা (রোম ও পারস্য) মস্তক করেছিল অবনমিত? যে কওমের সামনে উত্তাল সাগর হয়ে

যেত সংকুচিত, গগনচুম্বী পর্বতমালা যাঁদের সামনে শির করত অবনত। এরা কি সে জাতি নয়?

যে মুসলমানদের তেজঃপুঞ্জ মূর্তি, উদার হৃদয়, প্রশস্ত বক্ষ, বীর্যশালী বাহু, তেজস্বী প্রকৃতি, বিশ্ব উদ্ভাসিনী প্রতিভা, কুশাগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি, জ্বলন্ত চক্ষু, দোর্দণ্ড প্রতাপ, প্রমুক্ত করুণা, নির্মল উদারতা অমুসলিম জাতির মনে বিস্ময় ও ভীতি, ভক্তি ও প্রীতির সঞ্চার করেছিল?

হ্যাঁ, এরাই সে মুসলিম জাতি।

মুহতারাম হাযিরীন!

বাস্তবিকপক্ষে আমাদের এ অধঃপতন ও পদস্খলনের অন্যতম প্রধান কারণ হচ্ছে আমরা সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নূরানী সুন্নাত ও নববী আদর্শের ধারক বাহক খুলাফায়ে রাশিদীনের রাযি. সুমহান আদর্শ হতে অনেক দূরে সরে পড়েছি। সে কারণেই আজ আমাদের এ করুণ অবস্থা, আমরা সিংহের জাতি পরিণত হয়েছি ছাগ শ্রেণীতে।

আজ এ একবিংশ শতকের ঊষালগ্নেও যদি আমরা খুলাফায়ে রাশিদীনের সেই সোনালী ইতিহাসের দিকে চোখ বুলাই তাহলে হযরত আবু বকর সিদ্দীক রাযি.-কে দেখতে পাই মুরতাদদের বিরুদ্ধে, যাকাত অস্বীকারকারীদের বিপক্ষে অমিত তেজে বীর বিক্রমে যুদ্ধ করতে এবং দেশের অভ্যন্তরীণ অগ্রগতি ও উন্নতিতে ব্যস্ত থাকতে।

অপর দিকে যখন হযরত উমর ফারূক রাযি.-এর যমানার দিকে লক্ষ্য করি তখন একদিকে তাঁকে দেখতে পাই বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে সিংহ মূর্তি ধারণকারী, অপর দিকে দেশের অভ্যন্তরীণ বিষয়ে তাঁকে পাই দিনে রাতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে, হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করে বৃদ্ধ-দুর্বলদের বোঝা বহনকারী হিসেবে।

এতদভিন্ন হযরত উমর রাযি.-এর যুগ তো সেই মহান যুগ, যে যুগে ইসলামের বিস্তৃতি মদীনার সীমারেখা অতিক্রম করে পূর্বে সিন্ধু ও পশ্চিমে জেদ্দা পর্যন্ত বিস্তৃত হয়েছে। হযরত উমর রাযি.-এর যুগ তো এমন একটি অবিস্মরণীয় যুগ, যে যুগে মুসলিম জাতি অর্ধ জাহান দুর্দান্ত প্রতাপে শাসন করেছিল।

হযরত উমর রাযি. তো সেই মহান মানবের নাম, যাঁর আঙ্গুলী হেলনে খসে পড়ত দাম্ভিক শাহীর রাজ মুকুট, কেঁপে উঠত কাইসার ও কিসরার গগনচুম্বী চূড়া।

ভাইয়েরা আমার!

তোমরা তো সে জাতির সন্তান, খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে রোম ও পারস্য রাজার নিকট ফরমান লিখতেন যে জাতির খলীফা। যিনি রুটির শুকনো টুকরো মুখে দেয়ার পূর্বে ভাবতেন তাঁর কোন প্রজা না খেয়ে আছে কি না?

অনুরূপভাবে হযরত উসমান গণী রাযি.-এর দিকে তাকালে দেখতে পাই, একদিকে আকাশসম বদান্যতার স্বাক্ষর রেখে দান করছেন লক্ষ লক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, অন্য দিকে নরাধম বিদ্রোহী গোষ্ঠী কর্তৃক অবরুদ্ধ হয়েও ক্ষমার চরম ও পরম পরাকাষ্ঠা প্রদর্শন করছেন তিনি।

এমনিভাবে শেরে খোদা হযরত আলী রাযি.-এর দিকে লক্ষ্য করলে দেখি যে, জিহাদের ময়দানে বীরদর্পে এগিয়ে যাচ্ছেন, কচুকাটা করছেন শত শত কাফিরকে, প্রতিষ্ঠা করছেন শান্তি ও সুখের ধর্ম ইসলাম দেশ হতে
দেশান্তরে।

এইতো ছিল আমাদের খুলাফায়ে আরবাআ বা খলীফা চতুষ্টয় রাযি.-এর রাজ্যশাসন।

উপস্থিত সুধী!

আজ এ একুশ শতকে বিজ্ঞানের চরম উৎকর্ষ ও পরম উন্নতির যুগে হলফ করে বলি ঃ আজও যদি এ পাপ পংকিলতাপূর্ণ জগতে খুলাফায়ে রাশিদার রাযি. চিন্তাধারা প্রতিষ্ঠা করা হয়; তবে আজো দেশে দেশে বয়ে যেতে পারে শান্তির এক অমিয় প্রস্রবণ।

আর তা করতে হলে আমাদেরকে অনেক ত্যাগ স্বীকার করতে হবে। দিতে হবে আঁসু ও খুনের নযরানা, সম্মুখে আসবে বাধার পাহাড়; তবে সে পাহাড় অবশ্যই ডিঙ্গাতে হবে, আসবে মুসীবতের তুফান; প্রচণ্ড সাহসিকতার সাথে বুক টান করে সে তুফানেরও মুকাবিলা করতে হবে।

মর্দে মুজাহিদ ছাত্র ভাইয়েরা আমার!

এ জন্য আমাদেরকে হুংকার ছাড়তে হবে হযরত খালিদের রাযি. মত, ঝাঁপিয়ে পড়তে হবে মরু সাইমুমের মত, কম্পন সৃষ্টি করতে হবে ভূমিকম্পের মত, ঢেউ তুলতে হবে সুনামির মত, ধেয়ে আসতে হবে পঙ্গপালের মত, সতর্ক দৃষ্টি রাখতে হবে ঈগলের মত।

কি বলেন: আপনারা কি সে কুরবানী স্বীকারে প্রস্তুত আছেন?

আজো যদি পরস্পরে ইত্তেফাক সৃষ্টি করে ইনকিলাবী জযবা নিয়ে সঠিক পন্থায় সংগ্রাম করা যায় তবে আজো আমরা শুনতে পাবো আযাদীর নব পয়গাম। মিল্লাতের মুক্তির রাজ পথ উন্মুক্ত করতে নব অভিযান চালিয়ে রচনা করা যায় নয়া দিগন্ত। দিনকাল যতই মন্দ হোক, দুর্ভেদ্য ঐক্য গড়ে আমাদের কদম কদম এগিয়ে যেতে হবে লক্ষ্যপানে। এভাবে অগ্রসর হলে আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে, হতে পারে আগামীকালের সূর্য উদিত হবে না, হতে পারে যে, এ চন্দ্র আর তার মায়াবী জ্যোৎস্না বিকিরণ করবে না, হতে পারে এ তারকারাজী আর তার স্নিগ্ধ আলোর পরশ দিয়ে এ বসুন্ধরাকে সোহাগ করবে না; কিন্তু বাংলার যমীনে তথা সমগ্র বিশ্বে খুলাফায়ে রাশিদাহ রাযি.-এর মডেলে ইসলামী হুকুমত ক্বায়িম হবেই হবে। ইনশাআল্লাহ।

সাথীরা আমার!

আত্মাভিমানী জাতির এক তরুণের এ কথাগুলো আপনাদের মাঝে বিন্দুমাত্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে থাকলে আমার আজকের এ বক্তব্যকে স্বার্থক ও সফল মনে করব।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে দ্বীনের জন্য কবূল করুন। আমীন!

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ۔

জীবনকথা-২

শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসান রহ.

نَحْمَدُهٗ وَ نُصَلِّىْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ. فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ -

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى: اِنَّمَا يَخْشَى اللّٰهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ : اَلْعُلَمَاءُ وَرَثَةُ الْأَنْبِيَاءِ.

অদ্যকার আড়ম্বরপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি! সুপণ্ডিত বিচারক পরিষদ! ও আকাবিরে দেওবন্দের আদর্শের পতাকাবাহী আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

আজকের আলোচ্য বিষয় সম্বন্ধে আপনারা একটু পূর্বেই পরিচালক সাহেবের কণ্ঠে শুনেছেন আর তা হচ্ছে– "শাইখুল হিন্দ মাওলানা মাহমূদ হাসানঃ রহ. জীবন ও কর্ম"।

ভাইয়েরা আমার!

উলামায়ে দেওবন্দ ইতিহাসের পাতায় এমন একটি সংগ্রামী কাফেলার নাম; যে কাফেলা উপমহাদেশের ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন তথা ধর্মীয় কৃষ্টি ও কালচারকে আগ্রাসনবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী অপশক্তি থেকে হিফাযত করার জন্য সর্বশক্তি ওয়াকফ করে দিয়েছিলো। সে কাফেলার সম্মানিত সদস্যদের আত্মত্যাগ ও কুরবানীর বদৌলতেই বৃটিশ বেনিয়াগোষ্ঠী এদেশ থেকে লেজ গুটিয়ে পালাতে বাধ্য হয়। মুক্ত স্বাধীন হয় এদেশ মুসলমানদের স্বতন্ত্র আবাসভূমি হিসেবে।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আমাদের আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের প্রত্যেকেই স্ব স্ব মহিমায় উদ্ভাসিত। এ জন্য প্রত্যেকের ব্যাপারে এ সংক্ষিপ্ত সময়ের সীমিত পরিসরে আলোচনা করা অসম্ভব, তাই আমি আজ আপনাদের সম্মুখে দেওবন্দী কাফেলার এমন এক সংগ্রামী মহাপুরুষ সম্বন্ধে আলোচনা করব যাঁর নাম শোনামাত্রই বৃটিশ দ্বিপদ প্রাণীগুলো থরথর করে কেঁপে উঠত।

আর তিনি হলেন সাম্রাজ্যবাদী শক্তির মূর্তমান আতংক, হক্ব-ইনসাফের পক্ষে বজ্রকণ্ঠ, দ্বীনে ইসলামের অতন্দ্র প্রহরী, মুজাহিদে ইসলাম, শাইখুল হিন্দ (মূলতঃ হযরত থানবী রহ.-এর ভাষ্যমতে শাইখুল আরব ওয়াল আজম) আল্লামা মাহমূদ হাসান দেওবন্দী রহ.।

শাইখুল হিন্দ রহ. ১৮৫১ খ্রীস্টাব্দে বেরেলীতে জন্ম গ্রহণ করেন। তাঁর পিতার নাম ছিল মাওলানা যুলফিকার আলী রহ.। প্রাথমিক শিক্ষা অর্জন করেন মাওলানা মাহতাব আলী ও মিয়াজী মঙ্গলোরীর রহ. কাছ থেকে।

অতঃপর দারুল উলূম দেওবন্দের প্রথম ছাত্র হিসেবে মোল্লা মাহমূদের রহ. নিকট হাতে খড়ি নেন।

১৮৭১ ইং সালে শিক্ষা সমাপনের পর তিনি প্রথমে দারুল উলূম দেওবন্দের সহকারী শিক্ষকের দায়িত্বে নিয়োজিত হন। ১৮৭৫ সালে ৪র্থ শিক্ষক হিসেবে পদোন্নতি লাভ করেন এবং ১৮৮৮ ইংরেজী সালে সদরুল মুদাররিসীন বা প্রধান শিক্ষকের মর্যাদাপূর্ণ দায়িত্বে সমাসীন হয়ে ১৯১৫ সাল পর্যন্ত এ পদ অলংকৃত করে রাখেন।

দেওবন্দ মাদরাসা তখন থেকেই ছিল সারা দুনিয়ার শীর্ষস্থানীয় দ্বীনী বিদ্যাপীঠ।

এই সেই দেওবন্দ, যার সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে দারুল উলূমের স্বনামধন্য মুহাদ্দিস খ্যাতনামা সাহিত্যিক আল্লামা রিয়াসত আলী বিজনৌরী রহ. লিখছেন : "এ (দারুল উলূম দেওবন্দের) পুষ্পময় উপত্যকার এক একটি কণাকেও পৃথিবীর সূর্য বলা চলে। কামেল পীর হিসেবে অবহিত করা যায় এখানকার এক একজন সূফী ছাহেবকে। এ ইশকের মজলিসের পাগলেরা প্রত্যেকে সঠিক পথ ধরেই আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছেছেন। ফুলবাগানের দেয়াল থেকে নিয়ে বন্দীশালা পর্যন্ত সবখানেই তাঁদের ইতিহাস বিস্তৃত। এদেশের বিক্ষিপ্ত চুলের গোছাকে তাঁরা শতবার সুসজ্জিত করেছেন। বিশ্ববাসীই বলবে যে, তাঁরা কী সুগন্ধি বিকিরণ করেছেন। দ্বীনে মুহাম্মাদীর এ সূর্য পৃথিবীর সকল প্রান্তে দ্বীপ্ত ও চমকিত থাকবে। এ আলো অতীতেও চমকেছিল, বর্তমানেও চমকাচ্ছে আর ভবিষ্যতেও একইভাবে চমকাতে থাকবে"।

শাইখুল হিন্দ রহ. এ দেওবন্দেই হুজ্জাতুল ইসলাম আল্লামা কাসেম নানূতবী রহ., ফকীহুন নফস ইমাম রশীদ আহমাদ গাংগুহী রহ.-এর ন্যায় অসাধারণ পাণ্ডিত্যের অধিকারী দেশবরেণ্য শিক্ষকবৃন্দের কাছ থেকে ইলমে দ্বীনের শিক্ষা গ্রহণ করেন।

ভাইয়েরা আমার!

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁকে অবহিত করা হয় ভারতবর্ষের আন্তর্জাতিক আন্দোলনের সবচেয়ে বড় রূপকার হিসেবে।

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর খ্যাতনামা শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.; যিনি তাঁর বিভিন্নমুখী দ্বীনী খিদমতের পাশাপাশি কলমী খিদমতের লাইনে সহস্রাধিক অনবদ্য দ্বীনী গ্রন্থ রচনা করে গেছেন।

আজকের আলোচ্য মহাপুরুষ তো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর সাথীদের মধ্যে আছেন তুখোড় রাজনীতিবিদ মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী রহ.; যাঁকে ইংরেজ কুকুররা ২৫ বৎসরের জন্য দেশান্তর করে রেখেছিল।

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর শিষ্যদের মধ্যে রয়েছেন হযরত মাওলানা মুফতী কিফায়াতুল্লাহ দেহলভী রহ. যাঁর ফতোয়া দেখে তদানীন্তন মিসরের শীর্ষস্থানীয় আলেমগণ মন্তব্য করেছিলেন; "বিশ্বজুড়ে এতবড় আলেম আমরা আর কাউকে দেখিনি"!

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর ছাত্রদের মধ্যে আছেন কিংবদন্তী তুল্য, বিস্ময়কর ধীশক্তি সম্পন্ন মুহাদ্দিস হযরত মাওলানা আনোয়ার শাহ কাশ্মীরী রহ.; যাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করা হয়ে থাকে যে, যে জিনিস তিনি একবার শুনেছেন বা দেখেছেন তা ৪০ বৎসর পর্যন্ত তিনি মনে আনায়াসেই স্মরণ রাখতে পারতেন।

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর তিলমীযদের মধ্যে আছেন অধুনা বিশ্বব্যাপী আলোড়িত তাবলীগ জামা'আতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত মাওলানা ইলিয়াস কান্ধলভী রহ.

ইনিতো সেই শাইখুল হিন্দ; যাঁর শিষ্যদের মধ্যে আছেন আওলাদে রাসূল শাইখুল ইসলাম হযরত মাওলানা হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ.;

যিনি তাঁর সাথে ভূমধ্যসাগরের দুর্গম মাল্টা দ্বীপে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করে নযীরবিহীন দৃষ্টান্ত রেখে গেছেন।

রাজনৈতিক জীবন;

শাইখুল হিন্দ রহ. রাজনৈতিক জীবনেও অসাধারণ দক্ষতার স্বাক্ষর রাখেন। ১৯০৫ খৃঃ হতে ১৯১৫ খৃঃ পর্যন্ত তিনি ব্রিটিশ বেনিয়াদের বিরুদ্ধে "রেশমী রুমাল" আন্দোলনের ধারাবাহিকতা অব্যাহত রাখেন। এ সংগ্রামের আরো উল্লেখযোগ্য অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ হলেন মাওলানা উবাইদুল্লাহ সিন্ধী, মাওলানা মনসূর আনসারী প্রমুখ।

এ মনীষীবৃন্দ আন্দোলনকে তুঙ্গে আনার জন্য ভারতবর্ষের বাইরেও আফগানিস্তান, রাশিয়া, তুরস্ক, আজারবাইজান, ও ইয়াগিস্থানের পাহাড়ে পর্বতে বিচরণ করেন, এ আন্দোলনের কারণেই শাইখুল হিন্দ রহ. কে তাঁর কতিপয় শিষ্যসহ মাল্টা কারাগারে বন্দী করা হয়। এবং সুদীর্ঘ ৪০ মাস অমানুষিক নির্যাতন ভোগ করে যখন তিনি কারামুক্তি লাভ করেন তখনও নীরবে বসে থাকেননি বরং ঐ বৃদ্ধ বয়সেও আহত শার্দুলের ন্যায় বীরবিক্রমে, অমিত তেজে ময়দানে ঝাঁপিয়ে পড়েন।

১৯১৯ সনের ২৮ শে ডিসেম্বর সর্ব ভারতীয় উলামাদের সমন্বয়ে গঠন করেন জমিয়তে ওলামায়ে হিন্দ। দেশের স্বাধীনতার জন্য এ সংগঠনটির অবদান ইতিহাসে অমর হয়ে থাকবে।

হযরত শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁর বিশিষ্ট মুরীদ হাকীম আজমল খানের দিল্লীস্থ বাসভবনে ১৯২০ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ দিকে স্বদেশের স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর থেকে ৭০ বৎসর বয়সে ইন্তিকাল করেন। আর এর সাথে সাথেই অস্তমিত হয়ে যায় সেই জাজ্বল্যমান প্রভাকর যার প্রখর রৌশনীতে গোটা ভারতবর্ষ ছিলো রৌশন।

হযরতের ইন্তিকালের পর গোসল দেয়ার জন্য যখন তাঁর লাশ দেওবন্দে আনা হয়, তখন এক অভাবনীয় দৃশ্য ও বিস্ময়কর চিত্রের অবতারণা ঘটে।

গোসলের সময় যখন তাঁর কোমর থেকে কাপড় সরানো হয় তখন দেখা যায় যে, তাঁর কোমরে গোশত বলতে কিছু নেই! কেবলই হাড্ডি!

মানুষ তাঁর এ করুণ অবস্থা দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে। শাইখুল হিন্দের রহ. বিশিষ্ট শিষ্য শাইখুল ইসলাম হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. প্রাণপ্রিয় উস্তাদজীর এ হালত জানতে পেরে উদগত তপ্ত অশ্রু সংবরণ করতে পারেননি। তিনি বলেন: জীবিতাবস্থায় শাইখুল হিন্দ রহ. তাঁকে উক্ত রহস্য ভেদ করতে নিষেধ করেছিলেন। ব্যাপার হল এই যে, যখন শাইখুল হিন্দ রহ. কে মাল্টা জেলে নিয়ে যাওয়া হয়; তখন ইংরেজ শয়তানেরা তাঁকে একটি নির্জন ঘরে নিয়ে কোমরের মধ্যে লোহা গরম করে দাগ দিতে থাকে এবং তাঁকে বলতে থাকে; "মাহমূদ হাসান! তুমি ইংরেজদের পক্ষে ফতোয়া প্রদান কর"। কিন্তু তিনি তখনো অত্যন্ত নির্ভীকচিত্তে অস্বীকৃতি জ্ঞাপন করতে থাকেন। এমনকি ঐ মর্মান্তিক জুলুমের তীব্রতায় তিনি বারবার বেহুঁশ হয়ে যান। জ্ঞান ফেরা মাত্রই তিনি বলতে থাকেন। "হে ইংরেজরা! আমার শরীর গলে যেতে পারে, আমার চামড়া তুলে নেয়া হতে পারে তবুও আমি তোমাদের পক্ষে ফতোয়া প্রদান করব না"।

সময়ের সাহসী সন্তানেরা!

দেখুন! আমাদের বড়রা দ্বীনের হিফাযত ও প্রসার এর জন্য, দেশের আজাদী ও স্বাধীনতার জন্য, মহান আল্লাহর হুকুম ও তাঁর পিয়ারা হাবীবের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] আদর্শের ঝাণ্ডা কে সমুন্নত রাখার জন্য, দেশ ও দশের জন্য, কওম ও মিল্লাতের জন্য কী অবিস্মরণীয়-অকল্পনীয় সীমাহীন-ঈর্ষণীয় কুরবানী ও ত্যাগ পেশ করেছেন। আর আমরা তাঁদের যোগ্য উত্তরসূরী! আদর্শের পতাকাবাহী! ইত্যাদি সাইনবোর্ড ধারণ করে শ্লোগানে শ্লোগানে আকাশ বাতাস মুখরিত করা ছাড়া আর কী করছি?

আজ সারা দেশে চলছে অনাচার অবিচার পাপাচার আর ব্যভিচারের বিষাক্ত সয়লাব। ইসলাম, মাদরাসা, মসজিদ, আল্লাহ, রাসূল, কুরআন, হাদীস, আযান, ইকামত, দাড়ি, টুপি, মৌলবী, মাওলানা, ফতোয়া-ফারায়েয নিয়ে চলছে প্রকাশ্যে ঠাট্টা বিদ্রূপ। অথচ আমরা খামুশ বসে আছি, আমাদের চেতনা মরে গেছে, জোশ স্তিমিত হয়ে গেছে।

না না আর এক সেকেন্ডও না। এখনই আমাদেরকে পুনরায় খালেস দিল থেকে তাওবা করে শাইখুল হিন্দ রহ. তথা আকাবিরে দেওবন্দের জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বজ্রকঠোর শপথ নিতে হবে;

ইসলামের উপর কোন হামলা সহ্য করা হবে না।

মাদরাসা নিয়ে কটুক্তি বরদাশত করা হবে না।

দাড়ি টুপির আবমাননা মেনে নেয়া হবে না।

কওমী মাদরাসা নিয়ে ছিনিমিনি চলতে দেয়া যাবে না।

বলেনঃ এ জন্য আপনারা কে কে প্রস্তুত?

আসলে ওরা হুযূরদের টুপি দেখেছে, কিন্তু টুপির নীচের আগুন দেখেনি। ঘুঘু দেখেছে কিন্তু ফাঁদ দেখেনি।

প্রয়োজনে আমরা জান দিব, বুকের লাল রক্ত দিব, শাহাদাতের অমিয় সুধা পান করব; তবুও হক্বের পতাকাকে, আকাবিরে উলামায়ে দেওবন্দের শাশ্বত আদর্শকে সমুন্নত রাখবই রাখব ইনশাআল্লাহ। তবেই আজকের সেমিনার হবে স্বার্থক, আলোচনা হবে সফল।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ

জীবনকথা-৩

মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ.

بَعْدَ الْحَمْدِ وَ التَّسْلِيْمِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى: اَلَا اِنَّ اَوْلِيَاءَ اللهِ لَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُوْنَ۔

أَعِدْ ذِكْرَ هِدَايَةٍ لَنَا أَنَّ ذِكْرَه + هُوَ الْمِسْكُ مَا كَرَّرْتَه يَتَضَوَّعُ۔

আজকের মহতি স্মরণসভার মহামান্য সভাপতি! সুবিজ্ঞ বিচারক পরিষদ! ও আগামী দিনে জাতির কাণ্ডারী আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

সময় বয়ে যায় খরস্রোতা নদীর মত কলকল ছলছল করে, দিন গিয়ে আসে রাত, রাত গিয়ে আসে দিন, কালের চক্রযানে চড়ে এমনিভাবে দুরন্ত গতিতে এগিয়ে যায় সময়।

মূলতঃ আজ যা বর্তমান, তাই কাল ইতিহাস। ইতিহাসের এ চিরন্তন ধারাবাহিকতায় কত মানুষই তো হারিয়ে যায় মহাকালের অতল গর্ভে, বিস্মৃতির অন্তরালে, কজনই বা তার খোঁজ রাখে? কিন্তু মহাকালের এ উত্তাল প্রতিকূল স্রোতের মাঝেও যে কজন হাতে গোনা ক্ষণজন্মা মহাপুরুষ আপন অমর কীর্তি বলে মানুষের মাঝে চিরস্মরণীয় ও বরণীয় হয়ে থাকেন তাঁরাই হন প্রকৃত মানুষ তথা মহামানব।

সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী!

আজকের এ মজলিসে আমরা যে মহান ব্যক্তিত্বের পূত জীবনকথা নিয়ে আলোচনা করতে যাচ্ছি তিনিও সেই মহামানবদের কাফেলার অন্যতম সহযাত্রী।

কে সেই মহামানব?

হ্যাঁ, তিনি হলেন যুগশ্রেষ্ঠ মুহাদ্দিস, আলেমকুল শিরোমণি, মাদারযাদ ওলী, তাজুল উলামা, ফখরুল ফুযালা, রাঈসুল মুহাদ্দিসীন, হযরত মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ ছাহেব রহ.। উলামা সমাজে যিনি "মুহাদ্দিস ছাহেব হুযূর" নামে অধিক পরিচিত ও প্রসিদ্ধ।

সম্মানিত উপস্থিতি!

মুহাদ্দিস ছাহেবের রহ. জন্ম তারিখ সম্বন্ধে সুনির্দিষ্ট ভাবে কোন তারিখ জানা না গেলেও এ কথা অত্যন্ত দৃঢ়তার সাথেই বলা যায় যে, তিনি ১৯০৮ খ্রীস্টাব্দের কোন এক সময়ে মেঘনা নদী বিধৌত চাঁদপুর জেলার পাখীডাকা ছায়াঢাকা তৎকালীন রামচন্দ্রপুর গ্রামের এক সম্ভ্রান্ত মুসলিম ধর্মীয় পরিবারে জন্ম গ্রহণ করেন। যা আজ "মুমিনপুর" নামে দেশখ্যাত।

তাঁর সম্মানিত পিতার নাম জনাব মুহাম্মাদ মুবারাকুল্লাহ, স্নেহময়ী মাতার নাম জনাবা রহীমা খাতুন।

শ্রোতাবৃন্দ!

হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. তদানীন্তন বঙ্গীয় অঞ্চলেই প্রাথমিক শিক্ষা লাভ করে পরবর্তীতে উচ্চ শিক্ষার জন্য বিশ্ববিখ্যাত দ্বীনী বিদ্যাপীঠ মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দে গমন করেন।

তিনি সেখানে দাওরায়ে হাদীসে ২ বৎসরসহ মোট ৬ বৎসর তথা অর্ধযুগ অভিজ্ঞ স্নেহপরায়ণ যুগশ্রেষ্ঠ আলেম ও দেশবরেণ্য মনীষী মহান শিক্ষকবৃন্দের নিবিড় তত্ত্বাবধানে থেকে ইলমে নববীর অমিয়সুধা আহরণে গভীর ভাবে নিমগ্ন থাকেন।

তাঁর শিক্ষকমণ্ডলীর মধ্যে শাইখুল ইসলাম আওলাদে রাসূল হযরত মাওলানা সায়্যিদ হুসাইন আহমাদ মাদানী রহ. অন্যতম।

সত্যি কথা বলতে কি, মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. শুধু ইলমে জাহিরীর গভীর সিন্ধু সিঞ্চন করেই ক্ষান্ত হননি বরং এর পাশাপাশি তিনি ইলমে বাতিনীর ঝঞ্ঝাবিক্ষুব্ধ দরিয়াতেও অবাধ সন্তরণ করেছেন।

তাইতো তাঁকে দেখা যেত প্রত্যেক বৃহস্পতিবার দেওবন্দ মাদরাসা হতে সুদূর থানা ভবনে পদব্রজে গিয়ে হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত মাওলানা আশরাফ আলী থানভী রহ.-এর একান্ত সান্নিধ্যে থেকে ইলমে তাসাওউফে অগাধ ব্যুৎপত্তি অর্জন করতে।

পরবর্তী জীবনে তিনি দীর্ঘকাল ঐতিহাসিক বড়কাটারা আশরাফুল উলূম ও ঐতিহ্যবাহী জামি'আ কুরআনিয়া আরাবিয়া লালবাগ মাদরাসায় সুনিপুণ

দক্ষতায় সহস্রাধিক তালিবে ইলম কে ইলমে হাদীসের শরাবান তাহুরা পান করিয়ে ধন্য করেন। অবশ্য শেষ জীবনে তিনি জামি'আ মাদানিয়্যাহ যাত্রাবাড়ীতেই হাদীসের খিদমতে নিজেকে ওয়াকফ করে দেন।

বর্তমানে এ মাদরাসা চত্তরের এক প্রান্তে মসজিদের পাশেই তিনি চির নিদ্রায় আরাম করছেন।

তালিবে ইলম বন্ধুরা আমার!

আমি হলফ করে বলতে পারি, আজকের এই মাত্র ৪মিনিটের সংক্ষিপ্ত বক্তৃতা সভায় মুহাদ্দিস ছাহেবের রহ. জীবনীর সকল দিক নিয়ে আলোচনা করা অসম্ভব। বরং তাঁর সম্বন্ধে সংক্ষেপে শুধু এতটুকুই বলা যায় যে, তিনি ছিলেন মানবতার সর্বগুণের আধার, ইনসানিয়্যাতের সকল গুণে গুণান্বিত এক অনুপম অদ্বিতীয় কামেল ব্যক্তি।

তাইতো মুহাদ্দিস মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ. কে দেখা যায় মিশকাত শরীফ, তিরমিযী শরীফের দরসে পীযূষবর্ষী অনর্গল তাকরীর করতে। ওলীয়ে কামেল মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ. কে দেখা যায় গভীর নিস্তব্ধ রজনীতে মাওলায়ে হাকীকীর দরবারে সেজদায় লুটিয়ে পড়ে থাকতে। পরিশ্রম, খিদমত গ্রহণে বিমুখ মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ. কে দেখা যায় বোর্ডিং থেকে নিজ হাতে খানা উঠাতে। সংসারধর্মী মাওলানা হিদায়াতুল্লাহ রহ. কে দেখা যায় পরিবার সদস্যদের জন্য গভীর রাতে বর্শি হাতে মাছ শিকার করতে।

ভাইয়েরা আমার!

মরহুম মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. আজ আর আমাদের মধ্যে নেই ঠিক; কিন্তু রয়ে গেছে কালের অক্ষত পাথরে খোদাই করা তাঁর অবিস্মরণীয় অমর কীর্তিমালা। কবি মুতানাব্বীর ভাষায়–

مَضَتِ الدُّهُوْرُ وَ مَا أَتَيْنَ بِمِثْلِه –وَلَقَدْ أَتٰى فَعَجَزْنَ عَنْ نُظَرَائِه

যার বাংলা রূপ:

কেটে গেলো কত দিবস রজনী কেটে গেলো কত কাল +
তুলনা তাঁহার হলো না ধরায় বে-নযীর বে-মেসাল।

কিংবা হারীরীর কণ্ঠে:

فَمَا رَاقَنِيْ مَنْ لَاقَنِيْ بَعْدَ بُعْدِه + وَلَا شَاقَنِيْ مَنْ سَاقَنِيْ لِوِصَالِه.

وَلَا لَاحَ مُذْ نَدَّ نِدٌّ لِفَضْلِه + وَلَا ذُوْ خِلَالٍ حَازَ مِثْلَ خِلَالِه.

বাস্তবিকপক্ষে হযরত মুহাদ্দিস ছাহেব রহ. তো ছিলেন সেই ব্যক্তিত্ব; যাঁকে অভিহিত করা হয় যিন্দাহ কুতুবখানা ও মাদারযাদ (জন্মগত) ওলী হিসেবে।

মুহাদ্দিস ছাহেব তো সেই অনন্য ব্যক্তিত্ব; যাঁর সম্বন্ধে মন্তব্য করতে গিয়ে আল্লামা শামসুল হক ফরিদপুরী রহ. ওরফে হযরত সদর ছাহেব হুযূর রহ. বলেছিলেন; "রেখে যাচ্ছি আমি এক পাহাড়, যতদিন এ পাহাড় থাকবে ততদিন লালবাগ মাদরাসা তার গৌরব ও ঐতিহ্য নিয়ে টিকে থাকবে ইনশাআল্লাহ"।

শুধু তাই নয়, মুহাদ্দিস ছাহেব তো সেই মহান আশেকে রাসূল ব্যক্তি, যাঁর কাছ থেকে কখনো সুন্নাত পরিপন্থী কোন আমল প্রকাশ পেতনা।

পূর্বসূরীদের সুযোগ্য উত্তরসূরী ভাইয়েরা!

আজ আমাদেরকে স্রেফ মুহাদ্দিস ছাহেবের (রহ.) জীবনী আলোচনা পর্যালোচনা করলেই চলবে না। বরং তাঁর অতুলনীয় আদর্শে আদর্শবান হয়ে, তাঁর ঈর্ষণীয় গুণসমূহে গুণান্বিত হয়ে, তাঁর লিল্লাহিয়্যাত, খুলূসিয়্যাত, বিনয়, নম্রতা, ইত্যাদি সৎস্বভাবগুলো নিজেদের মাঝে প্রতিষ্ঠিত করে আমাদেরকে "ইনসানে কামেল" বা পরিপূর্ণ মানুষ হিসেবে গড়ে উঠতে হবে। তবেই আজকের আলোচনা হবে স্বার্থক ও ফলপ্রসূ।

মহান আল্লাহ তাঁর কবরকে নূরে পরিপূর্ণ করে দিন। আমাদের সবাইকে তাঁর যোগ্য উত্তরসূরী হিসেবে কবূল করুন। আমীন।

আবারো কবির ভাষায় বলি:

তাঁরাই মোদের ধর্মপিতা গর্ব করি মোরা যাঁদের,
দেশ ধর্ম সবই পেলাম প্রাণ নিবেদন ত্যাগে তাঁদের।
তাঁদের স্মরণে শ্রদ্ধাভরে প্রাণ খুলে আজ সালাম জানাই,
তাঁদের পথে চললে তবেই বাজবে মোদের মুক্তি সানাই।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

ইতিহাস ঐতিহ্য

ইতিহাস ঐতিহ্য-১

মুহাররামের ইতিহাস ও তাৎপর্য

بَعْدَ الْحَمْدِ وَ الصَّلٰوةِ : قَالَ اللّٰهُ جَلَّ وَ عَلٰى : اِنَّ عِدَّةَ الشُّهُوْرِ عِنْدَ اللّٰهِ اثْنَا عَشَرَ شَهْرًا فِيْ كِتَابِ اللّٰهِ يَوْمَ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالاَرْضَ مِنْهَا اَرْبَعَةٌ حُرُمٌ ـ

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللّٰهِ الْمُحَرَّمُ ـ

আজকের বর্নাঢ্য সেমিনারের মুহতারামুল মাকাম সভাপতি! ওয়াজিবুল ইহতিরাম বিচারক পর্ষদ! ও মুআযযায ত্বলাবা!

কালের রঙ্গীন পাখায় ভর করে আবারো আমাদের দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছে অসংখ্য ঐতিহাসিক ঘটনার স্মারক মহিমান্বিত মাস মুহাররামুল হারাম।

বাস্তবিক পক্ষে মুহাররামের ইতিহাস ও তাৎপর্য যুগ যুগ ধরে স্বীকৃত। তাইতো সেই বর্বর কুরাইশরা পর্যন্ত এ মাসে সকল প্রকার যুদ্ধ বিগ্রহ হতে বিরত থাকত।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকেও মুহাররামের তাৎপর্য ও গুরুত্ব অপিরিসীম।

কেননা বর্ণিত আছে যে, এ মাসেই হযরত আদম আ.-এর তাওবা কবূল হয়েছিল। এ মাসেই হযরত নূহ আ.-এর নৌকা জুদী পাহাড়ের পাদদেশে আশ্রয় গ্রহণ করেছিল। এ মাসেই হযরত ইবরাহীম আ. জালিম নমরূদের জ্বলন্ত অগ্নিকুণ্ড থেকে নাজাত পেয়েছিলেন। এ মাসেই হযরত মূসা কালীমুল্লাহ আ. লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছেন। এ মাসেই হযরত ঈসা আ.-কে উর্ধ্বাকাশে উঠানো হয়েছে। ইত্যাদি ইত্যাদি।

মুহতারাম হাযিরীন!

বাস্তবিক পক্ষে মুহাররাম মাস একদিকে যেমন মহান আল্লাহর অসংখ্য নিয়ামতে ভরপুর একটি মাস; তেমনিভাবে এটা কিন্তু শোকের ছায়ায়

বিষাদময় একটি মাসও বট। কেননা এ মুহাররাম মাসেরই ১০ তারিখে ৬১ হিজরীতে ইরাকের কারবালা উপকণ্ঠে সংঘটিত হয়েছিল হৃদয়বিদায়ক সেই ঘটনা। সেদিন কূফাবাসীদের গাদ্দারী সত্ত্বেও সামান্য ক'জন অকুতোভয় সাহসী সাথী নিয়ে পাষণ্ড ইবনে যিয়াদের দুর্ধর্ষ বাহিনীর বিরুদ্ধে বীর বিক্রমে, অমিত তেজে, ঈমানী বলে বলিয়ান হয়ে, জিহাদী চেতনায় ফুঁসে উঠে দারুণ ভাবে রুখে দাঁড়িয়েছিলেন নবী দৌহিত্র, জান্নাতী যুবকদের সরদার সায়্যিদুনা হযরত হুসাইন বিন আলী (রাযি.)।

বন্ধুরা আমার!

আমি বলব: নিঃসন্দেহে কারবালা ট্রাজেডী আমাদের জন্য তথা গোটা মুসলিম উম্মাহের জন্য এক চরম বেদনাদায়ক, মর্মস্পর্শী উপাখ্যান। কিন্তু তাই বলে এ ক্ষেত্রে আমাদের এত বেশী সীমালংঘন ও অতিরঞ্জন করা উচিৎ নয়, যাতে শিরক বিদআতে লিপ্ত হতে হয়। যাতে প্রকৃত ইতিহাসের বিকৃতি ঘটে।

অথচ দেখুন! আজ এই আশুরা এলেই বর্ণচোরা আব্দুল্লাহ বিন সাবার পোষ্যপুত্র এই শিয়াগোষ্ঠী মহব্বতের তুফান তুলে রাজপথে "হায় হুসাইন" "হায় হুসাইন" রব তুলতে থাকে!

প্রশ্ন হল, এই কি মহব্বতের নিদর্শন! সারা বৎসর কোন খবর না রেখে বৎসরের এ সুনির্ধারিত দিনে মৌসুমী কোকিলের মত গান গেয়ে আর চিড়িয়াখানার বানরের মত নর্তন কুর্দন ও হিন্দুদের প্রতিমা পূজার ন্যায় তাজিয়া মিছিল করলেই কি কারবালা জিহাদের হক্ব আদায় হয়ে যায়?

না, কখনো নয়। বরং এ মুহাররাম বিষয়ক আলোচনা আর কারবালা বিষয়ক সেমিনার তো ঐ সময়েই ফলপ্রসূ হবে যখন আমরা এর প্রকৃত তাৎপর্য উপলব্ধি করে তদনুযায়ী আমাদের জীবন গঠন করব।

ভাইয়েরা আমার!

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য হচ্ছে এই যে, আজ এই গোমরাহ শিয়াগোষ্ঠী ও নব্য সাবায়ী চক্র মিঃ মউদূদীর অনুসারীরা কারবালার মর্মান্তিক ইতিহাস কে পুঁজি করে সায়্যিদুনা, সাহাবীয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, কাতেবে ওয়াহী হযরত মুআবিয়া বিন আবু সুফিয়ান রাযি. সম্বন্ধে অশ্রাব্য অশ্লীল কুরুচিপূর্ণ গালী গালাজ করে চলেছে।

আমার মুখলিস বন্ধুগণ!

আজ প্রকাশ্যে সাহাবীয়ে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে গালী দেয়া হচ্ছে আর তোমরা নিশ্চুপ বসে রয়েছ? আজ এই আশুরার দিনে ঐ গোমরাহ শিয়ারা পূজা অর্চনা করে চলেছে, আর তোমরা এতে উলঙ্গ সমর্থন দিচ্ছ? তোমাদের বিবেক কি বিকৃত হয়ে গেছে? না আর না। জাগো, প্রতিরোধ কর সর্বশক্তি দিয়ে ঐ সব সাহাবা বিদ্বেষী মুনাফেক তথাকথিত সালাফী ও মউদূদীবাদীদের। রুখে দাঁড়াও যার যা আছে তাই নিয়ে এই পথভ্রষ্ট গোমরাহ, সাবায়ীচক্র শিয়াগোষ্ঠী ও বিদআতী বেরেলভীদেরকে। বানচাল কর ওদের যাবতীয় শিরকী ও বিদআতী অপতৎপরতা। গুঁড়িয়ে দাও ওদের আস্তানা। ধুলিস্মাত কর ওদের সব নষ্টামী। তবেই আমাদের উপর বর্ষিত হবে মহান আল্লাহর রহমতের বারিধারা।

কবির ভাষায় শেষ করছি :

ফিরে এল আজ সেই মুহাররাম মাহিনা
ত্যাগ চাই মর্সিয়া ক্রন্দন চাহিনা।

ইতিহাস ঐতিহ্য-২

কুরবানীর তাৎপর্য ও ইতিহাস

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَه، أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ، قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ وَفُرْقَانِهِ الْحَمِيْدِ : فَلَمَّا بَلَغَ مَعَهُ السَّعْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ : مَنْ وَجَدَ سَعَةً لِأَنْ يُضَحِّيَ وَلَمْ يُضَحِّ فَلَا يَحْضُرْ مُصَلَّانَا.

অদ্যকার আড়ম্বরপূর্ণ সেমিনারের মহামান্য সভাপতি! বিদগ্ধ বিচারকমণ্ডলী! ও বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত ইবরাহীমী ত্যাগ ও ইসমাঈলী ধৈর্যের মূর্ত প্রতীক আমার দামাল কামাল ভাইয়েরা!

আমি আপনাদের সম্মুখে "কুরবানীর তাৎপর্য ও ইতিহাস" সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

ভাইয়েরা আমার!

আজকের এ কুরবানী বিষয়ক বক্তৃতা আমাকে স্মরণ করিয়ে দেয় আজ হতে প্রায় ৪২ শত বৎসর পূর্বের কাহিনী। যে দিন আরবের উষর মরুর ধূসর বুকে মধ্যাহ্ন মার্তণ্ডের তীব্র প্রখরতায় একমাত্র আল্লাহ তা'আলাকে রাযী ও সন্তুষ্ট করার জন্য সমগ্র ধরিত্রীবাসীকে ভাবাবেগে আপ্লুত করে, ফেরেশতাদেরকেও আশ্চর্যান্বিত করে, মহান আল্লাহর ইশক ও মহব্বতে মাতাল হয়ে, তাঁরই ভালবাসায় আত্মাহুতি দিয়ে, সায়্যিদুনা হযরত ইবরাহীম আ. নিজের কলিজার টুকরা, নয়নের মনি, বার্ধক্যের বহু প্রত্যাশিত কাঙ্খিত ফসল, সায়্যিদুনা হযরত ইসমাঈল আ.-কে কুরবানী করার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজ আমাদের ভাবতেও অবাক লাগে যে, পিতা কিভাবে পুত্রকে যবেহ করার জন্য প্রস্তুত হতে পারে? আর পুত্রও স্বেচ্ছায় নিজেকে উৎসর্গ করার জন্য ব্যাকুল হতে পারে!!।

সত্যিই এটি একটি চরম বিস্ময়কর অত্যাশ্চর্য ব্যাপার!!।

মুফাসসিরগণ লিখেন যে, কুরবানীর ৩দিন পূর্ব থেকেই আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম আ.-কে স্বপ্ন দেখাতে থাকেন যে; তুমি তোমার সবচেয়ে প্রিয় বস্তুটি আমার নামে উৎসর্গ কর।

স্বপ্ন দেখা মাত্রই তিনি ভয় পেয়ে যান এবং চিন্তা করতে থাকেন তাঁর সবচেয়ে প্রিয় ও পছন্দনীয় বস্তুটি কি?

অতঃপর হযরত ইবরাহীম আ. নিজ পুত্রকে যবেহ করার জন্য প্রস্তুতি শুরু করেন এবং তাঁকে বলেন যে,

يَا بُنَيَّ اِنِّيْ اَرٰى فِي الْمَنَامِ اَنِّيْ اَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرٰى۔

অর্থাৎ, "হে আমার প্রিয় পুত্র! আমি নিশ্চতভাবে স্বপ্ন যোগে দর্শন করেছি যে, তোমাকে আমি যবেহ করছি এখন তুমি বল এ ব্যাপারে তোমার কি খেয়াল"? (সূরা সাফফাত : ১০২)

কুরবানীর আদর্শে উজ্জীবিত ভাইয়েরা আমার!

আপনারা জানেন কি হযরত ইসমাঈল আ. পিতার এ প্রশ্নের উত্তরে কি বলেছিলেন? তিনি কাল বিলম্ব না করে দ্বিধাহীন চিত্তে, নিষ্কম্প কণ্ঠে, স্বতঃস্ফূর্ত ভাবে ঘোষণা করেন: হে আমার পরম শ্রদ্ধেয় আব্বাজান! আপনি মেহেরবানী করে কাল বিলম্ব না করে অতি সত্ত্বর আমাকে আল্লাহ পাকের রাহে কুরবানী করুন سَتَجِدُنِيْ اِنْ شَاءَ اللّٰهُ مِنَ الصَّابِرِيْنَ "ইনশাআল্লাহ আপনি আমাকে ধৈর্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত পাবেন"। (সাফফাত : ১০২)

প্রাণপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী!

একটু ভেবে দেখুন! মহান আল্লাহর উপর কতটুকু অগাধ বিশ্বাস ও দৃঢ় ভরসা রাখলে একজন মানুষ অম্লান বদনে নিজ জীবনকে উৎসর্গ করার জন্য, গলা কাটাতে ব্যাকুল হতে পারে!!

অতঃপর গোটা দুনিয়া দেখল সে অদ্ভুত কল্পনাতীত দৃশ্য। বাবা হযরত ইবরাহীম আ.-এর ধারালো ছুরি মধ্যাহ্ন ভাস্করের সুতীব্র আলোকচ্ছটায় চিকচিক করে উঠল এবং তিনি সে ছুরি প্রাণাধিক প্রিয় পুত্র হযরত ইসমাঈল আ.-এর গলায় চালানো শুরু করলেন। অভাবনীয় দৃশ্য! অত্যাশ্চর্য মানযার!! কিন্তু কুদরতের লীলা বুঝা বড় দায়।

আলিমুল গাইবি ওয়াশ শাহাদাহ মহান আল্লাহ পাক তো সবই দেখছিলেন, অবশেষে তিনি বললেন:

قَدْ صَدَّقْتَ الرُّؤْيَا اِنَّا كَذٰلِكَ نَجْزِي الْمُحْسِنِيْنَ۔

অর্থাৎ, "হে ইবরাহীম! অবশ্যই আপনি আপনার স্বপ্নকে বাস্তবায়িত করলেন, নিশ্চয়ই আমি এভাবেই সৎকর্মশীলদের প্রতিদান দিয়ে থাকি"।

(সাফফাত : ১০৪-১০৫)

মুহতারাম হাযিরীন!

এর পরের ইতিহাস আপনারা সকলেই জানেন যে, আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ১টি স্বাস্থ্যবান মোটাতাজা জান্নাতী দুম্বা প্রেরণ করেন এবং হযরত ইবরাহীম আ. সেটাকেই কুরবানী করেন।

এ ঐতিহাসিক অবিস্মরণীয় ঘটনার পর হতে আজ পর্যন্ত সুদীর্ঘ প্রায় বিয়াল্লিশ শত বৎসর ধরে মুসলিম জাতি অতি আগ্রহ ও দারুণ আনন্দ উদ্দীপনার সাথে সে সুন্নাতে ইবরাহীমীকে আদায় করে আসছে।

এই হল কুরবানীর বাস্তব ও সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

আলোচ্য বক্তৃতার এ বারিধি তীরে এসে একটি কথা না বললেই নয়, আর তা হল দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আজ আমরা অনেকেই কুরবানীর সেই মূল ইবরাহীমী ত্যাগ ও ইসমাঈলী আদর্শ হতে দূরে সরে পড়েছি। তাইতো দেখা যায় ১ লাখ ২ লাখ টাকার গরু ক্রয় করে পত্রিকায় ছবির জন্য পোজ দিতে: যাতে মানুষ তাকে বড়লোক বলে! দানবীর বলে!! ইত্যাদি।

ভাইয়েরা আমার!

আমাদের কিন্তু কিছুতেই এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, আমাদের এ কুরবানী একমাত্র মহান আল্লাহ পাক কে রাযী ও সন্তুষ্ট করার জন্যই

হতে হবে। লিল্লাহিয়্যাত ও খুলূসিয়্যাত এর অপরিহার্য শর্ত। তাইতো ইরশাদ হয়েছে :

قُلْ اِنَّ صَلاَتِىْ وَنُسُكِىْ وَمَحْيَاىَ وَمَمَاتِىْ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ، لاَ شَرِيْكَ لَه وَبِذٰلِكَ اُمِرْتُ وَاَنَا اَوَّلُ الْمُسْلِمِيْنَ۔

অর্থাৎ "আপনি বলে দিন নিঃসন্দেহে আমার নামায ও আমার কুরবানী এবং আমার জীবন, আমার মরণ বিশ্ব প্রতিপালক আল্লাহরই জন্য। তাঁর কোন অংশীদার নেই; আমি তাই আদিষ্ট হয়েছি। এবং আমি প্রথম আনুগত্যকারী"। (সূরা আল আনআম : ১৬২-১৬৩]

অন্যত্র ঘোষিত হয়েছে :

لَنْ يَّنَالَ اللّٰهَ لُحُوْمُهَا وَلَا دِمَاؤُهَا وَلٰكِنْ يَّنَالُهُ التَّقْوٰى مِنْكُمْ۔

অর্থাৎ "আল্লাহর নিকট কুরবানীকৃত পশুর গোশত ও রক্ত কস্মিনকালেও পৌঁছে না বরং তাঁর নিকট পৌঁছে তোমাদের মনের তাকওয়া"।

(সূরা হজ্ব : ৩৭)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে সহীহ শুদ্ধ ভাবে কুরবানী করার তাউফীক দান করুন। আমীন।

ইতিহাস ঐতিহ্য-৩

বিশ্ব সভ্যতায় পবিত্র কুরআন এর অবদান

حَامِدًا وَ مُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ، فَقَدْ قَالَ تَعَالٰى وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ: إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَه لَحَافِظُوْنَ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: خَيْرُكُمْ مَنْ تَعَلَّمَ الْقُرْاٰنَ وَعَلَّمَه

অদ্যকার ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ সভার মহামান্য সদর! মহাত্মন বিচারক পরিষদ! ও আলকুরআনের ধারক বাহক আমার ছোট বড় সাথীবৃন্দ!

বাস্তবিক পক্ষে মহাগ্রন্থ আল কুরআন হচ্ছে বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অনুপম এক ধর্মগ্রন্থ। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে বিশ্বমানবতার জন্য এক অনবদ্য জীবন ব্যবস্থা, অপূর্ব উপহার।

মানব জীবনের এমন কোন দিক নেই যে ক্ষেত্রে কুরআনে কারীম দিক নির্দেশনা দেয়নি। দেশ পরিচালনায়, সভ্যসমাজ বিনির্মাণে, ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, সামাজিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে, আন্তর্জাতিক জীবনে, এবং বিশ্বসভ্যতায় .... মোট কথা জীবন চলার প্রতিটি ধাপে, প্রতিটি বাঁকে কুরআনে কারীম যে সুবিন্যস্ত নির্দেশনা দিয়েছে বিশ্বের অন্য কোন ইজম বা মতবাদ কিংবা ধর্মগ্রন্থ সে পর্যায়ের অবদান রাখতে পারেনি আর পারবেও না।

এটাই যথার্থ সত্য ও অনস্বীকার্য বাস্তবতা। কেননা অন্য কোন ধর্মীয় গ্রন্থ মহান আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য নয় এবং তা হিফাযতের যিম্মাদারীও আল্লাহ পাক গ্রহণ করেননি, বরং একমাত্র কুরআনে কারীমের ব্যাপারেই তিনি এ ওয়াদা করেছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

إِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَ إِنَّا لَه لَحَافِظُوْنَ-

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি আর নিঃসন্দেহে আমিই এর হিফাযতকারী"। (সূরা হিজর : ৯)

প্রাক কুরআনিক যুগের দিকে তাকালে আমরা দেখতে পাই যে, যখন মরুচারী আরবের গোত্রে গোত্রে চলছিল মারামারি, হানাহানি। যখন নারী জাতি ছিল স্রেফ পুরুষদের ভোগ্যপণ্য। যখন সারা দুনিয়ায় বইছিল অনাচার অবিচার পাপাচার আর ব্যভিচার এর পূঁতিগন্ধময় বিষাক্ত বাতাস, ঠিক সেই মুহূর্তে মহানবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভূষিত হন নবুওয়াত এর সম্মানে। অবতীর্ণ হয় মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম, পাল্টে যায় অবিশ্বাস্যভাবে সমস্ত দৃশ্যপট, বদলে যায় বিশ্ব সভ্যতা।

সেই অন্ধকার সভ্যতার কবর রচনা করে কুরআনে কারীম রচনা করে এমন এক আলোকোজ্জ্বল আদর্শ সভ্যতা; যে সভ্যতার অনিবার্য অবদান স্বরূপ মরুচারী হিংস্র বর্বর আরব বেদুইনগুলো পরিণত হয় সোনার মানুষে, দুর্ধর্ষ উমর পরিণত হন আমীরুল মুমিনীন উমর রাযি. গোলাম উসামা রাযি. পরিণত হন মহান সিপাহ সালারে, হাবশী ক্রীতদাস বেলাল রাযি. হন “সায়্যিদুনা বেলাল” ও মুআযযিনে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম।

এমনিভাবে আল কুরআন জোরালো অবদান রাখে তদানীন্তন রোমান সভ্যতাকে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো করে দিতে, আর এমনই এক শাশ্বত সভ্যতা প্রতিষ্ঠা করতে যে সভ্যতায় ছিল না ধনী দরিদ্রে বৈষম্য, ছিল না সাদা কালোর কোন ভেদাভেদ।

শুধু কি তাই? না, বরং আলকুরআনই সেই বিশ্ব কাঁপানো পারস্য সভ্যতাকে দুমড়ে মুচড়ে থেতলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছে এমনই এক সোনালী সভ্যতা; যেখানে ছিল না আগুনকে দেবতা বানানোর মত হাস্যকর বালখিল্যতা।

সাথীরা আমার!

আমি দ্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে চাই; সেই সিন্ধু ও মহেঞ্জদারো সভ্যতা যখন কালের ডাস্টবিনে নিক্ষিপ্ত, হরপ্পা ও ব্যবিলনীয় তথাকথিত সভ্যতা যখন ধ্বংসের শেষ অংকে উপনীত, ঠিক তেমনি মুহূর্তে মহাগ্রন্থ কুরআনে কারীম উপহার দেয় পুরো বিশ্বকে এমনই এক চোখ ধাঁধাঁনো, মন

মাতানো সভ্যতা, যার পবিত্র অথচ বাঁধ ভাঙ্গা উত্তাল স্রোতে খড়কুটার মত ভেসে গিয়েছিল সকল ক্লেদাক্ত ও অশ্লীল সভ্যতা।

ভাইয়েরা আমার!

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আজ ইঙ্গ, ভারত, মার্কিন ও তাদের পদলেহী, সেবাদাস কিছু সংখ্যক নাস্তিক মুরতাদ বলে বেড়াচ্ছে যে, এ একবিংশ শতাব্দীতে, বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও ঈর্ষণীয় অগ্রগতির যুগে, কুরআন অচল, ব্যর্থ!! আজকের বিশ্ব সভ্যতায় কুরআনের কোনই অবদান নেই! (নাউযুবিল্লাহ)

আমি ঐসব জ্ঞানপাপী তথাকথিত বুদ্ধিজীবীদের লক্ষ্য করে পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই যে, হে নাস্তিক মুরতাদরা! তোরা কি জানিস "পাক কুরআনী" সভ্যতায় সুসভ্য ব্যক্তিবর্গ যখন এ্যালজাবরা, কম্পাস, ঘড়ি ও অন্যান্য অত্যাশ্চর্য সব আবিষ্কারে মহাব্যস্ত, ঠিক তখনই ইউরোপীয় সভ্যতা ছিল দিগম্বর হয়ে বৃক্ষের পাতা ভক্ষণের সভ্যতা! কুরআনিক সভ্যতায় যখন ঝলমলিয়ে উঠেছিল উন্দুলুস বা বর্তমান স্পেন ও মিসরের আল আযহার ও তৎসংশ্লিষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়গুলো, ঠিক তখনই মূর্খতা আর অজ্ঞানতার অতল সাগরে হাবুডুবু খাচ্ছিল ইউরোপীয় নোংরা সভ্যতা।

বন্ধুরা আমার!

সুতরাং আমি হলফ করে বলতে পারি যে, মূলতঃ কুরআনে পাকের মহান সভ্যতাই প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য তথা গোটা দুনিয়াবাসীকে হাতে কলমে শিক্ষা দিয়েছে আদর্শ সংস্কৃতি।

মুহতারাম হাযিরীন!

আজ এই চরম ফিতনা ফ্যাসাদের যুগে আল কুরআন এর অবিনশ্বর, শাশ্বত ও চিরন্তন সভ্যতার পরিবর্তে মানব রচিত, পাশ্চাত্যের নোংরা সভ্যতার প্রচার প্রসার ও বিকাশের জন্য একশ্রেণীর লোক যেন আদানুন খেয়ে নেমেছে।

ওরা আদর্শ কুরআনী মকতবের পরিবর্তে ইংরেজী ভাষায় শিশু বিদ্যালয়, মাদরাসার বদলে স্কুল কলেজ স্থাপনের স্বপ্নে বিভোর!

কুরআন ওদের ভাল লাগে না। কুরআনের ধারক বাহক আলেম সমাজ হচ্ছেন তাদের চক্ষুশূল!! এই সব নীতিভ্রষ্ট, আদর্শচ্যুত ভ্রান্ত চিন্তায় উদভ্রান্ত লোকদের ব্যাপারে আমাদের চোখ কান সর্বদা খোলা রাখতে হবে। ওদের সকল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তের ব্যাপারে থাকতে হবে পূর্ণ সজাগ।

বক্তৃতা-বিবৃতি, ওয়ায-নসীহত, লিখনী, এক কথায় সর্বাত্মক ভাবে ওদেরকে প্রতিরোধ করতে হবে। মহাপবিত্র গ্রন্থ, আল্লাহ পাকের এই কালামের আলো ঘরে ঘরে পৌঁছানোর জন্য আমাদের জান-মাল সব ওয়াকফ করে দিতে হবে। জীবনের বাজী লাগিয়ে হলেও বাংলাদেশের ৬৮ হাজার গ্রামে ৬৮ হাজার আদর্শ নূরানী কুরআনী মকতব প্রতিষ্ঠা করতে হবে। এটাই হোক আমাদের অঙ্গীকার।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে তাঁর পাক কালামের সাচ্চা খাদেম হিসেবে কবূল করেন, আমীন।

يُرِيدُونَ لِيُطْفِئُوا نُورَ اللهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللهُ مُتِمُّ نُورِهِ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُونَ

بدلیگا زمانہ لاکھو مگر قرآن نہ بدلا جائیگا

ہے قول محمد قول خدا فرمان نہ بدلا جائیگا

ইতিহাস ঐতিহ্য-৪

মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর সিন্ধু বিজয়

بَعْدَ الْحَمْدِ وَ التَّسْلِيْمِ، قَالَ اللهُ تَعَالٰى: وَمَا لَكُمْ لَا تُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللهِ وَالْمُسْتَضْعَفِيْنَ مِنَ الرِّجَالِ وَالنِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ الَّذِيْنَ يَقُوْلُوْنَ رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنكَ وَلِيًّا وَاجْعَلْ لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا۔

অদ্যকার জৌলুসপূর্ণ বক্তৃতা মঞ্চের জনাব সভাপতি সাহেব! মাননীয় বিচারকমণ্ডলী! ও বিন কাসিমী চেতনায় উজ্জীবিত আমার দামাল কামাল সাথী ও বন্ধুগণ!

আজকের আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে "মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর সিন্ধু বিজয়" সম্পর্কে, এ ব্যাপারে আমি সীমিত পরিসরে সংক্ষিপ্ত আলোকপাত করার প্রচেষ্টা চালাব ইনশাআল্লাহ।

বন্ধুরা আমার!

মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ. শুধু একজন মানুষের নাম নয়, নাম নয় শুধু একজন আরবী বীরের, নাম নয় শুধু একজন মুসলিম হিরোর বরং তিনি সর্বকালের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কিংবদন্তী তুল্য দেশ বিজেতাও বটে।

মুহতারাম উপস্থিতি!

ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী। ইতিহাস অধ্যয়ন করে আমরা জানতে পারি যে, আজ থেকে প্রায় ১৩০০ বছর পূর্বে আরবের বিভিন্ন ব্যবসায়ী কাফেলা বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে সুদূর আরব থেকে হিন্দুস্তান যাতায়াত করতো।

ভারত সাগরের সুনীল পানির বুক চিরে চিরে অথবা উত্তপ্ত অনন্ত প্রসার মরু বিয়াবান মাড়িয়ে আরবীয় সওদাগরগণ পৌঁছতেন সিন্ধু, দেবল ইত্যাদি বন্দরগুলোতে।

আরবের গভর্নর তখন দুর্ধর্ষ শাসক ইতিহাসের বহুল আলোচিত ব্যক্তিত্ব হাজ্জাজ বিন ইউসুফ।

অপরদিকে হিন্দুস্তানের তখতে তাউসে উপবিষ্ট তখন প্রচণ্ড পরাক্রমশালী দাম্ভিক, কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী হিন্দু রাজা দাহির।

হ্যাঁ, কালের ধারাবাহিকতায় এমনি একটি আরবীয় জাহাজ হিন্দুস্তান যাওয়ার পথে প্রচণ্ড সামুদ্রিক ঝড় কবলিত হয়ে হিন্দু জনসংখ্যা অধ্যুষিত দেবলে ছিটকে পড়ে। হিন্দু পানি দস্যুরা হা-হা রা-রা রবে হায়েনার উল্লাসে, বীভৎস রূপ ধারণ করে ঝাঁপিয়ে পড়ে অসহায় মুসলিম বণিকদের উপর। লুটে নেয় প্রচুর মূল্যবান মাল সামান। ছিনিয়ে নিয়ে যায় অসহায় মুসলিম মা বোনদের। আহ! সে কি করুণ দৃশ্য!

আর হ্যাঁ, বাতাসে কেঁপে কেঁপে, ইথারে পাথারে ভেবে ভেসে বিদ্যুৎ গতিতে এ দুঃসংবাদ পৌঁছে যায় হাজ্জাজের কর্ণকুহরে।

তবে রে! গর্জে উঠেন, ফুঁসে উঠেন হাজ্জাজ। ব্যাঘ্র হুংকার ছেড়ে ঐ অত্যাচারী নরপিশাচ দাহির ও তার সাঙ্গপাঙ্গদেরকে ডাণ্ডা মেরে ঠাণ্ডা করার জন্য প্রেরণ করেন সিপাহসালার উবাইদুল্লাহ ও বুদাইলের নেতৃত্বে পর পর দুটি অভিযান।

কিন্তু দু' দু'টি ব্যর্থ অভিযানের পরিপ্রেক্ষিতে সর্বশেষ অস্ত্র হিসেবে প্রেরণ করেন স্বীয় ভ্রাতুষ্পুত্র ও জামাতা সপ্তদশ বর্ষীয় তরুণ টগবগে যুবক মুহাম্মাদ বিন কাসিমকে।

মহান আল্লাহর উপর অগাধ আস্থা রেখে ছয় হাজার অশ্বারোহী ও সমপরিমাণ উষ্ট্রারোহী নিয়ে ৭১১-১২ খ্রীষ্টাব্দের কোন এক সময় ইসলামী আদর্শস্নাত এ মরণজয়ী কাফেলা অসামান্য ক্ষিপ্রতায় ঝড়ের গতিতে রওয়ানা করে হিন্দুস্তানের উদ্দেশ্যে। ব্রা ণ ও রাজপূতদের সাথে মুহাম্মাদ বিন কাসিমের রহ. বাহিনীর প্রচণ্ড যুদ্ধ হয়। মহান আল্লাহ পাক মুসলমানদের কে বিজয় গৌরবে গৌরবান্বিত করেন। শৌর্য বীর্য, বীরত্ব ও বাহাদুরীর অবিশ্বাস্য নযীর স্থাপন করেন এ উঠতি বয়সী নওজোয়ান। শোচনীয় ভাবে পরাজিত ও নিহত হয় স্বৈরাচারী রাজা দাহির। আগুনে আত্মাহুতি দিয়ে প্রাণ বিসর্জন দেয় তার স্ত্রী ও সন্তানেরা। আর এভাবেই ইতিহাস বিশ্রুত নগরী সিন্ধু মুসলমানদের করতলগত হয়। গেরুয়া বর্ণের হিন্দু পতাকার স্থানে সেখানে উড্ডীন হয় কালেমা খচিত হেলালী নিশান।

সংগ্রামী সাথীরা আমার!

এই হল মুহাম্মাদ বিন কাসিম রহ.-এর সিন্ধু বিজয়ের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

ভাইয়েরা আমার!

আজ আমাদের কে শুধু মাদরাসা মসজিদে আর সভা সেমিনারে এই মহান বীরের বিজয় গাঁথা নিয়ে আলোচনা করলেই চলবে না বরং তাঁর দিলের মর্মব্যথা ও অনুভূতি আমাদের মধ্যেও সৃষ্টি করতে হবে। সেদিন যদি তিনি হিন্দুস্তানের যিন্দানখানায় বন্দীনী এক অসহায় কিশোরীর ডাকে সাড়া দিয়ে পাহাড় সাগর পাড়ি দিয়ে, দুর্গম কণ্টকাকীর্ণ অঞ্চল মাড়িয়ে সুদূর ইরাক থেকে সাহায্যের জন্য ছুটে আসতে পারেন; তাহলে আমরা কেন এই উপমহাদেশ এর বাসিন্দা হওয়া সত্বেও পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতের ধর্ষিতা সম্ভ্রম হারানো মা বোনদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে পারব না? কেন আমরা এই মহান ইরাকী মুজাহিদের দেশে ইরাকী নারীদের গগনবিদারী আর্তচিৎকারে সাড়া দিতে পারি না? যেখানে আজ বিশ্ব শয়তান আমেরিকান সৈন্যরা তাদেরকে গণধর্ষণ করে খ্রীস্টান জারজ সন্তান পেটে ধারণ করতে বাধ্য করছে! প্রতিবাদ করলে পেট চিরে মুসলিম সন্তানকে মায়ের সামনেই জবাই করা হচ্ছে। আহ! কী মর্মান্তিক দৃশ্য!! আজ যদি আমাদের চোখের সামনে আমাদের মা বোন স্ত্রী কন্যাদের এ অবস্থা হত তাহলে কি আমরা চুপ করে বসে থাকতে পারতাম? তাহলে কেন আজ চোখের সামনে পত্রিকার রঙিন পাতায় ইরাকী, কাশ্মীরী, ফিলিস্তীনী ও রোহিঙ্গা মা বোনদের কলজে ফাটানো আর্তচিৎকার এর ভয়াবহ দৃশ্য দেখেও আমাদের অনুভূতিতে সামান্য স্পন্দন সৃষ্টি হয় না? এই কি আমাদের ঈমানী জযবা? এই বুঝি আমাদের জিহাদী জোশ? স্রেফ একটি দীর্ঘশ্বাস ফেলে সংক্ষিপ্ত অনুশোচনা করাই কি আমার আপনার দায়িত্ব? কে দিবে আমার এই ব্যথিত হৃদয়ের উত্তর? আছে কি আজ কোন মুহাম্মাদ বিন কাসিম? কোন তারিক বিন যিয়াদ?

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার!

আজকের সিন্ধু হচ্ছে ইরাক আফগানিস্তান। আজকের দেবল হচ্ছে কাশ্মীর আরাকান ও ফিলিস্তীন। আজকের রাজা দাহির হচ্ছে ঐ কসাই– ট্রাম্প, নেতানিয়াহু, পুতিন ও নরেন্দ্র মোদী।

ঐ শোন মযলূম মা বোনেরা আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে আর্তনাদ করছে :

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا وَاجْعَل لَّنَا مِن لَّدُنْكَ وَلِيًّا وَاجْعَل لَّنَا مِنْ لَّدُنْكَ نَصِيْرًا

আজ তারা কেদে কেদে বুক ভাসিয়ে, আরশ কাঁপিয়ে ফরিয়াদ করছে "প্রভু হে! দাও আমাদেরকে এমন এক মুহাম্মাদ বিন কাসিম; যাঁর দ্রুতগতির অশ্বখুরের প্রচণ্ড খটখটানীতে পিলে চমকে যাবে ঐ সব নব্য দাহিরদের, যাঁর বজ্র হুংকারে থরথর করে কেঁপে কেঁপে ঝনঝন্ করে ভেঙ্গে খান খান হয়ে যাবে ওদের জুলুমের তাগুতী মসনদ"।

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান–
দাওয়াত এসেছে নয়া জিহাদের ভাঙ্গা কেল্লায় উড়ে নিশান।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ.

ইতিহাস ঐতিহ্য-৫

বৃটিশ বিতাড়নে আলেম সমাজ

بَعْدَ الْحَمْدِ وَ الصَّلوةِ. قَالَ تَعَالٰى : اُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِاَنَّهُمْ ظُلِمُوْا وَاِنَّ اللهَ عَلٰى نَصْرِهِمْ لَقَدِيْرٌ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

অদ্যকার মহতি জলসার শ্রদ্ধাভাজন সভাপতি! মান্যবর বিচারকদ্বয়! ও চিরআপোষহীন হক্কানী উলামায়ে কিরামের সুযোগ্য উত্তরসূরী আমার প্রাণপ্রিয় ছাত্র ভাইয়েরা!

অদ্যকার আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে "বৃটিশ বিতাড়নে আলেম সমাজ"। গুরুত্বপূর্ণ এ বিষয়টি নিয়ে আলোচনার সুযোগ করে দেয়ার জন্য সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষকে জানাচ্ছি আন্তরিক মুবারকবাদ ও অভিনন্দন।

কেননা আজ এমনি এক যুগসন্ধিক্ষণে এ বিষয়টিকে আলোচনার জন্য নির্ধারণ করা হয়েছে যখন চির আপোষহীন, চির স্বাধীনতাকামী, চিরসংগ্রামী হক্কানী উলামায়ে কিরামের ইংরেজ বিতাড়ন ও স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য ছিনিয়ে আনার ঐতিহাসিক অবদানকে উপেক্ষা করা হচ্ছে চরমভাবে। যখন বৃটিশ লালকুকুরদের বিতাড়নের সকল কৃতিত্ব ঠেলে দেয়া হচ্ছে সেই ডাকাত সূর্যসেন, অমুক ঘোষ, তমুক চট্টোপাধ্যায়দের কাঁধে।

অথচ এ ক্ষেত্রে উলামায়ে কিরামের নযীরবিহীন আত্মত্যাগ, অবিস্মরণীয় অবদান, চরম কুরবানী আর বিস্ময়কর প্রতিরোধ স্বর্ণাক্ষরে লেখা থাকবে।

সংগ্রামী বন্ধুরা আমার!

এই ফিরিঙ্গী ধূর্তদের গোড়ার ইতিহাস আমরা অনেকেই হয়ত জানি আবার অনেকেই জানি না।

১৪৯৪ খ্রীস্টাব্দে পর্তুগীজ নাবিক ভাস্কোদাগামার ভারতীয় নৌপথ আবিষ্কারের মধ্য দিয়েই মূলতঃ এদের আগ্রাসী থাবার ভয়াল দ্বার উন্মুক্ত হয়। এবং এরই সূত্র ধরে ১৬০০ খ্রীস্টাব্দে ২১৮ জন ইংরেজের সমন্বয়ে গঠিত হয় ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী।

এই সেই কুখ্যাত কোম্পানী; যারা পরবর্তীতে ভারতবর্ষের ভাগ্য বিধাতার আসন দখল করেছিল। এরাই সেই জঘন্য গোষ্ঠী; যারা সেবার আড়ালে সাহায্যের নামে ছলে বলে কলে কৌশলে জেঁকে বসেছিল রাজনৈতিক মঞ্চে। এই সেই ঘৃণিত কোম্পানী যারা দেশব্যাপী চালিয়েছিল জুলুম-নির্যাতন এর ষ্টীম রোলার, গুড়িয়ে দিয়েছিল হাজার হাজার মাদরাসা মসজিদ, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার করে দিয়েছিল বিস্তীর্ণ ভূমি, চুষে নিয়েছিল গরিব কৃষকের রক্ত। তছনছ করে দিয়েছিল শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা স্বর্ণ প্রসবিনী অত্র অঞ্চলকে।

কিন্তু না। এত অত্যাচারের পরও, এত জুলুম সত্ত্বেও দমে যাননি দেশ প্রেমিক চির আপোষহীন উলামা সমাজ। সামান্যতম ভয় পাননি তারা ঐ সব লাল কুকুরদের। বরং কাল বিলম্ব না করেই অবিনাশী জিহাদীর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে, কওম ও মিল্লাতের এ দারুণ সংকট উপলব্ধি করে, দেশ ও জাতির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্বের মহান স্বার্থে আপন আপন জান কুরবান করে, প্রাণের মায়া ত্যাগ করে, বাতিল ও জালিম সরকারের যাবতীয় শোষণ, নির্যাতন ও নিপীড়ন কে হাসিমুখে বরণ করে ইতিহাসের লোমহর্ষক ও হৃদয় বিদারক নির্যাতন, নির্বাসন, জেল জুলুম সব কিছুকে বরদাশত করে এই লালকুত্তাদের কে বিতাড়নের প্রশ্নে ঐক্যবদ্ধ হয়ে রুখে দাঁড়ান জাতির কাণ্ডারী উলামায়ে হক্ক।

উলামায়ে হক্বের আদর্শের কেতনধারী সাথী ভাইয়েরা আমার!

তাইতো আমরা দেখতে পাই, ১৭৫৭ খ্রীস্টাব্দের ২৩ শে জুন পলাশীর আম্রকাননে বেঈমান গাদ্দারদের গাদ্দারীর ফলে যখন গোটা ভারতবর্ষের ক্ষমতা চলে যায় ইংরেজদের হাতে, যখন ডুবে যায় আযাদীর আফতাব, যখন নেমে আসে উপমহাদেশের নিরীহ মানুষগুলোর উপর শতাব্দীর জঘন্যতম অত্যাচার আর নিপীড়নের খড়গ; ঠিক সেই মুহূর্তে গা ঝাড়া

দিয়ে সক্রিয় হয়ে উঠেন আলেম সমাজ, এগিয়ে আসেন বুক টান করে শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিসে দেহলভী রহ.। গর্জে উঠেন তাঁরই সুযোগ্য বড় ছাহেবযাদা মাওলানা শাহ আব্দুল আযীয দেহলভী রহ., ব্যক্ত করেন জাতিকে ঐ হায়েনাদের কবল থেকে মুক্ত করার দৃঢ় প্রত্যয়, নির্ভীক চিত্তে বিপ্লবী কণ্ঠে ঘোষণা করেন ইতিহাসের মাইলফলক সেই ঐতিহাসিক ফতোয়াঃ "আজ থেকে ইংরেজদের বিরুদ্ধে জিহাদ করা ফরয"।

প্রচণ্ড দাবানল হয়ে ছড়িয়ে পড়ল তাঁর এই ফতোয়ার ঘোষণা। ভ্রান্ত প্রচারণায় উদভ্রান্ত জাতি পেল সময়োচিত সাহসী সঠিক সিদ্ধান্ত, কর্তব্য হল সুনিশ্চিত। দাউদাউ করে জ্বলে উঠল স্বাধীনতার স্বপ্নে বিভোর সংগ্রামী মানুষের হৃদয়ের ছাইচাপা আগুন। মুহূর্তের মধ্যে মুসলিম যুবকদের শিরায় শিরায় নেচে উঠল বিন কাসিমী রক্তের উষ্ণ স্রোত, ফলশ্রুতিতে সূচিত হয় ১৮৩১ খ্রীস্টাব্দে ঐতিহাসিক বালাকোট জিহাদ, একই সালে নিসার আলী ওরফে তিতুমীরের অবিশ্বাস্য লড়াই, মাওলানা হাজী শরীয়তুল্লাহ, মাওলানা পীর দুদু মিয়া প্রমুখদের ফরায়েযী আন্দোলন, ঘটে যায় শামেলীর যুদ্ধ, রচিত হয় ১৮৫৭ সালের দেশ কাঁপানো আযাদী আন্দোলন।

জিহাদী কনভয়ের অগ্রসৈনিক ভাইয়েরা!

আমাদের পূর্বসূরী আলেম সমাজ শুধু আন্দোলন করেই ক্ষান্ত হননি বরং তাঁরা শির দিয়েছেন, রক্ত দিয়েছেন; কিন্তু ইযযত বিক্রি হতে দেননি।

তাইতো ইতিহাস বলে; যেখানে ১৮৫৭ সালে স্বাধীনতার জিহাদে দু'লাখ মুসলমান শাহদাত বরণ করেছিলেন; তাঁদের মাঝে উলামায়ে কিরামই হচ্ছে ৫১,৫০০ (সাড়ে একান্ন হাজার)

এই ইংরেজরা আলেম সমাজের উপর এতটাই ক্ষিপ্ত ছিল যে, তারা যেখানেই কোন দাড়িওয়ালা, টুপি ও লম্বা জামাওয়ালা লোক দেখতে পেত তার উপরই পাগলা কুকুরের মত ঝাঁপিয়ে পড়ত, এবং তাঁকে ফাঁসি কাষ্ঠে ঝুলাত। শুধু দিল্লীতেই ৫০০ (পাঁচশত) আলেমকে ফাঁসিতে লটকানো হয়। শেরশাহী গ্রান্ডট্রাংক রোডের দু'ধারে এমন কোন বৃক্ষ ছিল না যেখানে আল্লাহর হাবীবের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] ওয়ারিস আলেম সমাজের লাশ ঝুলেনি!!।

১৮৫৭ খ্রীস্টাব্দের ১৮ ই নভেম্বর দিল্লী জামে মসজিদের আঙ্গিনায় একই দিনে ইংরেজরা ঠাণ্ডা মাথায় নির্মম ভাবে শহীদ করে ২৭ হাজার মুসলমানকে।

এই পাষণ্ড ইংরেজরা শুকরের চামড়ার মধ্যে আলেমদেরকে পুরে সেলাই করে আগুনে জ্বালিয়েছে।

এই লালকুকুরদের বিতাড়ন করতে গিয়ে আলেম সমাজ হয়েছেন দেশান্তরিত, হয়েছেন নির্বাসিত, নিগৃহিত, বরণ করেছেন কারাগার, পান করেছেন শাহাদাতের পেয়ালা, কিন্তু তবুও তারা গোলামীর যিন্দেগী মেনে নেননি, দেশের স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব বিকিয়ে দেননি।

সবকিছুর বিনিময়ে তাঁরা ইংরেজদের বিতাড়িত করে তবেই ক্ষান্ত হয়েছেন। এটাই উলামায়ে কিরামের ইতিহাস, এটাই বাস্তব সত্য।

সাথীরা আমার!

আজ ইংরেজরা চলে গেলেও রয়ে গেছে ওদেরই সন্তানগুলো, নতুন ভাবে নব আঙ্গিকে গা ঝাড়া দিয়ে উঠছে ঐ কুখ্যাত ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীরই নব্য সংস্করণ এই সব রক্তচোষা এনজিওগুলো।

ওরা আবার আমাদেরকে গোলাম বানাতে চায়, ওরা চায় আমাদেরকে নিশ্চিহ্ন করে দিতে, চায় ওরা আমাদেরকে বসনিয়ার মত খণ্ড বিখণ্ড করতে, স্পেনের মত গ্রাস করতে, ইরাক-আফগানের মত রক্তাক্ত করতে...

কিন্তু আমরা বাংলার লক্ষাধিক আলেম ও স্বদেশ প্রেমিক জনগণ কিছুতেই তা সহ্য করব না।

প্রয়োজনে জান দিব, দরকার হলে মাল দিব, জরূরত হলে আরেকটি "বালাকোট" কিংবা "শামেলী" অথবা স্বাধীনতা আন্দোলন "১৮৫৭" কিংবা শাপলা (শহীদী) চত্বর "২০১৩" রচনা করব, কিন্তু তবুও এই নব্য ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর কাছে মাথা নত করব না, ইযযত বিক্রি করব না ইনশাআল্লাহ।

"শির দেগা নেহী দেগা আমামা"!

কী বলেন আপনারা রাযী আছেন না?

ভাইয়েরা আমার!

তোমাদের তো এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, তোমরা সেই সে জাতি, যাদের ধমনীতে বইছে খালিদী খুন! যাদের রক্তে প্রবাহিত হচ্ছে বিন কাসিমী স্রোত, যাদের নিঃশ্বাসে প্রশ্বাসিত হচ্ছে আইউবী হুংকার।

বীরের জাতি জাগো, সিংহের জাতি গর্জে উঠো। মাথায় উষ্ণীষ, বুকে পাক কুরআন, হাতে তরবারী নিয়ে বীরদর্পে ঝাঁপিয়ে পড় ঐসব এনজিওদের উপর, ধুলিস্মাত কর ওদের স্বপ্নসাধ, গুঁড়িয়ে দাও ওদের আস্তানা, ভেঙ্গে দাও ওদের কালো হাত, বজ্রকণ্ঠে শ্লোগান তোলঃ "এনজিওদের অপতৎপরতা বন্ধ কর করতে হবে"। "এনজিওদের আস্তানা ভেঙ্গে দাও গুঁড়িয়ে দাও"।

তবেই ইনশাআল্লাহ আমাদের দেশে বইবে শান্তির হিমেল হাওয়া। নীল আকাশে মৃদু বাতাসে পতপত করে উড়বে সবুজ হেলালী নিশান।

বাজিছে দামামা বাঁধরে আমামা শির উঁচু করি মুসলমান–
দাওয়াত এসছে নয়া জমানার ভাঙ্গা কেল্লায় উড়ে নিশান।

آں نہ من باشم کہ روزے جنگ بینی پشت من
آں منم کہ اندر میان خاک وخون بینی سرے

ইতিহাস ঐতিহ্য-৬

ঐতিহ্যবাহী জামি‘আ রাহমানিয়ার ১০ বৎসর

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: الرَّحْمٰنُ ○ عَلَّمَ الْقُرْاٰنَ، وَقَالَ تَعَالٰى: لَئِنْ شَكَرْتُمْ لَاَزِيْدَنَّكُمْ وَلَئِنْ كَفَرْتُمْ اِنَّ عَذَابِيْ لَشَدِيْدٌ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : طَلَبُ الْعِلْمِ فَرِيْضَةٌ عَلٰى كُلِّ مُسْلِمٍ.

আজকের জলসার মুহতারাম সভাপতি! মাননীয় বিচারক মণ্ডলী! ও ঐতিহ্যবাহী, দেশখ্যাত, দ্বীনী শিক্ষাকেন্দ্র জামি‘আ রাহমানিয়া আরাবিয়ার ইলমী কাননে মধু আহরণরত আমার তালিবে ইলম ভাইয়েরা!

প্রথমেই কবির কণ্ঠে বলি: যতদিন রবে পদ্মা মেঘনা গৌরী যমুনা বহমান, ততদিন রবে কীর্তি তোমার রাহমানিয়া অম্লান।

আমার মত নগন্য মানুষ ঐতিহ্যবাহী রাহমানিয়ার কথা আর কী বলবে... স্পর্ধিত আবেগে শুধু এতটুকু বলতে চাই যে, রাহমানিয়া স্রেফ একটি মাদরাসা মাত্রের নাম নয় বরং রাহমানিয়া হচ্ছে মহান আল্লাহর দ্বীনকে মানব জীবনের সর্বত্র বাস্তবায়িত করার মাধ্যমে কুরআন ও সুন্নাহ ভিত্তিক আদর্শকে গোটা বিশ্বে দো-বারাহ জিন্দাহ করার এক সুদূর প্রসারী পরিকল্পনার নাম। রাহমানিয়া হলো আমার মনমুকুড়ে হিন্দোলিত একটি চেতনা, রাহমানিয়া তো আমার হৃদয়ের তড়পানো অনুভূতি, রাহমানিয়া তো হল শত ঝড়ের মাঝে শির উঁচু করে দণ্ডায়মান একটি স্পাত কঠিন সেনা ছাউনী।

ভাইয়েরা আমার!

রাহমানিয়ার মূল পরিচয় হচ্ছে এটি লালবাগ জামি‘আ কুরআনিয়ার গর্ভজাত সন্তান, জামি‘আ মুহাম্মাদিয়ার দুধভাই আর ঐতিহাসিক সাত মসজিদের প্রতিবেশী।

ইতিহাস পিপাসু সুধী!

না, কোন শোনা কিচ্ছা কাহিনী নয়, বরং বলছি আমার স্বচক্ষে দেখা ইতিহাসের কথা। আসুন! একটু পিছন ফিরে তাকাই, দেখুন! সন্ধানী

দৃষ্টিটাকে ১০ বছরের অতীত গর্ভে ফিরিয়ে নিয়ে যাই, ফিরে যাই সেই ১৯৮৮ ইং সালের প্রলয়ংকরী বন্যার দিকে।

তখন পানির দরিয়ায় থৈ থৈ করে ভাসছে গোটা বাংলা মুলুক। ডুবে যাওয়ার সেই ধারাবাহিকতার নির্মম শিকার হয়েছিল আমাদের প্রাণপ্রিয় রাহমানিয়া।

বন্যার কাছে শত কাকুতি মিনতি করেছিল আমাদের এই সদ্য ভূমিষ্ঠ প্রতিষ্ঠানটি। কিন্তু নিষ্ঠুর বন্যা সে কাকুতিতে সাড়া তো দেয়ই নি উপরন্তু বাধাহীন পানির স্রোত বইয়ে দিয়ে মরণ দশায় পৌঁছিয়েছিল বিমান বাহিনীর রেযা ভাইকে।

সুধী মণ্ডলী!

১০ বছর পূর্বের সেই রাহমানিয়া আর আজকের রাহমানিয়ার মধ্যে কত পার্থক্য! আজ আমরা যারা এই আকাশচুম্বী প্রাসাদে থাকছি, তারা হয়ত কল্পনাও করতে পারব না সেই পূর্বেকার ছাপড়া ঘরের কথা, যে ঘরের উপর দিয়ে অবিরাম ঝরত বর্ষার পানি, আর নীচ দিয়ে কলকল ছন্দ তুলে বয়ে যেত বন্যার পানি। বৃষ্টিভেজা বিছানায় যারা না শুয়েছে তারা কি করে বুঝবে এ করুণ ইতিহাস? কি করে বুঝবে রাহমানিয়ার জন্মকালীন সেই ভয়ংকর ট্রাজেডীর কথা?

সাথী বন্ধুরা আমার!

সময় এবং নদীর স্রোত কখনো থেমে থাকে না। সময়ের সে স্রোতে ভেসে ভেসে আমাদের এ রাহমানিয়া আজ বহুপথ অগ্রসর হয়েছে। ধীরে ধীরে এগিয়ে চলছে তার চূড়ান্ত গন্তব্য পানে।

বাতিলের শত প্রলোভন, শয়তানিয়্যাতের শত নিপীড়ন আর দাজ্জালিয়্যাতের রক্তচক্ষুকে উপেক্ষা করে আমাদের এই রাহমানিয়াও ১০ বছর ধরে দুর্দান্ত গতিতে এগিয়ে চলেছে।

কিন্তু কেন? হ্যাঁ, এর কারণ হিসেবে আমি বলব: রাহমানিয়া তো শুধু একটি প্রতিষ্ঠানের নামই নয় বরং রাহমানিয়া হচ্ছে কুরআন-হাদীসের নিরিখে মানবতাবাদী একটি যুগান্তকারী বিপ্লবী দুর্গের নাম। মুক্তিকামী মানুষ ও মুসলিম উম্মাহের প্রয়োজনে এমন কোন ডাক নেই, এমন কোনো

ক্ষেত্র নেই, যেখানে অবিস্মরণীয় অবদান রাখেনি এই রাহমানিয়া। আকায়িদ ও ঈমানিয়্যাতে, আখলাক ও নৈতিকতায়, শিক্ষা ও দীক্ষায়, তালীম ও তারবিয়্যাতে, তাসাউউফ ও রূহানিয়্যাতে, তাবলীগ ও জিহাদে, বাতিল বিরোধী সংগ্রাম ও লড়াইয়ে, সাহিত্য ও সাংবাদিকতায়, লিখনী ও বক্তৃতার ময়দানে, নিপীড়িত নির্যাতিত মানুষের মুক্তি সংগ্রামে....

মোটকথা, মানব কল্যাণকামিতা ও উসওয়ায়ে নবুয়্যাহ এর এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে রাহমানিয়া উজ্জ্বল অবদান রাখেনি।

বন্ধুগণ!

বিগত ১০ বছরে এই রাহমানিয়ার পাওয়ার হাউস থেকেই বেরিয়েছে হাজার হাজার হাক্কানী রাব্বানী আলেমে দ্বীন। এখান থেকেই ভূমিষ্ঠ হয়েছে শত শত মুফতী ও মুফাসসির। এখান থেকেই বেরিয়েছে অসংখ্য হাফিযে কুরআন ও ক্বারী। মুবাললিগে দ্বীন ও মর্দে মুজাহিদ। কওম ও মিল্লাতের কাণ্ডারী ইমাম ও খতীব। এখান থেকেই আত্মপ্রকাশ করেছে শত-সহস্র মুহাদ্দিস বা হাদীস বিশারদ। এক ঝাঁক দক্ষ কলমসৈনিক...

তাঁদের কথা বলতে গিয়ে সত্যিই মনের অজান্তে বেরিয়ে আসে ফারাযদাকের সেই বিখ্যাত কবিতা:

أُولٰئِكَ اٰبَائِيْ فَجِئْنِيْ بِمِثْلِهِمْ

إِذَا جَمَعَتْنَا يَا جَرِيْرُ الْمَجَامِعُ

কাব্যানুবাদঃ তারাই মোদের পূর্বসূরী যাঁদের নিয়ে গর্ব করি।
কোন্ মুখেতে বড়াই কর লওতো দেখি তাঁদের জুড়ি?

অরুণ তরুণ সাথীরা আমার!

আলোচনার এ শেষ পর্যায়ে এসে সকলের নিকট আমার সনির্বন্ধ অনুরোধ, যুগান্তরের ঘূর্ণিপাকে আমরা যে যেখানেই থাকিনা কেন আমাদের এই মাদারে ইলমী বা মাদারে রূহানী রাহমানিয়াকে কখনো ভুলে যাব না। ভুলে যাব না এ প্রতিষ্ঠানের জন্য জীবন ওয়াকফকারী, আখেরী যমানায় সাহাবায়ে কিরামের রাযি. নমূনা, মহান শিক্ষকবৃন্দ এমনকি কর্মচারীবৃন্দ বরং বাবুর্চীদেরকেও।

পত্রের মাধ্যমে, টেলিফোন বা মোবাইলে কিংবা সরাসরি সাক্ষাতের দ্বারা আমরা সার্বক্ষণিক ভাবে আমাদের উস্তাদগণের সাথে যোগাযোগ অব্যাহত রাখব। তাঁদের দিকনির্দেশনা অনুসারে চলব, এতে আমাদের ইলমী ও আমলী ফায়েদা হবে, যাতে সন্দেহের বিন্দু মাত্র অবকাশ নেই।

মহান রাব্বুল আলামীন রাহমানুর রাহীম তাঁর "রাহমান" নামের উসীলায় এ প্রতিষ্ঠানটিকে, এর ছাত্র-শিক্ষক-কর্মচারী-কমিটি মোট কথা, এর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকে কবূল করুন। উভয় জগতে ভরপুর কামিয়াবী ও সাফল্য দান করুন। আমীন।

هِيَ الرَّحْمَانِيَّةُ بِفَيْضِهَا الْمَدَارِ * فَاقَتْ ضِيَاءَ الشَّمْسِ نِصْفَ النَّهَارِ.

বিশেষ দ্রষ্টব্য : বক্তব্যটি ২৯/০৮/৯৬ ইং সালের কোন এক বৃহস্পতিবার রাহমানিয়া ভবনের ৪র্থ তলায় দেয়া হয়েছিল।

ভ্রান্ত মতবাদ

ভ্রান্ত মতবাদ-১

মউদূদী ফিতনা

اَلْحَمْدُ لِأَهْلِه وَ الصَّلوةُ لِأَهْلِهَا. أَمَّا بَعْدُ. فَاَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ. قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: اٰمِنُوْا كَمَا اٰمَنَ النَّاسُ. وَقَالَ اَيْضًا: رَضِىَ اللهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ.

وَقَال رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ: أَللهَ أَللهَ فِىْ أَصْحَابِىْ لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِىْ.

অদ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি! দূরদর্শী বিচারক মণ্ডলী! ও সাহাবা সৈনিক উদীয়মান তরুণ ছাত্র ভাইয়েরা!

হক্ব ও বাতিলের লীলাক্ষেত্র এ পৃথিবী। সত্য ও মিথ্যার যুদ্ধক্ষেত্র এ পৃথিবী। ন্যায় ও অন্যায়ের চিরন্তন দ্বন্দ্ব সংঘাতে বিক্ষুব্ধ এ পৃথিবী।

শয়তান ও শয়তানিয়্যাত সর্বদাই চেয়েছে সত্যের আওয়ায কে স্তব্ধ করে দিতে, ফিরআউনের ফিরআউনিয়্যাত, হামানের হামানিয়্যাত, শাদ্দাদের শাদ্দাদিয়্যাত আর ঐ কারূনের কারূনিয়্যাত সর্বদাই চেয়েছে সত্যকে মিটিয়ে দিতে। কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন সর্বদা হক্বকেই করেছেন বিজয়ী, বাতিলকে করেছেন বিজিত ও পরাভূত।

ইরশাদ হচ্ছে–

يُرِيْدُوْنَ اَنْ يُّطْفِئُوْا نُوْرَ اللهِ بِاَفْوَاهِهِمْ وَيَاْبَى اللهُ اِلَّا اَنْ يُّتِمَّ نُوْرَه وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ

অর্থাৎ, "তারা মুখের ফুৎকারে আল্লাহর আলো নিভিয়ে দিতে চায়, কিন্তু আল্লাহ তাঁর আলোকে পূর্ণরূপে বিকশিত করবেন, যদিও কাফেররা তা অপসন্দ করে"। (সূরা আস সফ : ৮)

পৃথিবীর ইতিহাস হক্বের জয়ী হওয়ার ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাস বাতিলের পরাজিত হওয়ার ইতিহাস।

তাইতো ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا

"সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে, নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল"। (সূরা ইসরা : ৮১)

দ্বীনের মশালধারী সিপাহে সাহাবা ভাইয়েরা আমার!

বাতিল ও তাগুতী শক্তির সর্বগ্রাসী আক্রমণে সাধারণ মানুষ আজ দিশেহারা, একদিকে নাস্তিক্যবাদী ও পুঁজিবাদীদের ষড়যন্ত্রের জালে ধরা পড়ে মানুষ আটকে পড়া ঘুঘুর মত ছুটোছুটি করছে, অন্যদিকে ইসলামী সাইনবোর্ড ধারণকারী কুখ্যাত ইবনে সাবার উত্তরাধিকারীরা দ্বীনের বুনিয়াদী পরিভাষাসমূহের অপব্যাখ্যা করে সহজ সরল মুসলমানদেরকে গোমরাহ করার অপচেষ্টা চালাচ্ছে।

তাই আজ "সহীহ দ্বীন" নিয়ে টিকে থাকতে হলে, বাঁচতে হলে চিনতে হবে এরা কারা? কী এদের আসল পরিচয়?

জিহাদী কাফেলার সাথীরা আমার!

বাস্তবিকপক্ষে মিষ্টার মওদূদী ও তার অনুসারীরা একটি নতুন মতবাদ কায়েম করতে চায়। তাদের প্রধান শ্লোগান হল ঃ

رسول خدا کے سوا کوئی معیار حق نہیں

অর্থাৎ, "রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ব্যতীত আর কেউ সত্যের মাপকাঠি নয়"।

এ অভিশপ্ত মতবাদের অনুসারীরা যাদের মধ্যে ইসলাম চর্চার চাইতে আধুনিকতার চর্চাই বেশী, আল্লাহ পাকের পিয়ারা রাসূলের পিয়ারা সাহাবীদের ব্যাপারে বল্গাহীন বে-আদবীমূলক সমালোচনা করে। তাদের ঘৃণ্য হামলার বিশেষ টার্গেট হলেন আশারায়ে মুবাশশারাহ বা দুনিয়াতেই জান্নাতের সুসংবাদ প্রাপ্ত ১০ জন সাহাবী রাযি.-এর অন্যতম, ইসলামের তৃতীয় খলীফা, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই কন্যার

সৌভাগ্যবান স্বামী, কুরআনে কারীমের প্রথম সংকলক, মযলূম সাহাবী হযরত উসমান গণী রাযি.। তাঁর ব্যাপারে মিঃ মউদূদীর অভিযোগ ঃ "তিনি স্বজনপ্রীতির দোষে দুষ্ট ছিলেন"!? সবাই বলেন নাউযুবিল্লাহ।

খোদ আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁর ব্যাপারে মন্তব্য করেছেন– كَامِلُ الْحَيَاءِ وَ الْإِيْمَانِ বা লজ্জাশীলতা ও ঈমানে পূর্ণাঙ্গ ব্যক্তি হিসেবে, যাঁর সম্মন্ধে হাবীবে খোদার [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] বিখ্যাত উক্তি; "আমার যদি আরো মেয়ে থাকত তবে তাকেও উসমানের নিকটেই বিবাহ দিতাম"। সে মহান সাহাবীর রাযি. ব্যাপারে কলমী বমি করে এই স্বঘোষিত ইসলামী পণ্ডিত স্বজনপ্রীতির অভিযোগ তুলছে!!

বিজ্ঞ শ্রোতামণ্ডলী!

বিচারের ভার না হয় আপনাদের নিকটেই থাকল।

এদের বেপরওয়া আক্রমণ হতে বাঁচতে পারেননি আরেক নির্যাতিত সাহাবী, কাতিবে ওয়াহী, প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর শ্যালক হযরত আমীরে মু'আবিয়া (রাযি.)। যাঁকে যালিম ও স্বৈরাচারী বলতেও এদের বুক এতটুকুও কাঁপে না।

শুধু কি তাই? না। বরং এ মুনাফিক গোষ্ঠীর, এ ডিস্কো ইসলাম ওয়ালাদের ঢালাও হামলার নির্মম শিকারে পরিণত হয়েছেন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সকল সাহাবী।

যেখানে স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন তাঁদের চারিত্রিক সার্টিফিকেট দিতে গিয়ে ইরশাদ করেছেন :

آمِنُوْا كَمَا آمَنَ النَّاسُ

অর্থাৎ, " হে (দুনিয়ার) লোক সকল! তোমরা ঠিক সে ভাবে ঈমান আনয়ন কর; যেভাবে লোকেরা ঈমান আনয়ন করেছে"। (সূরা বাকারাহ-১৩) সকল মুফাসসির এ ব্যাপারে একমত যে أَيْ كَمَا آمَنَ الصَّحَابَةُ অর্থাৎ যেভাবে আমার হাবীবের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সাহাবীরা ঈমান এনেছে তোমরাও সেভাবেই ঈমান আন।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে–

فَإِنْ آمَنُوْا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإِنْ تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا هُمْ فِيْ شِقَاقٍ

অর্থাৎ, “যদি তারা তদ্রূপ ঈমান আনে যেমন তোমরা (সাহাবীগণ) ঈমান এনেছ, তবে নিশ্চয়ই তারা অবশ্যই সুফল পাবে, আর যদি তারা মুখ ফিরিয়ে নেয় তবে নিঃসন্দেহে তারাই হঠকারিতায় রয়েছে”।

(সূরা বাকারাহ: ১৩৭)

সেই মহান পুণ্যাত্মা সাহাবায়ে কিরামের রাযি. শানে বে আদবী করে এ গোস্তাখ বে-আদব লিখেছে : “সাহাবায়ে কিরামকে সত্যের মাপকাঠি মনে করা যাবে না”!!।

সত্যিই মউদূদী সাহেবের চরম দুঃসাহসের প্রশংসা করতে হয় বটে। কেননা যেখানে স্বয়ং সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ঘোষণা করছেন ঃ

أَصْحَابِيْ كَالنُّجُوْمِ فَبِأَيِّهِمُ اقْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ۔

অর্থাৎ, “গভীর রজনীতে নক্ষত্রকে দেখে পথিক যেভাবে পথ অতিক্রম করে; ঠিক আমার সাহাবীদের যে কোন এক জনের পদাংক অনুসরণ করলে তোমরা ইনশাআল্লাহ হেদায়েত প্রাপ্ত হবে”। (তাজরীদে রাযীন)

সেখানে তথাকথিত ইসলামী হুকুমত কায়েমের স্বপ্নে বিভোরদের মন্তব্য হচ্ছেঃ তারাতো আমাদের মতই মানুষ, কাজেই তাদের সমালোচনা করতে দোষ কি?

সম্ভবতঃ এ কারণেই নবী কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম চৌদ্দশ’ বছর পূর্বেই সতর্ক করে গেছেনঃ

اَللّٰهَ اَللّٰهَ فِيْ أَصْحَابِيْ، لَا تَتَّخِذُوْهُمْ غَرَضًا مِنْ بَعْدِيْ، فَمَنْ أَحَبَّهُمْ فَبِحُبِّيْ أَحَبَّهُمْ، وَمَنْ أَبْغَضَهُمْ فَبِبُغْضِيْ أَبْغَضَهُمْ، وَمَنْ آذَاهُمْ فَقَدْ آذَانِيْ، وَمَنْ آذَانِيْ فَقَدْ آذَى اللّٰهَ، وَمَنْ آذَى اللّٰهَ فَيُوْشِكُ أَنْ يَّأْخُذَهٗ۔

অর্থাৎ, “আমার সাহাবীদের ব্যাপারে তোমরা আল্লাহকে ভয় করো, আমার পরে তোমরা তাঁদেরকে আক্রমণের লক্ষ্যবস্তু বানিয়ো না, কাজেই যে তাঁদেরকে মহব্বত করল সে আমার মহব্বতের কারণেই তাঁদেরকে মহব্বত করল; আর যে তাঁদের সাথে দুশমনী করল সে আমার সাথে

দুশমনী বা শত্রুতার কারণেই তাঁদের সাথে দুশমনী করল। আর যে তাঁদেরকে কষ্ট দিল সে নিশ্চয়ই আমাকেই কষ্ট দিল আর যে আমাকে কষ্ট দিল সে নিশ্চয়ই আল্লাহকেই কষ্ট দিল আর যে আল্লাহকে কষ্ট দিল, আশংকা আছে যে অতি দ্রুত আল্লাহ তাকে আযাবে নিপতিত করবেন"। (তিরমিযী শরীফ)

এটাতো রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সেই বিখ্যাত বাণী যা প্রতি জুমু'আর খুতবায় পঠিত হচ্ছে।

কিন্তু জনৈক আরবী কবি বলেছেন:

إِذَا كَانَتِ الطِّبَاعُ طِبَاعَ سُوْءٍ + فَلَا أَدَبٌ يُّفِيْدُ وَلَا أَدِيْبٌ

অর্থাৎ, যদি কারো স্বভাব নষ্ট হয়ে যায় তবে কোন আদব বা আদবদাতা কেউই তাকে ভাল করতে পারে না।

আসলে এ মউদূদীর অনুসারীরা হল কুরআনে কারীমের ঐ আয়াতের মিসদাক যেখানে মহান আল্লাহ বলছেন:

خَتَمَ اللّٰهُ عَلٰى قُلُوْبِهِمْ وَعَلٰى سَمْعِهِمْ وَعَلٰى اَبْصَارِهِمْ غِشَاوَةٌ

অর্থাৎ, "আল্লাহ তাদের দিলসমূহ ও কানসমূহের উপর মহর মেরে দিয়েছেন, আর তাদের চোখসমূহ পর্দায় ঢেকে দিয়েছেন"। (সূরা বাকারাহ-৭)

সাহাবা আদর্শের চেতনাধারী সুধীবৃন্দ!

আমরা এ কথা বলি না যে, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. ন্যায় মাসূম বা নিষ্পাপ ছিলেন; তবে তাঁরা অবশ্যই মাহফূয বা আল্লাহ পাক কর্তৃক হিফাযতকৃত ছিলেন।

ভাইয়েরা আমার!

এ মিঃ মউদূদী, যার নাম থেকেই শিরক এর দুর্গন্ধ আসছে, কারণ তার আসল নাম হল আবুল আ'লা (أبو الأعلى) বা আ'লার বাপ!!। অথচ (أعلى) একমাত্র মহান আল্লাহই হতে পারেন। তাইতো কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে: سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلٰى "আপনি আপনার মহান পালনকর্তার নামের পবিত্রতা বর্ণনা করুন"। (সূরা আল-আ'লা : ১)

আসলে সে এমন কোন পর্যায় অবশিষ্ট রাখেনি যেখানে মহান সাহাবায়ে কিরামের রাযি. সমালোচনা করেনি। শুধু তাই নয় এ জালিমের

কবল হতে অনেক আম্বিয়ায়ে কিরামও আ. রেহাই পাননি। যাঁদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ নবী আমাদের প্রিয়নবী, [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] হযরত ইবরাহীম, হযরত আদম, হযরত ইউনুস, হযরত দাউদ, হযরত আইউব আ. প্রমুখ অন্যতম।

প্রয়োজনে দেখুন তার তাফসীরের মূল কপি। আরো দেখুন! দেশবরেণ্য আলিম হযরত মাওলানা মুফতী মানসূরুল হক ছাহেব (দাঃবাঃ) সম্পাদিত "মিঃ মউদূদীর নতুন ইসলাম" ও তাঁরই হস্তে লিখিত "কুরআন ও হাদীসের আলোকে মওদূদী মতবাদ" সহ হক্কানী উলামায়ে কিরামের এ বিষয়ে লিখা শতাধিক বই।

সম্মানিত সুধী!

ভাবতেও বিস্ময় লাগে, যেখানে মহান রাব্বুল আলামীন আহকামুল হাকিমীন আল্লাহ পাক ঐতিহাসিক উহুদ যুদ্ধে কতিপয় সাহাবায়ে কিরাম রাযি. কর্তৃক সংগঠিত ভুলের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর নিকট সুপারিশ করে বলছেন :

فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ

অর্থাৎ, "কাজেই আপনি তাদেরকে ক্ষমা করে দিন, এবং তাদের জন্য (আমার নিকট) মাগফিরাত কামনা করুন এবং কাজে কর্মে তাদের সাথে পরামর্শ করুন"। (আলে ইমরান : ১৫৯)

কিন্তু মিস্টার মউদূদী বলেছেন যে, না। কিছুতেই তাদেরকে ক্ষমাসুন্দর দৃষ্টিতে দেখা যাবে না। এটা মানতেই হবে যে, তাদের থেকে অন্যায় প্রকাশ পেয়েছে। কাজেই তাদের নামে ঘরে ঘরে সমালোচনা করতে হবে, তাদেরকে আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড় করাতে হবে, সমালোচনার ঊর্ধ্বে মনে করা যাবে না!

আহ! আফসোস, এই হল এদের নবীপ্রীতি ও খোদাভীতির নমুনা।

অথচ আবারো দেখুন! আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কী মর্মস্পর্শী কণ্ঠে আমাদের নিকট সুপারিশ করেছেন, আপিল রাখছেন,

لَا تَسُبُّوا أَصْحَابِي، فَلَوْ أَنَّ أَحَدَكُمْ أَنْفَقَ مِثْلَ أُحُدٍ ذَهَبًا مَا بَلَغَ مُدَّ أَحَدِهِمْ، وَلَا نَصِيفَه

অর্থাৎ, "তোমরা কেউ আমার সাহাবীদেরকে গালী দিয়ো না, কেননা তোমাদের কেউ যদি উহুদ পাহাড় পরিমাণ সম্পদও আল্লাহর পথে দান

করে, তবুও সে সাহাবীদের এক মুদ বা তার অর্ধেকের সমান ছওয়াব অর্জন করতে পারবে না।" (বুখারী ও মুসলিম)

অন্যত্র তিনি কড়া ধমক দিয়ে বলেছেন :

إِذَا رَأَيْتُمُ الَّذِينَ يَسُبُّونَ أَصْحَابِيْ فَقُوْلُوا: لَعْنَةُ اللهِ عَلٰى شَرِّكُمْ.

অর্থাৎ, "যখন তোমরা কাউকে আমার সাহাবীদের ব্যাপারে গালী দিতে দেখবে; তখন তোমরা বলবে: তোমাদের মধ্যে যারা নিকৃষ্ট তাদের উপর অর্থাৎ, সমালোচনাকারীদের উপর আল্লাহর অভিশাপ বর্ষিত হোক"। (তিরমিযী শরীফ)

বিশ্বখ্যাত মুহাদ্দিস, মুজাহিদ, সূফী, ইমাম আব্দুল্লাহ বিন মুবারক রহ.-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল: হযরত মুআবিয়া রাযি. উত্তম নাকি হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. উত্তম? প্রতিউত্তরে তিনি বলেছিলেন :

اَلْغُبَارُ الَّذِىْ دَخَلَ أَنْفَ فَرَسِ مُعَاوِيَةَ مَعَ رَسُوْلِ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ خَيْرٌ مِنْ عُمَرَ بْنِ عَبْدِ الْعَزِيْزِ.

অর্থাৎ, "ঐ ধুলাবালু যা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে (জিহাদের ময়দানে) হযরত মুআবিয়ার রাযি. ঘোড়ার নাকে প্রবেশ করেছে হযরত উমর বিন আব্দুল আযীয রহ. হতে অনেক উত্তম"।

এ জন্যই ইমাম ত্বহাবী রহ. তাঁর প্রসিদ্ধ গ্রন্থ عَقَائِدُ أَهْلِ السُّنَّةِ وَ الْجَمَاعَةِ যা 'আকীদাতুত্বহাবী' নামে পরিচিত সেখানে লিখেন :

وَلَا نَذْكُرُهُمْ إِلَّا بِالْخَيْرِ وَحُبُّهُمْ دِيْنٌ وَإِيْمَانٌ وَإِحْسَانٌ وَبُغْضُهُمْ كُفْرٌ وَنِفَاقٌ وَطُغْيَانٌ.

অর্থাৎ "আমরা সাহাবায়ে কিরামের রাযি. আলোচনা করব না কিন্তু শুধু কল্যাণের সাথে, এবং তাঁদের সাথে মহব্বতই হল দ্বীন, ঈমান ও ইহসান আর তাঁদের সাথে শত্রুতা হল কুফর, মুনাফিকী ও অবাধ্যতা"। (পৃ.-১৩৮-১৩৯)

হাযারাতে সাহাবায়ে কিরাম রাযি. যাঁদের এ সৌভাগ্য যে, তাঁরা মাদরাসায়ে নবুওয়াত এর ছাত্র, স্বয়ং রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যাঁদের মুআললিম, যাঁদের নেসাবে তালীম বা পাঠ্যসূচী মালায়ে

আ'লা তথা ঊর্ধ্ব জগতের সাথে সম্পৃক্ত, যাঁদের তালীম ও তারবিয়্যাত বা শিক্ষা ও দীক্ষার নেগরানী আসমানী ওহী ছিল, যাঁদের ভিতর বাহির অতীত বর্তমান ও ভবিষ্যত সম্পর্কে জানেন আলেমুল গাইব আল্লাহ পাক। যিনি স্বয়ং তাঁদেরকে বিভিন্ন পরীক্ষা নিয়ে رَضِيَ اللّٰهُ عَنْهُمْ وَرَضُوْا عَنْهُ বা "আল্লাহ তাঁদের উপর সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন আর তাঁরাও আল্লাহর প্রতি সন্তুষ্ট হয়ে গেছেন" এর মাল্যে ভূষিত করেছেন। (সূরা তাওবাহ : ১০০)

যাঁদের ব্যাপারে তিনি :

وَالَّذِيْنَ مَعَه اَشِدَّاءُ عَلَى الْكُفَّارِ رُحَمَاءُ بَيْنَهُمْ تَرَاهُمْ رُكَّعًا سُجَّدًا يَّبْتَغُوْنَ فَضْلًا مِّنَ اللّٰهِ وَرِضْوَانًا۔

এর মহা সনদ ঘোষণা করেছেন। (সূরা ফাতহ : ২৯)

শুধু তাই নয়,

وَاَلْزَمَهُمْ كَلِمَةَ التَّقْوٰى وَكَانُوا اَحَقَّ بِهَا وَاَهْلَهَا

অর্থাৎ, "আর আল্লাহ তাঁদের জন্য তাক্বওয়ার কালিমা অপরিহার্য করে দিলেন, বস্তুতঃ তারা ছিল এর অধিকতর যোগ্য ও উপযুক্ত"।

(সূরা ফাতহ : ২৬)

لَقَدْ رَضِيَ اللّٰهُ عَنِ الْمُؤْمِنِيْنَ اِذْ يُبَايِعُوْنَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ -

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের প্রতি সন্তুষ্ট হলেন, যখন তাঁরা বৃক্ষের নীচে আপনার কাছে শপথ করল"। (সূরা ফাতহ : ১৮)

وَكَذٰلِكَ جَعَلْنَاكُمْ اُمَّةً وَّسَطًا لِّتَكُوْنُوْا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ۔

অর্থাৎ, "এমনিভাবে আমি তোমাদেরকে মধ্যপন্থী সম্প্রদায় করেছি- যাতে করে তোমরা সাক্ষ্যদাতা হও মানবমণ্ডলীর জন্য"।

(সূরা বাকারাহ : ১৪৩)

يَوْمَ لَا يُخْزِي اللّٰهُ النَّبِيَّ وَالَّذِيْنَ آمَنُوْا مَعَه -

অর্থাৎ, "সে দিন আল্লাহ নবী ও তাঁর বিশ্বাসী সহচরদেরকে অপদস্থ করবেন না"। (সূরা তাহরীম : ৮)

ইত্যাদি প্রচুর সংখ্যক আয়াতে কারীমায় তাঁদের বুযুর্গী ও শ্রেষ্ঠত্বের অকুণ্ঠ প্রশংসা এবং সন্তুষ্টি ও মাগফিরাতের দ্ব্যর্থহীন ঘোষণা প্রকাশ করেছেন।

যদিও মওদূদী সাহেব ও তার অনুসারী জামাআত শিবির গং তা মানতে নারায।

সম্মানিত উপস্থিতি!

কথায় বলে ঃ "সত্যকে বেশী দিন ধামাচাপা দিয়ে রাখা যায় না"। তারই জ্বলন্ত প্রমাণ পাওয়া গেল সাম্প্রতিক সময়ে আমীরে জামা'আতের নির্লজ্জ ভাবে বিশ্ব মুসলিমের চিরশত্রু কাফির কাদিয়ানীদের পক্ষপাতিত্ব অবলম্বনের দ্বারা। কারণ كُلُّ إِنَاءٍ يَّتَرَشَّحُ بِمَا فِيْهِ পাত্রে আছে যাহা, ঢালিলে পড়িবে তাহা।

সেটারই বহিঃপ্রকাশ হল তার ঐ জঘন্য বক্তব্যে। এবারও কি জাতি তাদের চিনতে ভুল করবে?

ভাইয়েরা আমার!

এরপরও কি আমরা এই ভ্রান্ত দলটি সম্বন্ধে সোচ্চার হবনা? যাদের ব্যাপারে পুরো দুনিয়ার সমস্ত হক্কানী উলামায়ে কিরাম একমত যে এরা গোমরাহ, পথভ্রষ্ট, লাইনচ্যুত, ফাসেক।

কাজেই আসুন! আমরা আমাদের পরস্পরের ছোটখাটো সমস্ত বিভেদ ভুলে গিয়ে এই জামাআত শিবির চক্র ও মওদূদী ফিতনার মূলোৎপাটনে সংঘবদ্ধ ভাবে তৎপর হই। তবেই সেদিন বেশী দূরে নয় যেদিন ইতিহাসের পাতায় এদের নাম মুতাজিলা, কদরিয়্যাহ ইত্যাদি গোমরাহ ফেরকার ন্যায় শুধু কাগজের অক্ষরে থাকবে বাস্তবে পৃথিবীর বুকে কোন অস্তিত্ব থাকবে না ইনশাআল্লাহ।

وَمَا تَوْفِيْقِيْ اِلَّا بِاللّٰهِ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَاِلَيْهِ اُنِيْبُ

ভ্রান্ত মতবাদ-২

শিয়া ফিতনা

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلٰوةُ لِأَهْلِهَا. وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ جَلَّ وَعَزَّ : يُرِيْدُوْنَ لِيُطْفِئُوا نُوْرَ اللّٰهِ بِأَفْوَاهِهِمْ وَاللّٰهُ مُتِمُّ نُوْرِهٖ وَلَوْ كَرِهَ الْكَافِرُوْنَ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَبُوْ بَكْرٍ فِي الْجَنَّةِ عُمَرُ فِي الْجَنَّةِ

অদ্যকার বক্তৃতা প্রশিক্ষণ মাহফিলের মহামান্য সভাপতি! দূরদর্শী বিচারকমণ্ডলী! ও আমার সাহাবা সৈনিক ছাত্র ভাইয়েরা!

ইসলামের ধারাবাহিক বিজয়ের অগ্রযাত্রা তখন সবে মাত্র ধাক্কা দিতে শুরু করেছে কায়সার কিসরার প্রাসাদ থেকে নিয়ে সাইপ্রাস আর কনষ্ট্যান্টিনোপলের অবরুদ্ধ কপাটে। সে বিজয়ের প্রচণ্ড গতি ম্লান করে দিয়েছে দিগ্বিজয়ী আলেকজাণ্ডার আর বুখতা নসসরের জয় জয়কারের অট্টহাসিকে।

মুসলিম জাতির এ বিজয়ী অগ্রাভিযানকে নস্যাৎ করার হীনস্বার্থে তদানীন্তনকালে أَشَدُّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا এর যোগ্য লক্ষ্যস্থল ইয়াহুদী চক্র আদানুন খেয়ে ময়দানে অবতীর্ণ হয়। মনুষ্যকুল কলংক, নরাধম পাপীষ্ঠ আব্দুল্লাহ বিন সাবা ও তার অনুসারীরা এ ষড়যন্ত্রের মাইলফলক স্থাপন করে। মূলতঃ এখান থেকেই শুরু হয়েছে শিয়াদের যাত্রা, পরিণতিতে আজ শিয়াতন্ত্রের উত্থান।

সুধীমণ্ডলী!

পারস্য সম্রাট সীজার আর খসরুর যোগ্য উত্তরসূরী নীতি জ্ঞানহীন শিয়াগোষ্ঠী বার ইমামকে তাদের মতবাদের নেতৃপুরুষ মনে করে থাকে। মনে করে তাঁদের মর্যাদা নবীদের চাইতেও বেশী! তাঁরা আল্লাহ পাকের নূর!! তাঁরা নিষ্পাপ ও মাসূম! তাঁরা জ্ঞানের উৎস! নবুওয়াতের বৃক্ষ! তাঁরা ফেরেশতাদের অবরতণস্থল! প্রতি শুক্রবার রাতে তাঁদের নাকি মিরাজ

হয়!! তাঁদের মৃত্যু তাঁদের ইচ্ছাধীন!! ইত্যাদি জঘন্য ও উদ্ভট বিশ্বাস পোষণ করে এই পথভ্রষ্ট শিয়া সম্প্রদায়।

আম্মাজান হযরত আয়েশা রাযি. থেকে শুরু করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর দুই শশুর হযরত আবু বকর সিদ্দীক ও হযরত উমর ফারূক রাযি. এমনকি মহান আল্লাহ রাব্বুল আলামীনের পাক কালাম কুরআন মাজীদও এদের শয়তানী আক্রমণ থেকে নাজাত পায়নি।

শিয়াদের রাঈসুল মুতাআখখিরীন বদবখত কমবখত খোমিনী তার একটি গ্রন্থে লিখেছে: আমি যদি কোন দিন সৌদি আরব দখল করতে পারি তাহলে কবর থেকে আয়েশার লাশ উত্তোলন করে তার প্রতি "হদ্দে যেনা" কার্যকর করব! সবাই বলুন নাউযুবিল্লাহ!

অথচ হযরত আয়েশা রাযি. তো সেই মহা সৌভাগ্যবতী নারী, যাঁর চরিত্রের সততার সার্টিফিকেট দিয়ে স্বয়ং আল্লাহ পাক সূরা নূরের ১৬টি আয়াত নাযিল করেছেন। যিনি মৃত্যুকালে প্রিয়নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] মিসওয়াক চিবিয়ে দিয়েছেন, যাঁর কোলে মাথা রেখে প্রিয়নবী [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] দুনিয়া থেকে বিদায় নিয়েছেন, যাঁর মাধ্যমে উম্মত ২২১০ টি হাদীস লাভ করেছে।

সাথীরা আমার!

আমি ঐ খোমিনী ও তার দোসরদের জানিয়ে দিতে চাই: আল্লাহর কসম, যদি কোন দিন আমাদের হাতে ইরানের রাষ্ট্র ক্ষমতা হস্তগত হয় তাহলে কবর থেকে তোমার লাশ উত্তোলন করে শুষ্ক হাড়ের উপর হলেও "হদ্দে কযফ" কার্যকর করব ইনশাআল্লাহ!

এই দুশ্চরিত্র খোমিনী তার কাশফুল আসরারে (মূলতঃ খাবাসাতুল আসরার) আরো লিখেছে: "আবু বকর ও উমর রাযি.-এর উপর লানত, যারা খিলাফতের লোভে নিজেদের মেয়েদেরকে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর সাথে বিবাহ দিয়েছে"!

বিখ্যাত শিয়া লেখক কুলাইনী তার কিতাবুর রওযার ১১৫নং পৃষ্ঠায় ইমাম বাকির এর সূত্রে বর্ণনা করেছে : "আবু বকর ও উমর অন্যায় ভাবে আমাদের হক্ব নষ্ট করেছে, তারা দুজন সর্বপ্রথম আমাদের আহলে বাইত

তথা নবী পরিবারের সদস্যদের উপর চড়াও হয়েছে। আমাদের উপর যত বিপর্যয় ও দুর্যোগ এসেছে তার মূল ভিত্তিও এই দু'জন রেখেছে"!!

এই কিতাবুর রওযাতেই হযরত আবু বকর রাযি. সম্পর্কে লিখা হয়েছে :

أَوَّلُ مَنْ يُّبَايِعُه عَلٰى مِنْبَرِىْ إِبْلِيْسُ –

অর্থাৎ, "সর্বপ্রথম ইবলীস হযরত আবু বকরের রাযি. হাতে খিলাফতের বাই'আত গ্রহণ করবে"!! (পৃ. ১৫০)

এদিকে হিজরী একাদশ শতাব্দীর বিখ্যাত শিয়া মুহাদ্দিস মোল্লা বাকির মজলিসী যাকে শিয়ারা খাতামুল মুহাদ্দিসীন বলে মনে করে এবং যার কিতাব পড়ার জন্য স্বয়ং খোমিনী লোকদেরকে অনুপ্রাণিত করত। সেই পাপাত্মা, কুলাঙ্গার, বাকির মজলিসী হযরত উমর রাযি.-এর শাহাদাতের দিনকে ঈদের দিন আখ্যায়িত করে ঘাতক আবূ লুলু সম্পর্কে লিখেছে: "এ হত্যাকারীর উপর আল্লাহর রহমত নাযিল হোক"।

(যাদুল মাআদ : ৪৩৩-৪৩৬)

অথচ আপনারা জানেন যে, হযরত আবু বকর রাযি. তো সেই মহান ব্যক্তিত্ব যাঁকে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ثَانِىَ اثْنَيْنِ اِذْ هُمَا فِى الْغَارِ اِذْ يَقُوْلُ لِصَاحِبِه বলে সূরা তাওবার ৪০ নং আয়াতে সম্বোধন করেছেন।

যাঁর সম্বন্ধে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর ভাষ্য হল :

وَلَوْ كُنْتُ مُتَّخِذًا خَلِيْلًا غَيْرَ رَبِّىْ لَاتَّخَذْتُ أَبَا بَكْرٍ

অর্থাৎ, "যদি আমি আল্লাহ তা'আলা ব্যতীত আর কাউকে আমার অন্তরঙ্গ বন্ধু বানাতাম; তাহলে আবু বকরকেই বানাতাম"। (বুখারী, মুসলিম)

যাঁর সম্পর্কে প্রিয়নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো বলেছেন: আমি দুনিয়াতে আবু বকরের ইহসানের বদলা দিতে পারিনি, তাঁর বদলা আল্লাহ পাকই তাঁকে দান করবেন"।

(তিরমিযী শরীফ হাদীস নং ৩৬৬১) ইত্যাদি অসংখ্য হাদীস।

আর অপর দিকে হযরত উমর ইবনুল খাত্তাব রাযি. তো সেই ব্যক্তি, সর্বপ্রথম আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে সাথে নিয়ে যিনি কাবাগৃহে নামায আদায় করেছেন। যিনি সর্বপ্রথম হিজরী সাল চালু করেছেন। যিনি তদানীন্তন দুই সুপার পাওয়ার কায়সার ও কিসরা কে

শোচনীয়ভাবে পরাভূত করে রোম ও পারস্যে ইসলামের হেলালী নিশান উড্ডীন করেছেন। যাঁর ব্যাপারে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলছেন: لَوْ كَانَ بَعْدِىْ نَبِيٌّ لَكَانَ عُمَرَ بْنَ الْخَطَّابِ অর্থাৎ "আমার পরে যদি কেউ নবী হতেন; তাহলে তিনি হতেন উমর ইবনুল খাত্তাব" (রাযি.)। (তিরমিযী শরীফ)

সত্যের ঝাণ্ডাধারী সাথী ভাইয়েরা আমার!

তোমাদের ঐ দুনিয়ায় থাকা আর না থাকা বরাবর, যে দুনিয়ায় "এই কুরআন আসল কুরআন নয় বরং মনগড়া বিকৃত কুরআন"! এর মত ধৃষ্টতাপূর্ণ মন্তব্য শুনতে হবে। তোমাদের ঐ দুনিয়ায় থাকা না থাকা বরাবর, যে দুনিয়ায় হযরত আবু বকর ও হযরত উমর রাযি.-কে বলা হবে মালউন! হযরত উসমান গণী রাযি. হযরত আমীরে মুআবিয়া রাযি. প্রমুখ সাহাবীকে বলা হবে কাফের, মুরতাদ, যিন্দীক!! তোমাদের ঐ পৃথিবীতে থাকা না থাকা সমান, যে পৃথিবীতে উম্মত জননী হযরত আয়েশা রাযি.-কে বলা হয় ব্যভিচারিণী! হযরত হাফসা রাযি.-কে বলা হবে মুনাফিকাহ!

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার!

এই বার ইমামপন্থী কাফের শিয়াচক্র আজ ইরান থেকে সারা দুনিয়ায় বিশেষতঃ সুন্নী মুসলিম দেশগুলোতে ছলে বলে কৌশলে ওদের জঘন্য মিশন বাস্তবায়নের লক্ষ্যে দ্রুত গতিতে এগিয়ে চলেছে। আমাদের প্রাণপ্রিয় এ বাংলাদেশেও ওরা অনেক দূর এগিয়ে গেছে। আজ ওরা প্রকাশ্যেই সুন্নীদেরকে হুমকী ধমকী দিচ্ছে। খোদ রাজধানীর অন্যতম প্রাণকেন্দ্র মুহাম্মাদপুরে ওরা বিশাল মসজিদ (?) তৈরী করে নানা রকম অপতৎপরতা চালিয়ে যাচ্ছে। ওদের কর্মকাণ্ড দেখে আশংকা হচ্ছে সেদিন মনে হয় বেশী দূর নয়; যেদিন বাংলাদেশকেও পাকিস্তানের ন্যায় নির্মম ভাগ্য বরণ করতে হবে।

এরাই পাকিস্তানের জনসংখ্যার মাত্র ১০% হওয়া সত্বেও পার্শ্ববর্তী শিয়ারাষ্ট্র ইরান ও শিয়াদের পরীক্ষিত পুরানো বন্ধু ভারতের অর্থ-অস্ত্র সাহায্যপুষ্ট হয়ে একের পর এক হক্কানী উলামায়ে কিরামকে শহীদ করে চলেছে।

এই সব কাফেরদের হাতেই নির্মমভাবে শহীদ হয়েছেন: মাওলানা যিয়াউর রাহমান ফারূকী, মাওলানা হক্ব নাওয়ায ঝংগী, মাওলানা মুফতী ইউসুফ লুধিয়ানভী, মাওলানা আযম তারিক, মাওলানা হাবীবুল্লাহ মুখতার, হামদর্দের অন্যতম প্রতিষ্ঠাতা হাফেয হাকীম মুহাম্মাদ সাঈদ ছাহেব, আল্লামা মুফতী নিযামুদ্দীন শামযাঈ (রহ) সহ অসংখ্য সাহাবা প্রেমিক সাচ্চা মুসলমান।

ভাইয়েরা আমার!

তাই আসুন! আর কালবিলম্ব না করে, পারস্পরিক দুঃখজনক কাদা ছোঁড়াছুঁড়ি বন্ধ করে, ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, মহল্লায় মহল্লায়, গ্রামে গঞ্জে, শহরে শহরে আল্লাহ রাসূল সাহাবা ও কুরআন বিদ্বেষী এই শিয়া চক্র সম্পর্কে সাধারণ মানুষকে সচেতন করার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়ি। আল্লাহ পাকই আমাদের একমাত্র সহায়।

نَصۡرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَ فَتۡحٌ قَرِيۡبٌ وَبَشِّرِ الۡمُؤۡمِنِيۡنَ۔

বিশেষ দ্রষ্টব্য : শিয়াদের ব্যাপারে বিস্তারিত জানতে হলে দেখুন লেখকের অপর গ্রন্থ:- "শিয়া মতবাদ ইরানী বিপ্লব ও ইমাম(?) খোমিনী" (প্রকাশক)

ভ্রান্ত মতবাদ-৩

গণতন্ত্র সমাজতন্ত্র ও ইসলাম

نَحْمَدُه وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْقَالَ تَعَالٰى: اَلْيَوْمَ اَكْمَلْتُ لَكُمْ دِيْنَكُمْ وَاَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِيْ وَرَضِيْتُ لَكُمُ الاِسْلاَمَ دِيْنًا۔

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : تَرَكْتُ فِيْكُمْ أَمْرَيْنِ لَنْ تَضِلُّوْا مَا تَمَسَّكْتُمْ بِهِمَا كَتَابُ اللهِ وَسُنَّةُ رَسُوْلِه۔

আজকের জলসার মান্যবর সভাপতি! শ্রদ্ধেয় বিচারক পরিষদ! আর তারুণ্যদীপ্ত আমার সাথী ও বন্ধুরা!

মহান আব্বুল আলামীন আল্লাহ তাআলা কর্তৃক মনোনীত একমাত্র দ্বীন হল ইসলাম।

ইরশাদ হচ্ছে–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللهِ الْإِسْلَامُ۔

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট ইসলামই একমাত্র মনোনীত দ্বীন"। (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

অন্যত্র ইরশাদ হয়েছে ঃ

وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ۔

অর্থাৎ "যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মকে দ্বীন হিসেবে গ্রহণ করবে, তা কস্মিন কালেও গ্রহণযোগ্য হবে না এবং সে আখেরাতে ক্ষতিগ্রস্তদের মধ্যে গণ্য হবে"। (সূরা আলে ইমরান : ৮৫)

কিন্তু এতদসত্ত্বেও কালে কালে যুগে যুগে ইবলীসী শক্তি ও তাগুতীবাদীরা নিজেদের হীন উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার স্বার্থে জন্ম দিয়েছে অসংখ্য বাতিল ও মনগড়া মতবাদের। কালের গর্ভে যা এক সময় বিলীনও হয়ে গেছে; কিংবা নিক্ষিপ্ত হয়েছে ইতিহাসের আস্তাকুড়ে। এমনই দুটি বাতিল, কুফরী ও খোদাদ্রোহী মতবাদ হচ্ছে গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র।

এটাই আমাদের অদ্যকার আলোচ্য বিষয়।

সাথী ভাইয়েরা আমার!

আধুনিক গণতন্ত্রের মূল কথা হচ্ছেঃ Govt. of the people by the people for the people. অর্থাৎ, সরকার জনগণের মধ্য থেকে জনগণের দ্বারা জনগণের জন্য নির্বাচিত হবে, যার সারকথা হলঃ "জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস"!

অথচ মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক ঘোষণা করেছেনঃ

أَلَا لَهُ الْخَلْقُ وَالْأَمْرُ۔

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই সৃষ্টিও তাঁর (আল্লাহর), আর হুকুমও চলবে তাঁর"।

(সূরাতুল আরাফ : ৫৪)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

إِنِ الْحُكْمُ إِلَّا لِلّٰهِ۔

অর্থাৎ, "বিধান কেবলমাত্র আল্লাহরই"।

(সূরা ইউসুফ : ৪০, সূরা আল আনআম : ৫৭)

সুতরাং বুঝা গেল যে, গণতন্ত্র ইসলামের সাথে পূর্ণমাত্রায় সাংঘর্ষিক। কেননা গণতন্ত্রের মূল কথা হলঃ জনগণই সকল ক্ষমতার উৎস।

অথচ ইসলাম বলে যে, একমাত্র মহান আল্লাহ পাকই হলেন সকল ক্ষমতার উৎস।

কাজেই গণতন্ত্রের বুনিয়াদ হচ্ছে বস্তু ও মানুষের উপর, আর ইসলামের বুনিয়াদ হচ্ছে আল্লাহ পাকের ক্ষমতা ও তাঁর শক্তির উপর।

অনুরূপভাবে গণতন্ত্র বলে; আইন প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের জন্য মেজরিটি বা সংখ্যাগরিষ্ঠতা অপরিহার্য, অথচ ইসলাম বলছে, কুরআনে কারীম ঘোষণা করেছেঃ

وَإِنْ تُطِعْ أَكْثَرَ مَنْ فِي الْأَرْضِ يُضِلُّوكَ عَنْ سَبِيْلِ اللّٰهِ۔

অর্থাৎ, "যদি আপনি পৃথিবীর অধিকাংশ মানুষের মতানুসারে চলেন তবে তারা আপনাকে আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করে ছাড়বে"।

(সূরাতুল আনআম : ১১৬)

উপস্থিত সুধী!

এটি একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, পৃথিবীতে সর্বকালে সর্বযুগে ভালোর চেয়ে মন্দের সংখ্যাই থাকে বেশি, এই যেমন এখন সাড়ে ছয়শত কোটি মানুষের মধ্যে পাঁচশত কোটিই অমুসলিম; আর দেড়শত কোটি

মুসলমানের মধ্যে বে-নামাযী, সুদখোর-ঘুষখোর ইত্যাদি পাপে জড়িতদের বাদ দিলে খাঁটি মুসলমানের সংখ্যা আর কত হবে?

অনুরূপভাবে শিক্ষিত মানুষের তুলনায় অশিক্ষিত, জ্ঞানীর চেয়ে মূর্খ লোকের সংখ্যাই বেশি।

অতএব, যদি অধিকাংশ মানুষের রায় দ্বারা কোন সিদ্ধান্ত দেয়া হয় তাহলে তাতে নির্বোধ, অশিক্ষিত ও অযোগ্যদের মতই প্রাধান্য পাবে তা আর বলার অপেক্ষা রাখে না। আর এমন সিদ্ধান্তে ভুল থাকাটাই স্বাভাবিক। সারকথা এটাই যে, গণতন্ত্রে মাথা হিসাব করা হয়। এখানে একজন শাইখুল হাদীস ও সাধারণ অশিক্ষিত ভ্যানচালকের মতের মধ্যে কোন পার্থক্য নেই, একজন তত্ত্ব জ্ঞানী মুফতী বা মুফাসসির আর ঐ কদম আলী, নায়েব আলী যে নিজের নাম লিখতে গিয়ে ১০টি কলম ভাংগে এদের প্রত্যেকের রায় এখানে সমান!! সত্যিই বিচিত্র এর নিয়ম পদ্ধতি!!

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ!

আপনাদের অবগতির জন্য আমি গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থার সার কথা আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত ভাবে ক্রমিক নং দিয়ে তুলে ধরতে চাই।

এরপর এ মতবাদ সম্বন্ধে সিদ্ধান্ত নেয়ার দায়িত্ব থাকবে আপনাদেরই কাঁধে।

১। এ তন্ত্রটি মনুষ্য রচিত ক্ষণস্থায়ী মতবাদের উপর প্রতিষ্ঠিত, এ তন্ত্রের নীতি, আদর্শ, বিধি নিষেধের স্থায়িত্বের কোন নিশ্চয়তা নেই।

২। এ তন্ত্রটি ধর্ম নিরপেক্ষতার নামে ধর্মহীনতা তথা নাস্তিকতা এবং উচ্ছৃংখলতা, নৈতিক চরিত্রহীনতা, দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির প্রশ্রয় দেয়।

৩। এ তন্ত্রে বাকস্বাধীনতা, ব্যক্তিগত ধন দৌলত ভোগ ব্যবহারের এবং ব্যবসা-বাণিজ্য, কাজ কারবার ইত্যাদি স্বাধীনভাবে করার অধিকার দেয়া হলেও গরীব ও সহায় সম্বলহীন মানুষের মৌলিক প্রয়োজন মেটাবার অর্থাৎ, তাদের অন্ন-বস্ত্র-বাসস্থান, শিক্ষা-দীক্ষা, কর্ম সংস্থান, নিরাপত্তা ইত্যাদির ক্ষেত্রে প্রয়োজনীয়, সুপরিকল্পিত, স্থায়ী কোন ব্যবস্থা নেই।

৪। এ তন্ত্রে একমাত্র ভোটাধিকার ব্যতীত অন্য কোন ক্ষেত্রেই সমান অধিকার বা সাম্যের বালাই নেই। এতে জ্ঞানী-মূর্খ, শিক্ষিত-

অশিক্ষিত, সৎ-অসৎ, মাস্তান, টাউট, বাটপার, বদমাশ, দস্যু, তস্কর, চোর, ডাকাত, গুণ্ডা, সুদখোর, ঘুষখোর, মদখোর, ব্যভিচারী ইত্যাদি সহ সকল ধরনের নাগরিককে সমমানের একটি মাত্র ভোট দানের ব্যবস্থা করে সোনা-তামা একই দামে বিক্রির মত অবান্তর, হাস্যকর, অবাস্তব, ব্যবস্থা সৃষ্টি করা হয়েছে। সে ব্যাপারে আমি একটু পূর্বেই ইঙ্গিত দিয়েছি।

৫। এ তন্ত্রে দলীয় প্রাধান্য বা স্বেচ্ছাচারিতা, হিংসা-বিদ্বেষ, বিভেদ, বিশৃংখলা, সুদ-ঘুষ, মাদকতা, ব্যভিচার, অনাচার, অবিচার, জাল জোচ্চুরি, জবর দখল, অতি মুনাফা, ফটকাবাজী, পণ্যে ভেজাল, নারী নির্যাতন, অপসংস্কৃতি, মুক্তবাজার আগ্রাসন ইত্যাদি সামাজিক অভিশাপ হতে জনগণকে মুক্ত করার কোন সুচিন্তিত ব্যবস্থা নেই।

৬। যেহেতু গণতন্ত্র পুঁজিবাদের গর্ভজাত সন্তান; বিধায় পুঁজিপতিদের লাগামহীন, বল্গাহীন, সীমাহীন, নিয়ন্ত্রণহীন পুঁজি বৃদ্ধি, যথেচ্ছাভাবে উৎপাদন, গুদামজাত করণ, আপন খেয়াল খুশী মত মূল্য নির্ধারণ তথা সাধারণ জনগণকে নির্মমভাবে শোষণ ও নির্যাতনের বিরুদ্ধে কার্যকরী কোন ব্যবস্থা এ তন্ত্রে নেই।

৭। এ তন্ত্রে জমি-জমা, ধনদৌলত যথেচ্ছাভাবে অর্জন, জবরদখল, ভোগদখল, আত্মসাৎ, ইত্যাদি কর্মকাণ্ডে কোন বাধা বা নিষেধাজ্ঞা নেই।

৮। এ মতবাদে কোন বাছ বিচার নেই হালাল হারামে, জায়েয নাজায়েযে, ন্যায় অন্যায়ে, সত্য-মিথ্যায়।

৯। এ তন্ত্রে বাধ্যতামূলকভাবে সার্বজনীন শিক্ষার কোন সুব্যবস্থা নেই। যেমন সুব্যবস্থা নেই সুশিক্ষা দানের মাধ্যমে সৎ, নিষ্ঠাবান, দক্ষ ও আদর্শ চরিত্রের মানুষ গড়ার।

১০। এ তন্ত্রে শাসনব্যবস্থা জনগণের সহিত সম্পর্কবিহীন ব্যুরোক্রাট বা উচ্চপদস্থ সিভিল সারজেন্টদের খেয়াল খুশীর উপর নির্ভরশীল।

১১। এ তন্ত্রে গরীব লোকদের পক্ষে সহজলভ্য কোন বিচার ব্যবস্থা নেই।

১২। এ জঘন্য তন্ত্র গণতন্ত্র জনতার সেবা আর শাসনের নামে মুষ্টিমেয় লোকের হাতে রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা তুলে দিয়ে তাদেরকে যথেচ্ছভাবে স্বার্থোদ্ধারের সুযোগ দিয়ে থাকে।

মুহতারাম হাযিরীন!

এই হল গণতান্ত্রিক শাসনব্যবস্থার হালহাকীকত ও সার সংক্ষেপ। এবার আসুন! আমরা সমাজতন্ত্রের হালহাকীকত সম্বন্ধেও সংক্ষিপ্ত কিছু আলোকপাত করি।

১। সমাজতন্ত্রের ভিত্তিই স্থাপিত হয়েছে আল্লাহ তাআলার অস্তিত্বকে অস্বীকার করার উপর।

সমাজতন্ত্রের প্রতিষ্ঠাতা কার্ল মার্কস ও এর ব্যাখ্যাদাতা লেলিনের চিন্তাধারার সারমর্মই হল : নিখিল বিশ্ব জড়পদার্থের পারস্পরিক সংঘর্ষের ফলে নিজে নিজেই সৃষ্টি হয়েছে!!

২। মনুষ্যরচিত এ তন্ত্রে নারীকে (যারা সৃষ্টিগতভাবেই দুর্বল কোমল ও নাযুক;) দেশের জন্য কলকারখানায় বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতেই হবে।

৩। এ তন্ত্র মতে মানুষের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করবে সরকার বা রাষ্ট্রীয় প্রশাসন। ব্যক্তির ইচ্ছা, অনিচ্ছা, পছন্দ অপছন্দের কোন মূল্যায়ন এ তন্ত্রে নেই।

৪। এই তন্ত্র বলে : মানব ইন্দ্রীয় বহির্ভূত যা কিছু আছে সবই অসত্য ও মিথ্যা।

৫। এই তন্ত্র মতে : মানুষের ব্যক্তিস্বাধীনতার বিলকুল কোন গ্রহণযোগ্যতা নেই। এটা মানুষের মৌলিক অধিকার বলেও বিবেচিত নয়।

৬। সমাজতন্ত্র নামক এ বাতিল তন্ত্রটির দাবী হচ্ছে : জীবন যৌবন মানেই অর্থনীতি, অর্থনীতিহীন জীবন পাইলটহীন বিমানের মত।

৭। এই জঘন্য তন্ত্রটি বলেঃ আল্লাহ বলতে কিছু নেই! বরং দিন রাতের আবর্তন-বিবর্তন, মৌসুম পরিবর্তন, মানুষের উত্থান-পতন, সাগরের জোয়ার-ভাটা ইত্যাদি সব কিছু হল প্রকৃতির লীলাখেলা। এর পিছনে কোন সৃষ্টিকর্তার হাত নেই!! (নাউযুবিল্লাহ)

৮। অর্থনৈতিক পশ্চাদপদতা, রাজনৈতিক নিপীড়ন, একদলীয় শাসন, আত্মিক ও নৈতিক মূল্যবোধের ধ্বংস সাধন, এই তন্ত্রের বিশেষ বৈশিষ্ট্য।

৯। ধর্মের বিরুদ্ধে অযৌক্তিক সংগ্রাম, কুৎসা রটনা, মানুষের মৌলিক প্রয়োজন পূরণে অমার্জনীয় ব্যর্থতা, বাক ও চিন্তার স্বাধীনতা হরণ হচ্ছে এ তন্ত্রের বাস্তব ফসল।

১০। ইসলামের বিভিন্ন রোকন, যথা নামায-রোযা, হজ্ব ও অন্যান্য ইবাদাত যেমন : হজরে আসওয়াদ চুম্বন, বাইতুল্লাহ শরীফের তাওয়াফ, ইহরামের হালত, শয়তানকে কংকর নিক্ষেপ, আল্লাহ পাকের নামে পশু কুরবানী করণ, সর্বোপরি দেশ ও জাতির কর্ণধার, ওয়ারিসীনে আম্বিয়া, পরম শ্রদ্ধাভাজন উলামায়ে কিরাম, মুফতীয়ানে ইযাম, হক্কানী পীর মাশায়িখ, মাদরাসা, মসজিদ, খানকাহ, তাবলীগী মারকায, ফতোয়া, ফারায়েয, বিবাহ, তালাক, পর্দার বিধান ইত্যাদি বিষয়ে ঠাট্টা বিদ্রূপ করা হচ্ছে এ তন্ত্রের অন্যতম প্রধান মিশন।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আলোচনার এ পর্যায়ে আসুন আমরা ইসলামী শাসন ব্যবস্থার সারসংক্ষেপ নিয়ে সংক্ষিপ্ত পর্যালোচনা করি।

১। ইসলামী রাষ্ট্রনীতি ও আদর্শের মূল ভিত্তি হচ্ছে আল্লাহ পাকের একত্ববাদ।

এর নীতি আদর্শ কোন মানুষের কল্পনাপ্রসূত মতবাদ নয়। বরং এর সবকিছুই মহান আল্লাহ পাক কর্তৃক প্রদত্ত।

২। ইসলামী রাষ্ট্রের ও শাসনব্যবস্থার মূলনীতি-আদর্শ অপরিবর্তনীয়, গণতান্ত্রিক নীতি আদর্শের মত এতে পরিবর্তন বা পরিবর্ধনের ক্ষমতা কারো নেই।

৩। ইসলামী জীবন ব্যবস্থার প্রতিটি ক্ষেত্রেই রয়েছে সাম্য ও সামঞ্জস্য, সকল শ্রেণীর মানুষের কল্যাণসাধন, স্বচ্ছলতা বিধান, সুখ শান্তি শৃংখলা ও নিরাপত্তা প্রতিষ্ঠা ইসলামী রাষ্ট্রের বা ইসলামী জীবন ব্যবস্থার গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।

৪। ইসলামী রাষ্ট্রে নির্বাচন ব্যবস্থা সকল প্রকার দুর্নীতি ও কলুষতা মুক্ত। কোন প্রকার ভোট কারচুপি, জালভোট, অপাত্রে-কুপাত্রে ভোট প্রদান ইসলামী বিধানানুসারে মহা অপরাধ।

৫। ইসলামী জীবন ব্যবস্থায় গরীব, দুঃখী, সহায় সম্বলহীন নাগরিকদেরকে স্বচ্ছল ও প্রতিষ্ঠিত করার জন্য এবং স্বেচ্ছাচারী ধনীদেরকে নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য প্রয়োজনীয় সকল বিধি ব্যবস্থা রাখা হয়েছে।

৬। ইসলামী সমাজ ব্যবস্থা কঠোর হস্তে সকল প্রকার দুর্নীতি, অন্যায় ও অসামাজিক কর্মকাণ্ড তথা চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই, হাইজ্যাক, ধর্ষণ, ব্যভিচার, হত্যা, গুম, ইত্যাদির অবসান ঘটিয়ে জনজীবনে যথাযথ শান্তি ও নিরাপত্তা বিধানে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

৭। ইসলামী রাষ্ট্রে ন্যায় নিষ্ঠার সাথে ব্যবসা বাণিজ্য পরিচালনা, স্বল্প মূল্যে জনগণকে তাদের প্রয়োজনীয় দ্রব্য সামগ্রী সরবরাহ করা এবং দ্রব্যমূল্যে স্থিতিশীলতা রক্ষা করার কার্যকরী সুব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে।

৮। ইসলামী রাষ্ট্রে ধনী-দরিদ্র, নারী-পুরুষ তথা সকল বয়সের সকল শ্রেণীর সকল পেশার মানুষের জন্য প্রয়োজনীয় ইসলামী শিক্ষা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে।

৯। ইসলামী রাষ্ট্রের সরকারী কর্মকর্তা, কর্মচারী, আইন সভার সদস্য, বিচারক প্রমুখ সকলেই জনগণের একনিষ্ঠ সেবক। জনগণের উপর অন্যায় প্রভুত্ব, দাম্ভিকতাপূর্ণ কর্তৃত্ব বা নেতৃত্ব প্রয়োগের অধিকার ইসলাম তাদেরকে দেয়নি।

১০।ইসলামী জীবন ব্যবস্থা পরিচালিত হয় পবিত্র কুরআন ও সুন্নাহ বা মহান আল্লাহর হুকুম ও তাঁর প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর তরীকা অনুসারে।

অতএব, ইসলামী রাষ্ট্রে কুরআন-সুন্নাহর অবমাননা অথবা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী সকল প্রকার কর্মকাণ্ড যথা মদ্যপান, জুয়া, হাউজি, লটারী, ব্যভিচার, অপব্যয়-অপচয়, সুদ-ঘুষ, অপসংস্কৃতি যেমন নাচ-গান, বাদ্যযন্ত্র, টিভি, ভিসি আর, ডিশ চ্যানেল, ও ব্লু-ফিল্ম ইত্যাদি কঠোর ভাবে নিষিদ্ধ বরং দণ্ডনীয় অপরাধ।

ইলমে দ্বীনের প্রদীপ্ত মশালবাহী সাথীরা আমার!

এতক্ষণকার আলোচনা-পর্যালোচনার দ্বারা আশা করি আপনাদের সামনে পরিষ্কার হয়ে গেছে: গণতন্ত্র বা সমাজতন্ত্রের হাকীকত কি? আর ইসলামী জীবন ব্যবস্থার রূপরেখাই বা কেমন?

মূলতঃ আজকে সারা বিশ্বের অশান্তি-অস্থিরতা, মারামারি হানাহানি-কাটাকাটি, ফেতনা, ফ্যাসাদ, অনাচার, অবিচার, ব্যভিচার আর পাপাচার ইত্যাদি সমস্ত মানবতা বিরোধী কর্মকাণ্ডের জন্য মনুষ্য রচিত জীবন ব্যবস্থা (?) তথা প্রচলিত গণতন্ত্র ও সমাজতন্ত্র দায়ী। এতে সন্দেহ বা সংশয়ের কোন অবকাশ নেই।

কাজেই আসুন! আজকের অশান্ত বসুন্ধরায় শান্তির ফল্গুধারা প্রবাহিত করার জন্য, ইনসানিয়্যাত এর হক্ব তথা সত্যিকার অর্থে মানবাধিকার প্রতিষ্ঠা করার জন্য দেশ ও রাষ্ট্রে শান্তি-শৃংখলা, সুখ ও নিরাপত্তা বিধান করার নিমিত্ত আমরা মহান আল্লাহ প্রদত্ত, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক নির্দেশিত জীবন ব্যবস্থা, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ জীবন ব্যবস্থা তথা ইসলামী জীবন ব্যবস্থা আমাদের ব্যক্তিগত জীবন থেকে শুরু করে পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, রাষ্ট্রীয় জীবন ও আন্তর্জাতিক জীবন; এক কথায় জীবনের প্রতিটি বাঁকে বাঁকে, যিন্দেগীর প্রতিটি ধাপে ধাপে প্রতিষ্ঠা করি।

মহান আল্লাহ আমাদের সহায় হোন। আমীন।

ভ্রান্ত মতবাদ-৪

সমাজতন্ত্র বনাম ইসলাম

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِيْنَ مُحَمَّدٍ وَّعَلٰى اٰلِهٖ وَ أَصْحَابِهٖ أَجْمَعِيْنَ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى فِيْ كَلَامِهِ الْمَجِيْدِ:

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰه الْإِسْلَامُ ـ

وَ أَيْضًا قَالَ تَعَالٰى: وَمَنْ يَّبْتَغِ غَيْرَ الْاِسْلَامِ دِيْنًا فَلَنْ يُّقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْاٰخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ ـ

উপস্থিত মাননীয় সভাপতি! পরম শ্রদ্ধেয় শিক্ষকমণ্ডলী! বিদগ্ধ উপস্থাপক ও সংগ্রামী সাথী ভাইয়েরা!

হক্ব ও বাতিলের দ্বন্দ্ব সংঘাতের মাধ্যমেই যুগ যুগ ধরে চলে আসছে এ পৃথিবী। শয়তান ও শয়তানিয়্যাত সর্বদাই চেয়েছে সত্যের আওয়াযকে স্তব্ধ করে দিতে।

কিন্তু মহান রাব্বুল আলামীন হক্বকেই করেছেন বিজয়ী, বাতিলকে করেছেন পরাজিত ও পরাভূত। পৃথিবীর ইতিহাস হক্বের জয়ী হওয়ার ইতিহাস। পৃথিবীর ইতিহাস বাতিলের পরাজিত হওয়ার ইতিহাস।

যুগে যুগে বাতিল এসেছে নানা রংয়ে, নানা ঢংয়ে, কিন্তু কালের আবর্তনে যুগের বিবর্তনে বিদায় নিয়েছে একের পর এক বাতিল ও কুফরী মতবাদ। আর শত দমন-পীড়ন, জুলুম ও শোষণ আর মত্ত প্রভঞ্জন সত্ত্বেও সুদীর্ঘ দেড় হাজার বছর ধরে সগর্বে টিকে আছে মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট একমাত্র মনোনীত ধর্ম, মতবাদ ও জীবন বিধান দ্বীনে ইসলাম। তাইতো ইরশাদ হয়েছে–

إِنَّ الدِّيْنَ عِنْدَ اللّٰهِ الْإِسْلَامُ ـ

অর্থাৎ, "মহান রাব্বুল আলামীনের নিকট একমাত্র মনোনীত দ্বীন হচ্ছে দ্বীনে ইসলাম।" (সূরা আলে ইমরান : ১৯)

আর তাইতো মাত্র ৭৩ বছর বয়সে চির বিদায় নিয়েছে মানব রচিত বাতিল মতবাদ "সমাজতন্ত্র"।

এতো সেই সমাজতন্ত্র, যা অমিত তেজে, প্রচণ্ড বিক্রমে, দুরন্ত গতিতে, দুর্ধর্ষ বেগে একের পর এক জনপদে তোলপাড় তুলেছিল।

এতা সেই সেই সমাজতন্ত্র, যা একটির পর একটি দেশ কে তার অক্টোপাসী বাঁধনে বেঁধেছিল।

এই সেই কুখ্যাত তন্ত্র, যার হিংস্র থাবায় ক্ষত বিক্ষত হয়েছে হাজারো লাখো বনী আদম।

এটাই সে ঘৃণ্য মতবাদ, যা তছনছ করে দিয়েছিল একটি জাতির ইতিহাস-ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও কালচারকে।

এটাই সে গণধিকৃত তন্ত্র, যা মিসমার করে দিয়েছিল হাজার হাজার মাদরাসা-মসজিদ ও অন্যান্য ধর্মীয় উপাসনালয়।

এই সেই অভিশপ্ত মতবাদ, যা এক সময় প্রচণ্ড আঘাত হেনেছিল ধর্মের উপর, ধর্মপ্রাণ মানুষের উপর।

এই সেই নিন্দিত ও প্রত্যাখ্যাত মতবাদ, যা তথাকথিত বিপ্লবের আগুন জ্বালিয়ে দিয়েছিল এশিয়া-ইউরোপ, আফ্রিকা-আমেরিকায়, মনে হয় যেন কাঁপন ধরিয়ে দিয়েছিল সারা দুনিয়ায়।

সেই মহাপ্রতাপশালী বাতিল মতবাদটির কবর রচিত হয়েছে খোদ তার জন্মভূমি, সূতিকাগার সাবেক সোভিয়েত ইউনিয়নে। ফলশ্রুতিতে ভেঙ্গে খান খান হয়ে গেছে এককালীন সুপার পাওয়ার ও ন্যাশনাল হিরো রাশিয়া। অভ্যুদয় ঘটেছে চৌদ্দটি স্বাধীন রাষ্ট্রের, যার অধিকাংশই মুসলমান।

শুধু তাই নয়, মহান আল্লাহ আকাশে তুলে সজোরে আছড়ে ফেলেছেন এই তথাকথিত তন্ত্রটিকে। যদ্দরুন এক সময় যে সমাজতান্ত্রিক রাষ্ট্র রাশিয়া সারা পৃথিবীর উপর ছড়ি ঘুরাত আজ তারাই ভিক্ষার ঝুড়ি নিয়ে দেশে দেশে ফিরছে। তাদের অর্থনীতি সম্পূর্ণ ধ্বংস হয়ে গেছে। রাশিয়ার সর্বশেষ সমাজতন্ত্রবাদী প্রেসিডেন্ট মিখাইল গর্বাচেভ নিজেই স্বতন্ত্র বই লিখে সমাজতন্ত্রের অসারতার স্বীকৃতি দিতে বাধ্য হয়েছেন।

আসলে আল্লাহ পাক নিরস্ত্র আফগান মুজাহিদদের হাতে রাশিয়াকে এমন কুকুর পেটা দিয়েছেন যে, তারা নাকে খত দিয়ে আফগানিস্তান

ত্যাগে বাধ্য হয়। মূলত আফগানিস্তানের উপর অন্যায় আগ্রাসনই রাশিয়ার বারোটা বাজিয়ে দিয়েছে।

যেমন বর্তমানে আমেরিকা আফগানিস্তান এর পবিত্র ভূমিতে ঘাঁটি গেড়ে নিজেই নিজের ধ্বংসের বীজ বপন করেছে। এখন আমেরিকার পতন শুধু সময়ের ব্যাপার মাত্র ইনশাআল্লাহ।

ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশী দূরে নয়, যেদিন আমেরিকার ৫৪ টি রাজ্য পরিণত হবে ৫৪ টি ইসলামী রাষ্ট্রে। যেদিন ওয়াশিংটনের হোয়াইট হাউসে পতপত করে উড়বে ইসলামের সবুজ হেলালী নিশান।

সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী!

আমি আবার আমার মূল আলোচনায় ফিরে আসছি। এখনও লাজ লজ্জাবিহীন কিছু সংখ্যক তথাকথিত বুদ্ধিজীবী যারা মহল বিশেষের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে জীবন ধারণ করছে, এ দেশের সহজ সরল মুসলিম যুবকদেরকে বিভ্রান্ত করার জন্য বলে বেড়ায় : "ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের কোন সংঘাত নেই"!

এই সব নাস্তিক কম্যুনিস্ট আঁতেলদের খপ্পরে পড়ে অনেক মুসলমানও বিভ্রান্ত হচ্ছে। অথচ বাস্তবিক পক্ষে ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ, বাহ্যগত ও মর্মগত আকাশ পাতাল ব্যবধান রয়েছে।

তাইতো আমরা দেখতে পাই, ইসলাম বলেঃ নারীর দায়িত্ব হল সন্তান প্রতিপালন, স্বামীর সেবা ইত্যাদি। কলুর বলদের মত কলকারখানায় হাড়ভাঙা খাটুনী করা তাঁর কাজও নয় দায়িত্বও নয়।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র বলেঃ একজন নারীকে দেশের জন্য কারখানায় বাধ্যতামূলক ভাবে কাজ করতেই হবে!

ইসলাম বলে : একজন মানুষ স্বেচ্ছায় আপন কর্মক্ষেত্র নির্ধারণের সুযোগ পায়।

কিন্তু সমাজতন্ত্র বলে : মানুষের কর্মক্ষেত্র নির্ধারণ করবে সরকার। ব্যক্তির ইচ্ছা-অনিচ্ছা, পসন্দ-অপসন্দের এ ক্ষেত্রে কোনই দখল নেই!

ইসলাম বলেঃ ইন্দ্রীয় জ্ঞানের বহির্ভূত হলেই তাকে মিথ্যা বলা যাবে না যেমনঃ ওহী, ইলহাম, কাশফ ইত্যাদি।

কিন্তু সমাজতন্ত্র বলে : ইন্দ্রীয় বহির্ভূত যা হবে সবই অসত্য, মিথ্যা!

ইসলাম বলেঃ ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকার, এর অবশ্যই মূল্য রয়েছে।

আর সমাজতন্ত্র বলে : ব্যক্তি স্বাধীনতা মানুষের মৌলিক অধিকারের আওতায় পড়ে না, এর কোন মূল্য নেই।

ইসলাম বলে : জীবন মানেই অর্থনীতি নয় বরং এটা জীবন নামক ট্রেনের লাইন মাত্র। অর্থাৎ, এটা জীবন চলার উপলক্ষ বা মাধ্যম।

কিন্তু সমাজতন্ত্র বলে : আমাদের জীবন যৌবন মানেই অর্থনীতি, অর্থনীতিহীন জীবন পাইলটহীন বিমানের মত।

উপস্থিত শ্রোতাবৃন্দ!

এখন এ কথা সম্পূর্ণ রূপে পরিষ্কার হয়ে গেল যে, মহান আল্লাহ কর্তৃক প্রদত্ত জীবন বিধান ইসলাম ও মনুষ্য রচিত বাতিল মতবাদ সমাজতন্ত্রের মধ্যে যোজন যোজন ব্যবধান রয়েছে। সুতরাং যারা এ কথা বলে বেড়ায় যে, ইসলামের সাথে সমাজতন্ত্রের কোন সংঘাত নেই! তারা নিংসন্দেহে বোকার স্বর্গে বসবাস করছে। নতুবা বিশেষ উদ্দেশ্যে বুঝেও না বুঝার ভান ধরে বিগ বসদের মনোরঞ্জন করে চলেছে।

সবচেয়ে বড় পার্থক্য তো এটাই যে, ইসলাম বলেঃ মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক সব কিছুর স্রষ্টা ও মালিক, তাঁর নির্দেশেই সব কিছু হয়। আমাদের জন্ম-মৃত্যু, সুখ-দুঃখ, আনন্দ-বেদনা, সুস্থতা-অসুস্থতা ইত্যাদি, রাত-দিনের আগমন নির্গমন, শীত-গ্রীষ্মের পরিবর্তন পরিবর্ধন, মৌসুমের পালাবদল, তথা সকল বস্তুর আবর্তন-বিবর্তন মহান আল্লাহর ইচ্ছাধীন।

পক্ষান্তরে সমাজতন্ত্র বলছে : আল্লাহ বলতে কিছু নেই। (নাউযুবিল্লাহ) বরং যা কিছু হয় তার সব হল প্রকৃতির লীলাখেলা-রহস্য। এগুলো আপনা আপনিই হয় স্বাভাবিক নিয়মে!

শুধু কি তাই? এবার শুনুন! সমাজতন্ত্রীদের সেই বিখ্যাত ও জঘন্য উক্তিঃ "আমরা যেমনিভাবে পৃথিবীর রাজাদেরকে সিংহাসন থেকে নিচে ফেলে দিয়েছি, তেমনিভাবে আসমানের বাদশাকেও আরশ থেকে নীচে ফেলে দিয়েছি"। (লা হাওলা ওয়ালা কুওওয়াতা ইল্লা বিল্লাহ)।

অস্ট্রিয়ার বিখ্যাত নওমুসলিম পর্যটক মুহাম্মাদ আসাদ তাঁর সাড়া জাগানো গ্রন্থ "দি রোড টু মক্কায়" স্বচক্ষে দেখা অভিজ্ঞতার বর্ণনা (ইসলামিক ফাউণ্ডেশন "মক্কার পথে" নামে যা বাংলায় অনুবাদ করে প্রকাশ করেছে) দিয়ে লিখেন: সোভিয়েত ইউনিয়নে রাষ্ট্রীয় ভাবে বড় বড় পোষ্টার ছেপে স্টেশন, সড়ক ও টার্মিনালে লটকিয়ে রাখা হয়েছে। যার মধ্যে চিত্রাকারে দেখানো হয়েছে যে, একজন সাদা দাড়ি বিশিষ্ট আবা পরিহিত ব্যক্তি মেঘাচ্ছন্ন আসমান থেকে নীচে নেমে আসছেন এবং শ্রমিকদের ইউনিফর্ম পরিহিত কিছু যুবক খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে তাকে নীচে অবতরণ করাচ্ছে আর ছবির নীচে বড় বড় অক্ষরে লেখা: সোভিয়েত ইউনিয়নের শ্রমিকগণ এমনিভাবে আল্লাহকে আরশ থেকে নীচে নিক্ষেপ করেছে! নাউযুবিল্লাহ।

দামাল কামাল সাথীরা আমার!

ইসলামের ইতিহাস উদারতার ইতিহাস। পক্ষান্তরে কম্যুনিজম বা সমাজতন্ত্রের ইতিহাস হল জুলুমের ইতিহাস, সমাজতন্ত্রের ইতিহাস বর্বরতার ইতিহাস।

তাইতো তদানীন্তন সমাজতান্ত্রিক রাশিয়ায় এই সমাজতন্ত্রের ধ্বজাধারীরা তাদের স্বপ্নের সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য মাটির সাথে গুঁড়িয়ে দিয়েছে ৩১ হাজার মসজিদ। ২৫ হাজার দ্বীনী মাদরাসা। শহীদ করেছে ৫০ হাজার শীর্ষস্থানীয় আলেমকে!

স্বয়ং স্ট্যালিন মাল্টার কনফারেন্সে ঘোষণা করেছিল : দ্বিতীয় মহাযুদ্ধেও আমাদের এত লোক খতম হয়নি; যত লোক জমিনের মালিক বা ভূ-স্বামীদের উপর সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে খতম হয়েছে।

শুধু এই সমাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠার জন্য গণচীনে নির্মম ভাবে হত্যা করা হয়েছে দেড় কোটি ছাত্র জনতা ও সাধারণ মানুষকে। এই সমাজতন্ত্রের স্বার্থেই শহীদ হতে হয়েছে আফগানিস্তানে আমার ষোল লক্ষ নিরীহ মুসলমান ভাইকে।

মোটকথা : সমাজতন্ত্র ইসলামের অনুকূল কোন মতবাদ নয় বরং ইসলামই হল তাদের প্রধান চক্ষুশূল, বড় অন্তরায়। পৃথিবীর বুক থেকে ইসলামকে চিরতরে মিটিয়ে দেয়ার জন্য কার্ল মার্কস ও লেলিন প্রমুখ ইয়াহুদী সন্তানেরা সমাজতন্ত্রের জন্ম দিয়েছিল।

তবে আল্লাহর পাকের অশেষ শোকর যে, তিনি পৌনে এক শতক পার হওয়ার পূর্বেই, আমাদেরই চোখের সামনে এ জঘন্য মানবতা বিধ্বংসী মতবাদটিকে এর অনুসারীদের হাতেই কবরস্থ করে দিয়েছেন। তাইতো সর্বস্তরে জন সাধারণের তীব্র ঘৃণা আর নিন্দার স্রোতে ভাসমান খড়-কুটায় পরিণত হয়েছে এই বর্বর তন্ত্র সমাজতন্ত্র যা মূলত: পশুতন্ত্র।

ফলশ্রুতিতে আজ বাধ্য হয়ে ঐ সমাজতন্ত্রীরা পুঁজিবাদীদের লেজুড়বৃত্তিতে লিপ্ত হয়েছে। যাদেরকে তারা এক সময় মানবতার দুশমন আখ্যায়িত করত। একেই বলে সুবিধাবাদ জিন্দাবাদ।

অরুণ তরুণ সাথীরা আমার!

আজ এই সমাজতন্ত্রের পতন হওয়া সত্ত্বেও কিছু কিছু মানুষ এখনও এই পুরানো আফিমের অপবিত্র নেশা ছাড়তে পারছে না।

কথায় বলে "কয়লা ধুইলে ময়লা যায় না।" তাইতো দেখা যায় এসব মুষ্টিমেয় স্বঘোষিত নাস্তিকগোষ্ঠী এখনও অদৃশ্য খুঁটির জোরে তার স্বরে ইসলাম, মাদরাসা, মসজিদ ও আলেম উলামাদের নিয়ে যাচ্ছেতাই মন্তব্য ও লেখালেখি করার দুঃসাহস দেখাচ্ছে।

যারা এসব লেখালেখিতে লিপ্ত দেশের জনগণ তাদেরকে চিনে। ধর্মপ্রাণ জন সাধারণের ধৈর্যের বাঁধ ভেংগে গেলে ওরা তিলে তিলে টের পাবে কত ধানে কত চাল।

তারুণ্যদীপ্ত টগবগে নবীন সাথীরা!

সুতরাং আর বসে থাকার সময় নেই। আজ সময় এসেছে এসব নাস্তিক মুরতাদদেরকে দাঁতভাঙ্গা উচিৎ জবাব দেয়ার।

কেননা যে যুগে বাতিলের হামলা যে ভাবে আসবে সে যুগে ঠিক সেভাবেই বাতিলের মুকাবিলা করা হল সবচেয়ে বড় জিহাদ।

এই বক্তৃতার জিহাদে, কলমের জিহাদে শরীক হওয়ার জন্য আমি সম্পূর্ণরূপে প্রস্তুত, আপনাদেরকেও প্রস্তুত থাকার জন্য আমি উদাত্ত আহবান জানাচ্ছি।

মহান আল্লাহ আমাদেরকে কবূল করুন। আজকের এ সেমিনারকে কবূল করুন। সারা দুনিয়ায় ইসলামী খিলাফত প্রতিষ্ঠা করে দিন। আমীন।

ভ্রান্ত মতবাদ- ৫

খ্রীস্টান মিশনারীগুলোর অপতৎপরতা ও আমাদের করণীয়

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَ سَلَّمَ

أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ عَزَّ وَ جَلَّ وَهُوَ أَصْدَقُ الْقَائِلِيْنَ: وَمَنْ أَصْدَقُ مِنَ اللّٰهِ قِيْلًا.

وَلَنْ تَرْضٰى عَنْكَ الْيَهُوْدُ وَلَا النَّصَارٰى حَتّٰى تَتَّبِعَ مِلَّتَهُمْ -

জ্ঞানের আকর মহাত্মন সভাপতি! বিদগ্ধ বিচারক পরিষদ! ও নবীন প্রবীণ-ছোট বড় ছাত্র ভাইয়েরা আমার!

আজ আমাকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে এমন এক চরম মুহূর্তে, সমগ্র বিশ্বের উম্মাতে মুহাম্মাদী যখন নির্যাতন নিপীড়নের স্টীম রোলারে নিষ্পেষিত, যখন ইসলামী রাষ্ট্রগুলোর খেয়ালী রাজন্যবর্গ তাদের ইয়াহুদী খ্রীস্টান প্রভুদের তাবেদারী ও গোলামীতে আত্মবিস্তৃত। যখন বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ, ৮৫% মুসলমানের দেশ, হযরত শাহজালাল, শাহমাখদূম, শাহ পরান, ও খানজাহান আলী রহ. প্রমুখ বুযুর্গানে দ্বীনের পদস্পর্শে ধন্য এ দেশ, শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা পাখিডাকা ছায়াঢাকা সোনার বাংলাদেশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানীর নতুন সংস্করণ N.G.O বা খ্রীস্টান মিশনারীচক্রের ভয়ংকর যড়যন্ত্রের বেড়াজালে কঠিনভাবে আবদ্ধ।

সাথীরা আমার!

আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন যে, ১৬শ খ্রীস্টাব্দে দিল্লীর সম্রাট জাহাঙ্গীরের কাছ থেকে স্যার টমাস রো নামক জনৈক পাদ্রী সামান্য করবিহীন ভূমি চেয়ে নিয়ে আস্তানা গেড়ে বসে ভারতে। আর এরই মাধ্যমে ইংরেজদের ভিত্তি স্থাপিত হয় এ দেশে।

এরপর শুরু হয় তাদের জোর প্রচারণা। তারও পরের ইতিহাস বড়ই বেদনাদায়ক, বড়ই মর্মন্তুদ। যার সারসংক্ষেপ হল: ওরা দখল করে ক্ষমতা, শহীদ করে লাখ লাখ আলেমে দ্বীনকে, জ্বালিয়ে পুড়িয়ে ছারখার

করে দেয় হাজার হাজার মাদরাসা মসজিদ। প্রতিষ্ঠা করে এর পরিবর্তে মিশনারী স্কুল ও চার্চ।

এমনিভাবে ছলে বলে কলে কৌশলে তারা শাসন চালায় এ উপমহাদেশে টানা ১৯০ বছর।

কিন্তু সর্বস্তরের সাধারণ মানুষ ও উলামায়ে কিরামের তীব্র আন্দোলনের দরূন এক সময় তারা লেজ গুটাতে বাধ্য হয়। তারপর ১৯৪৭ সালে অভ্যুদয় ঘটে ভারত ও পাকিস্তানের। আবার ১৯৭১ সালে পশ্চিম পাকিস্তান থেকে পৃথক হয়ে জন্মলাভ করে স্বাধীন দেশ বাংলাদেশ।

তবে দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, ইংরেজরা চলে গেলেও তাদের মিশনারী অপতৎপরতা থাকে অব্যাহত।

সেবার নামে সাহায্যের ছদ্মাবরণে বিভিন্ন অপকৌশলেও তারা চালাতে থাকে ওদের ঘৃণ্য মিশন। আর যেখানেই দেখতে পায় মুসলমানদের দুর্বলতা, সেখানেই ফেলতে থাকে তাদের ষড়যন্ত্রের কুটিল জাল।

সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ!

আসলে সেবা হল ঐসব খ্রীস্টান মিশনারীদের মুখোশ ও আবরণ, তাদের মূল লক্ষ্য ভিন্ন ও সুদূর প্রসারী এবং সেটা আমাদের মুসলিম জাতিসত্তার জন্য অবশ্যই হুমকি স্বরূপ।

ওদের প্রাথমিক লক্ষ্যই হচ্ছে ভারত ও বাংলাদেশে খ্রীস্টান সংখ্যা দ্রুত বৃদ্ধি করা এবং সেই সাথে তাদের প্রতি সহানভূতিসম্পন্ন এক বিশাল জনগোষ্ঠী তৈরী করা, যাতে করে তারা তাদের চূড়ান্ত লক্ষ্য অর্থাৎ, খ্রীস্টরাজ্য প্রতিষ্ঠা করতে পারে এবং মধ্যপ্রাচ্যে যেরকমভাবে মুসলমানদের গোদের উপর বিষফোড়ার ন্যায় ইয়াহুদী রাষ্ট্র সন্ত্রাসী ইসরাঈলকে বসিয়ে দিয়েছে, ঠিক তেমনি ভাবে উপমহাদেশের ধর্মপ্রাণ জনগোষ্ঠীর উপরে খ্রীস্টরাজ্য চাপিয়ে দিতে পারে। আর মূলতঃ এ অশুভ উদ্দেশ্যেই এ এনজিওগুলো কোমর বেঁধে কাজ করছে। তাইতো নোবেলপ্রাইজ প্রাপ্ত প্রখ্যাত খ্রীস্টান মিশনারী নেত্রী মাদার তেরেসা বলেছিল : "আমরা ২০৫০ সালের মধ্যেই বাংলাদেশকে খ্রীস্টান রাজ্য বানাবো"।

সংগ্রামী সাথীরা আমার!

১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পঙ্গপালের মত ঝাঁকে ঝাঁকে আসতে থাকে এ সমস্ত বিদেশী মিশনারী সংস্থাগুলো। ছড়িয়ে পড়ে সারা দেশে, বিস্তৃত হয় ওদের নেটওয়ার্ক মাকড়সার জালের মত, তৎপর হয় ওরা পুরো দেশের আনাচে কানাচে শহরে বন্দরে নগরে কন্দরে ও দুর্গম পার্বত্য এলাকায়।

যে দিনাজপুরের পল্লী অঞ্চলে এক সময় গরুর গাড়ী ব্যতীত অন্য কোন যানবাহন চলাচল করত না; সেখানেও দেখা যায় এখন তাদের ক্রুশ আঁকা গীর্জা। দেখা যায় তাদের হাসপাতাল ও ক্লিনিক। ঠিক একই দৃশ্য পরিলক্ষিত হয় সীমান্তবর্তী, দুর্গম পাহাড়ী বিশেষতঃ দরিদ্র অঞ্চলগুলোতে।

ভাবলেও গা শিউরে উঠে, যে বাংলাদেশে (তদানীন্তন বাঙ্গাল অঞ্চল) ১৯৪১ সালে খ্রীস্টানদের সংখ্যা ছিল মাত্র ৫০ হাজার, ১৯৭১ সালে ছিল (মুক্তিসংগ্রাম এর পূর্বে) ২ লাখ, ১৯৮৩ সানে ছিল ৩ লাখ, সে বাংলাদেশেই আজ ৮০ লক্ষাধিক খ্রীস্টান বসবাস করছে, যাদের অধিকাংশই হিন্দু বা ইসলাম ধর্ম হতে ধর্মান্তরিত খ্রীস্টান।

এরচেয়ে চাঞ্চল্যকর, লোমহর্ষক আর ভয়ংকর খবর কী হতে পারে? অথচ একমাত্র হক্কানী উলামায়ে কেরামের মুষ্টিমেয় অংশ ছাড়া সরকারী দল, বিরোধী দল, আধুনিক ইসলামের দল; তথা সবাই আজ নীরব। মনে হয়ে যেন তারা নাকে তেল দিয়ে ঘুমাচ্ছে।

জিহাদী কাফেলার সাথীরা আমার!

আমি আপনাদের সামনে ওদের কর্মকাণ্ডের কিঞ্চিত খতিয়ান তুলে ধরলাম মাত্র, নতুবা সরেজমিনে তদন্ত হলে দেখা যাবে পরিস্থিতি আরো বেশি ভয়াবহ, যা আমরা এসি লাগানো বাসা-বাড়ীতে টিভি, ভিসি আর ইউটিউব ও ডিশ চ্যানেলে ডুবে থেকে কল্পনাও করতে পারছি না।

আজ ওদের ব্রাক ও গ্রামীণ ব্যাংক প্রতিটি জেলা উপজেলায় শাখা উপশাখা খুলে দারিদ্র দূরীকরণ কর্মসূচী, ক্ষুদ্র ঋণদান প্রজেক্ট, স্বনির্ভর অর্থ পরিকল্পনা, আত্মকর্মসংস্থান সম্পন্না নারী ইত্যাদি চোখ ধাঁধাঁনো চটকদার

বুলি আওড়িয়ে গরীব মানুষের রক্ত চুষে শেষ করে দিচ্ছে। নির্ধারিত সময়ে ওদের চড়া অংকের সুদ পরিশোধে ব্যর্থ হলে বাড়ীঘর জ্বালিয়ে দেয়া হতে শুরু করে প্রকাশ্য দিবালোকে নারী পুরুষকে দিগম্বর করা এবং ওদের পোষ্য মাস্তান বাহিনী কর্তৃক স্বামী-পুত্রের সামনে নারী ধর্ষণের ঘটনাও ঘটছে।

এগুলো কোন কাল্পনিক স্বপ্নে দেখা কিচ্ছা কাহিনী নয়; খোদ এনজিও সমর্থক পত্রিকাগুলো যথা জনকণ্ঠ মূলত: জঘন্যকণ্ঠ, প্রথম আলো মূলত: মিথ্যা কালো, ভোরের কাগজ, যুগান্তর, কালের কণ্ঠ, সমকাল, বাংলাদেশ প্রতিদিন আমাদের সময়, ইত্যাদি পত্রিকাগুলোও সচিত্র প্রতিবেদন সহ স্থানীয় জনতার চাপে সে সব সংবাদ ছাপতে বাধ্য হয়েছে।

বাতিল শক্তিবিরোধী সাহসী যুবক ভাইয়েরা আমার!

আজ এই ধর্মপ্রাণ মুসলমানদের দেশে, হাজারো আউলিয়ায়ে কিরামের পরশধন্য বাংলায় ঐ এনজিওগুলোর দুঃসাহস দেখলে বিস্ময়ে হতবাক হয়ে যেতে হয়।

আজ ওরা ওদের পাশ্চাত্য প্রভুদের উচ্ছিষ্ট খেয়ে আমাদের মুহতারামা মা বোনদেরকে অন্দর মহলের নিরাপদ বেষ্টনী থেকে বের করে, তাঁদেরকে আত্মকর্মসংস্থান, স্বনির্ভরতা, চাকুরী ইত্যাদি রঙ্গীন সঙ্গীন খোয়াব দেখিয়ে, পুরুষদের সাথে কাঁধে কাঁধ আর বুকে বুক মিলিয়ে রোডে ঘাটে, কল কারখানায়, অফিস আদালতে, বাজার মার্কেটে, দোকান বিপনীতে মোট কথা, সর্বসেক্টরে তাঁদেরকে নামিয়ে দিয়ে সমানাধিকারের ভ্রান্ত শ্লোগানে উদ্ভ্রান্ত করে মায়ের জাতিকে নির্লজ্জ বানিয়ে ফেলছে।

যার উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত ঢাকা ও তৎ পার্শ্ববর্তী অঞ্চলগুলোর মহিলা শ্রমিকগুলো।

এই শয়তান এনজিওগুলোই পতিতালয় থেকে ভাড়া করা কিছু বেশ্যাকে দিয়ে ঢাকার রাস্তায় মিছিল করিয়েছে । যাতে শ্লোগান ছিল; শরীর আমার, সিদ্ধান্ত আমার! আমার দেহ আমার মন, তাতে কেন অন্য জন? স্বামীর কথা শুনব না, ঘরের বেড়া মানব না!

সম্মানিত উপস্থিতি!

এরা মুখে সাহায্য সহযোগিতার কথা বললেও বাস্তব চিত্র কিন্তু সম্পূর্ণ বিপরীত।

গত ১৯৮৮ এবং ১৯৯৮ সালের প্রলয়ংকরী বন্যায়, ১৯৯১ সালের মহা সাইক্লোনে তথা দেশের যে কোন চরম দুর্যোগের অবস্থায় এদেরকে তো সাহায্য করতে দেখাই যায়নি বরং উল্টো যে সব ইসলামী এনজিওগুলো বিপদগ্রস্ত মানবতার সেবায় এগিয়ে এসেছে তাদেরকে বাধা প্রদানের মত গুরুতর অভিযোগ পাওয়া গেছে। এই হল ওদের সাহায্যের (?) নমূনা।

এর পাশাপাশি ওরা প্রচুর পয়সা দিয়ে কিছু দৈনিক পত্রিকার স্বত্ব কিনে নিয়ে দৈনিক মিথ্যা, আজগুবী, বানোয়াট, কল্পনা প্রসূত ও উদ্দেশ্য প্রণোদিত সংবাদ পরিবেশন করে সরকারকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে স্বাধীনতার পক্ষের শক্তি ও বিপক্ষের শক্তি নামে দু'টি শিবির স্থাপন করে, পুরুষ জাতিকে নারী জাতির চরম দুশমন হিসেবে দাঁড় করিয়ে দাড়ি টুপি ওয়ালাদেরকে রাজাকার, আল বদর, আল শামস বানিয়ে, তাবলীগের নিরীহ সাথীদেরকে সশস্ত্র জঙ্গী আখ্যায়িত করে আমাদের এ প্রাণপ্রিয় দেশ, সোনার দেশ-বাংলাদেশকে ভয়াবহ গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিয়ে, ওদের নাটেরগুরু আমেরিকা-বৃটেনকে বাংলাদেশের পবিত্র মাটিতে স্থায়ী ঘাঁটি স্থাপনের আয়োজন পাকা পোক্ত করে ফেলছে।

মর্দে মুজাহিদ ভাইয়েরা আমার!

কাজেই আর দ্বিধাদ্বন্দ্বের অবকাশ নেই, সময় নেই আর মাসলাক ও মাশরাব এর ইখতিলাফের, বরং এখনই এ মুহূর্তেই সময়ের সবচেয়ে বড় দাবী হচ্ছে যার যা আছে তাই নিয়ে এ রাক্ষুসে, রক্তচোষা, সুদখোর, আমেরিকার দালাল, নব্য ইষ্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, কুচক্রী, খোদাদ্রোহী, তাগুতীবাদী. ইবলীসী শক্তি তথা খ্রীস্টান মিশনারী সংস্থাগুলোর বিরুদ্ধে তুমুল প্রতিরোধ গড়ে তোলা।

ওরা আমাদেরকে স্পেনের মত নিশ্চিহ্ন করে দিতে চায়, ওরা চায় আমাদেরকে বসনিয়ার মত খণ্ড বিখণ্ড করতে, ওরা চায় আমাদেরকে

কাশ্মীর ফিলিস্তীনের মত রক্তে রঞ্জিত করতে, ওরা চায় আমাদেরকে লেবানন-আলজেরিয়া আর সৌদীর মত গোলামীর জিঞ্জিরে আবদ্ধ করতে, ওরা চায় আমাদেরকে ইরাক ও আফগানিস্তান বানাতে। কিন্তু আমরা কিছুতেই তা সহ্য করব না। প্রয়োজনে বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিব, দরকার হলে শাক পাতা খেয়ে থাকব, জরূরত হলে আরেকটি রক্তাক্ত কারবালা রচনা করব, পাড়ায় পাড়ায় মহল্লায় মহল্লায় গ্রামে গ্রামে মসজিদ ভিত্তিক মুসলিম এনজিও গড়ে তুলব। কিন্তু তবুও আমরা বসনিয়া-স্পেনের করুণ পরিণতি বরণ করব না, তবুও আমরা নিজেদের স্বকীয়তা ও স্বাতন্ত্র বৈশিষ্ট্য, ইযযত ও আত্মসম্মান বিকিয়ে দিব না, নাকে খত দিব না দিব না দিব না। কি বলেন আপনারা তৈরী আছেন কি?

সেই সাথে আমরা আমাদের সরকার বাহাদুরের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে বিনয়ের সাথে বলতে চাইঃ অতি সত্ত্বর এই ধুরন্ধর, বর্ণচোরা, স্বার্থপর, দেশ-জাতি ও রাষ্ট্রের শত্রু খ্রীস্টান মিশনারী সংস্থাগুলোর কার্যকলাপ বন্ধ ঘোষণা করুন। বিদায় করুন আমাদের লাখো শহীদের রক্তে রঞ্জিত, অসংখ্য মা বোনের ইযযতের বিনিময়ে অর্জিত, প্রাণপ্রিয় বাংলাদেশের মানচিত্র খামচে ধরা, উড়ে এসে জুড়ে বসা এই সব হিংস্র শুকুনীদের।

নতুবা কুদরত আপনাদের ক্ষমা করবে না। কুদরতের প্রতিশোধ বড় নির্মম প্রতিশোধ।

إِنَّ اللّٰهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتّٰى يُغَيِّرُوْا مَا بِأَنْفُسِهِمْ -

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই আল্লাহ কোন জাতির অবস্থা অতক্ষণ পর্যন্ত পরিবর্তন করেন না যতক্ষণ না তারা নিজেরা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন ঘটায়।"

(সূরা রা'দ : ১১)

মহান রাব্বুল আলামীনই আমাদের একমাত্র সহায়।

حَسْبُنَا اللّٰهُ وَنِعْمَ الْوَكِيْلُ نِعْمَ الْمَوْلٰى وَنِعْمَ النَّصِيْرُ.

ISRAEL
IRAQ
JORDAN
Sakakah
IRAN
KUWAIT
Khafji
Ha'il
Buraidah
Jubail
Persian Gulf
Dammam
RIYADH
Hofuf
QATAR
Gulf of Oman
EGYPT
Red Sea
Yanbu
Medina
UAE
SAUDI ARABIA
Jeddah
Mecca
Taif
SUDAN
OMAN
Abha
Jizan
YEMEN
ERITREA
Arabian Sea
ETHIOPIA
SOMALIA

রাষ্ট্রনীতি

রাষ্ট্রনীতি-১

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা

اَلْحَمْدُ لِأَهْلِهِ وَ الصَّلٰوةُ لِأَهْلِهَا وَ بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا اَطِيْعُوا اللّٰهَ وَاَطِيْعُوا الرَّسُوْلَ وَاُولِى الْاَمْرِ مِنْكُمْ.

وَ قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَ السَّلَامُ : عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَ لَا طَاعَةَ.

অদ্যকার সেমিনারের মান্যবর সভাপতি! সুদক্ষ বিচারক পরিষদ! ও আপনারা যারা শুনছেন!

আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হল "ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা" প্রসঙ্গে। এ নির্ধারিত আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে থেকেই আমি আপনাদের সামনে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করব ইনশাআল্লাহ।

ইসলামী রাষ্ট্রের রূপরেখা সম্বন্ধে জানতে হলে আমাদের জেনে নিতে হবে "ইসলামী রাষ্ট্রের" সংজ্ঞা কি?

"ইসলামী রাষ্ট্রের" সংজ্ঞা হচ্ছে : মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের বুনিয়াদে কুরআন ও সুন্নাহকে আইনের উৎস হিসেবে গ্রহণ করে স্বত:স্ফূর্তভাবে আল্লাহ পাকের পক্ষ থেকে নাযিলকৃত ইসলামী অনুশাসন ও জীবন বিধানকে মেনে নিয়ে আল্লাহ তা'আলার দ্বীন প্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে খিলাফত আলা মিনহাজিন নবুওয়াহ এর ধারণার ভিত্তিতে জনগণের নির্বাচিত প্রতিনিধি ও তার সমর্থকদের সরকারী ব্যবস্থাপনা।

পরিভাষায় এটাই হচ্ছে "ইসলামী রাষ্ট্রের" পরিচয় বা সংজ্ঞা। যদিও এটা সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত নয়।

ভাইয়েরা আমার!

আজকের বিশ্ব অগণিত সমস্যার সম্মুখীন। অন্তহীন সমস্যার আবর্তে মানব সভ্যতা আজ জর্জরিত, ক্ষতবিক্ষত ও পর্যুদস্ত। মানব জীবনের বর্তমান পরিস্থিতিকে তাই আজ সমস্যার স্তূপ বললেও অতিরঞ্জন বা আবেগতাড়িত কোন কথা হবে না।

সম্মানিত উপস্থিতি!

বাস্তবিক পক্ষে বিশ্ব মানবতা আজ এ সর্বাত্মক ও সামগ্রিক সমস্যা থেকে মুক্তি পেতে চায়, চায় তারা সমস্যামুক্ত, শোষণহীন, সুখী-সমৃদ্ধিশালী, প্রগতিশীল ও শান্তিপূর্ণ বিশ্ব সমাজ গড়ে তুলতে।

কিন্তু দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, ঈসায়ী ষোড়শ শতকের উষা লগ্ন হতে গত বিশ শতকের গোধূলিলগ্ন পর্যন্ত পথহারা, দিশেহারা, শান্তির সন্ধানে হন্যে হয়ে উঠা উদভ্রান্ত ইসানিয়্যাতকে শান্তি ও কল্যাণের সোনার হরিণ (?) ধরিয়ে দেয়ার জন্য, তাদের মনের দুয়ারে আনন্দের ফল্গুধারা প্রবাহিত করার জন্য ব্যাঙ এর ছাতার মত গজিয়ে উঠেছে মানব সৃষ্ট বহু মতবাদ।

তবে এ ব্যাপারে প্রামাণ্য ও দ্ব্যর্থহীন বক্তব্য হচ্ছে, এ সব মনুষ্য রচিত তন্ত্র মন্ত্র আর মতবাদ শান্তি স্থাপন ও সমস্যার কোন সমাধানতো দিতে পারেইনি বরং আশরাফুল মাখলূকাত মানুষের জীবনকে করেছে সমস্যা জর্জরিত ও দারুণ সংকটময়।

ইনসাফের চশমা চোখে লাগিয়ে বর্তমান বিশ্বের সামগ্রিক অবস্থার দিকে তাকালে আমার এ বক্তব্যকে আশা করি কেউ অস্বীকার করতে পারবেন না।

সুধীবৃন্দ!

আজ বিশ্বব্যাপী পুঁজিবাদী অর্থব্যবস্থার পাগলা ঘোড়ার দাপটে পিষ্ট হচ্ছে মানবতা। সুদ, ঘুষ, জুয়া, ধোঁকা ও প্রতারণার ব্যাপক সয়লাবে ভরে গেছে পুঁজিবাদ নিয়ন্ত্রিত দেশসমূহ। জুলুম ও শোষণের অভিনব পন্থায় সাধারণ মানুষের রক্ত পানি করা সম্পদ সঞ্চিত হচ্ছে গুটিকতক পুঁজিপতির কাছে। ফলে এক দল আঙ্গুল ফুলে হচ্ছে কলাগাছ; আর

আরেক দল দিনের পর দিন হয়ে যাচ্ছে নিতান্তই অন্তসার শূন্য। মানুষের হীন প্রবণতাগুলো উস্কে দিয়ে সে পথে তাদের পকেটের পয়সা দেদারসে উজাড় করে নিয়ে যাচ্ছে পুঁজিপতিরা। সমাজ যাচ্ছে রসাতলে। নৈতিকতা, সহমর্মিতা ইত্যাদি শব্দগুলো এখানে বড়ই হাস্যকর।

সাথীরা আমার!

এর পাশাপাশি বর্তমান বিশ্বের হাতে গোনা কয়েকটি দেশে চলছে সমাজতান্ত্রিক অর্থ ব্যবস্থা। কিন্তু এর অবস্থা আরো শোচনীয়, আরো করুণ। কেননা এ অর্থ ব্যবস্থায় মানুষের ব্যক্তি মালিকানার অধিকার কেড়ে নেয়া হয়েছে, যে কারণে উৎপাদনে মারাত্মক মন্দাভাব সৃষ্টি হয়ে অর্থনীতি চরমভাবে মুখ থুবড়ে পড়ে। তদুপরি শ্রমিক ও মজুর শ্রেণী এ ব্যবস্থায় হয় চরমভাবে শোষিত ও নির্যাতিত।

সমাজতন্ত্রের অসারতা প্রমাণের জন্য হালে ভেঙ্গে টুকরো টুকরো হয়ে যাওয়া এক কালের সুপার পাওয়ার সোভিয়েত রাশিয়ার উদাহরণই যথেষ্ট।

অতএব, এ কথা দিবালোক সম সুস্পষ্ট হয়ে গেল যে, মানব রচিত কোন তন্ত্রে মন্ত্রে ইজমে বা মতবাদে শান্তি নেই; থাকতে পারে না। বরং শান্তি ও সুখ লাভের একমাত্র উপায় হল খোদায়ী জীবন দর্শন তথা দ্বীনে ইসলাম। এজন্যই আজ বিশ্বের আনাচে কানাচে আওয়াজ উঠছে ইসলামী খিলাফত ও রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার।

গগনবিদারী শ্লোগানে শ্লোগানে গুঞ্জরিত হচ্ছে জাকার্তা থেকে রাবাত, আফ্রিকা হতে আমেরিকা, এশিয়া হতে ইউরোপের আকাশ বাতাস।

ভাইয়েরা আমার!

ইসলামী রাষ্ট্রের প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। ইসলামী রাষ্ট্রের জন্য সর্ব প্রথম প্রয়োজন ইসলামী আইন।

আর ইসলামী রাষ্ট্রের আইনের উৎস হবে চারটি জিনিস। ১. কুরআনে কারীম, ২. হাদীসে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, ৩. ইজমায়ে উম্মত, ৪. কিয়াস।

সম্মানিত সুধী!

যেহেতু মানুষ সসীম, আর মানুষের বুদ্ধি জ্ঞানও সসীম। এ সীমাবদ্ধ জ্ঞানের অধিকারী মানুষ তাই নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে কোন অসীম কল্যাণকর বিধান প্রণয়ন করতে পারে না। তাই আজ বিশ্বব্যাপী সকল সমস্যার সমাধান কল্পে ইসলামী আইনের অপরিহার্যতা অনস্বীকার্য। কুরআনী শাসনের বাস্তবায়ন যুগের অন্যতম প্রধান দাবী।

কেননা আমরা একমাত্র ইসলামী আইনেই দেখতে পাই চুরি করলে হাত কাটার শাস্তি, ব্যভিচার করলে প্রস্তর বর্ষণের কিংবা বেত্রাঘাতের কঠোর দণ্ড, ডাকাতি বা রাহাজানি করলে হাত পা কেটে দেয়ার বিধান ইত্যাদি।

এ সব কিছুর উদ্দেশ্য এটাই যে, মনুষ্য সমাজ হবে পাপপংকিলতা মুক্ত, শোষণহীন সুন্দর সমাজ। যাতে প্রতিটি মানুষ পাবে মানুষ হিসেবে তার বেঁচে থাকার পূর্ণ নিশ্চয়তা।

কাজেই আমরা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে বলতে পারি যে, একমাত্র ইসলামী রাষ্ট্র ব্যবস্থাই দিতে পারে মানব জীবনের ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক, রাষ্ট্রীয় ও আন্তর্জাতিক তথা জীবনের প্রতিটি বাঁকের, যিন্দেগীর প্রত্যেকটি ধাপের সুষ্ঠু ও মঙ্গলজনক সমাধান।

মুহতারাম হাযিরীন!

এর পাশাপাশি আমাদের কে জানতে হবে আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন প্রতিষ্ঠার কর্ম পদ্ধতি সম্মন্ধেও।

এজন্য আমাদেরকে সর্ব প্রথম ঈমান ও আমলের মেহনত করতে হবে। কেননা কুরআনে কারীমের সূরা নূরের ৫৫ নম্বর আয়াতে ইরশাদ হচ্ছে :

وَعَدَ اللّٰهُ الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِى الْاَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِيْنَ مِنْ قَبْلِهِمْ -

অর্থাৎ, " তোমাদের মধ্যে যারা ঈমান আনবে ও আমলের সালিহ বা সৎকর্ম করবে আল্লাহ তাদেরকে ওয়াদা দিয়েছেন যে, তাদের কে অবশ্যই

অবশ্যই পৃথিবীতে শাসন কর্তৃত্ব দান করবেন, যেমন তিনি শাসন কর্তৃত্ব দান করেছেন তাদের পূর্ববর্তীদেরকে"।

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ۔

অর্থাৎ, "তোমরা নিরাশ হয়ো না এবং দুঃখ করো না যদি তোমরা মুমিন হও তবে তোমরাই জয়ী হবে"। (সূরা আলে ইমরান : ১৩৯)

ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার দ্বিতীয় বুনিয়াদী শর্ত হল সম্পূর্ণভাবে মহান আল্লাহর প্রতি অনুগত হওয়া।

যেমনটি পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا ادْخُلُوْا فِي السِّلْمِ كَافَّةً وَّلَا تَتَّبِعُوْا خُطُوَاتِ الشَّيْطَانِ -

"হে ঈমানদারগণ! তোমরা পরিপূর্ণভাবে ইসলামের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাও এবং শয়তানের পদাঙ্ক অনুসরণ করো না"। (সূরা বাকারাহ : ২০৮)

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

وَاَنِيْبُوْا اِلٰى رَبِّكُمْ وَاَسْلِمُوْا لَهٗ مِنْ قَبْلِ اَنْ يَّاْتِيَكُمُ الْعَذَابُ ثُمَّ لَا تُنْصَرُوْنَ -

"আর তোমরা তোমাদের পালনকর্তা অভিমুখী হও এবং তাঁর আজ্ঞাবহ হও তোমাদের কাছে আযাব আসার পূর্বে, এরপর তোমরা সাহায্যপ্রাপ্ত হবে না"। (সূরা যুমার : ৫৪)

অন্যত্র মহান আল্লাহ ইরশাদ করেছেন : فَفِرُّوْا اِلَى اللهِ "অতএব তোমরা আল্লাহর দিকে ধাবিত হও"। (সূরা যারিয়াত : ৫০)

তৃতীয়তঃ আমাদের অভ্যন্তরীণ সকল মতপার্থক্য ও ভেদাভেদ ভুলে ইসলামের প্রশ্নে, দ্বীনের প্রশ্নে, সীসাঢালা প্রাচীরের ন্যায় সুদৃঢ় ঐক্য গড়ে তুলতে হবে। সকলকে একই প্লাটফর্মে সমবেত হতে হবে।

কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا

"আর তোমরা সকলে আল্লাহর রজ্জুকে সুদৃঢ় হস্তে ধারণ করো আর পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়ো না"। (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

চতুর্থত: সমাজের প্রতিটি সেক্টরে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর প্রিয় সুন্নাতসমূহের বাস্তবায়ন ঘটাতে হবে।

যে ব্যাপারে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِيْ رَسُوْلِ اللهِ اُسْوَةٌ حَسَنَةٌ

অর্থাৎ, "অবশ্যই তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে রয়েছে মহত্তম আদর্শ"। (সূরা আহযাব : ২১)

আরো ইরশাদ হচ্ছে :

قُلْ اِنْ كُنْتُمْ تُحِبُّوْنَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِيْ يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ

"আপনি বলে দিন! যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস তাহলো আমাকে অনুসরণ কর, যাতে আল্লাহও তোমাদেরকে ভালবাসেন এবং তোমাদেরকে তোমাদের গুনাহসমূহ মার্জনা করে দেন"। (সূরা আলে ইমরান : ৩১)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

وَمَنْ يُّطِعِ اللهَ وَرَسُوْلَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيْمًا

"যে কেউ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে সে অবশ্যই মহা সাফল্য অর্জন করল"। (সূরা আহযাব : ৭১)

৫ম বা সর্বশেষ করণীয় হল, ছোট বড় বা সগীরা ও কবীরা, প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য, জানা-অজানা, দিনের ও রাতের তথা যাবতীয় পাপ ও অন্যায় কাজ, আল্লাহ পাকের নাফরমানী ও গুনাহের কাজ হতে পরিপূর্ণ সতর্কতার সাথে বেঁচে থাকা এবং অতীত গুনাহের জন্য আল্লাহ তা'আলার দরবারে খাঁটি দিলে তাওবা করা।

এ প্রসঙ্গে পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হচ্ছে :

وَذَرُوْا ظَاهِرَ الاِثْمِ وَبَاطِنَه اِنَّ الَّذِيْنَ يَكْسِبُوْنَ الاِثْمَ سَيُجْزَوْنَ بِمَا كَانُوْا يَقْتَرِفُوْنَ -

অর্থাৎ, "তোমরা প্রকাশ্য ও প্রচ্ছন্ন গুনাহ পরিত্যাগ কর, নিশ্চয়ই যারা গুনাহ করছে তারা অতিসত্বর তাদের কৃতকর্মের শাস্তি পাবে"।

(সূরা আনআম : ১২০)

তাওবার ব্যাপারে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوا تُوْبُوْا اِلَى اللهِ تَوْبَةً نَّصُوْحًا عَسٰى رَبُّكُمْ اَن يُّكَفِّرَ عَنْكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَيُدْخِلَكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الْاَنْهَارُ -

অর্থাৎ, "হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর আন্তরিক তাওবা। আশা করা যায় যে, তোমাদের পালনকর্তা তোমাদের মন্দ কাজের অপরাধসমূহ ক্ষমা করে দিবেন এবং তোমাদেরকে প্রবেশ করাবেন জান্নাতে, যার তলদেশে নহরসমূহ প্রবাহমান"। (সূরা তাহরীম : ৮)

এছাড়াও অসংখ্য আয়াতে কারীমায় মহান রাব্বুল আলামীন কোন গুনাহ সংগঠিত হয়ে গেলে তাওবা করার জন্য আমাদেরকে হুকুম করেছেন এবং মাগফিরাতের সুসংবাদ দিয়েছেন।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আজ অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে যে, আমাদের এ শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা প্রাণপ্রিয় বাংলার শতকরা ৮৫ ভাগ মানুষ মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও, আমরা বিশ্বের দ্বিতীয় বৃহত্তম মুসলিম দেশ হওয়ার পরও এদেশে ইসলামী শাসনব্যবস্থা নেই। নেই আল্লাহর জমিনে আল্লাহর আইন। নেই সৎলোকের শাসন। শুধু তাই নয় আপাত দৃষ্টিতে ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার কোন লক্ষণও দেখা যাচ্ছে না; যা আমাদের জন্য অত্যন্ত লজ্জাস্কর ও বেদনাদায়ক ব্যাপার। ফলশ্রুতিতে আজ সারা দেশে বইছে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির বাঁধ ভাঙ্গা সয়লাব। অনাচার আর অবিচার, ব্যভিচার আর পাপাচারের বিষ বাষ্পে বিষাক্ত আজ বাংলার আকাশ বাতাস। যখন তখন পাখির মত গুলি করে হত্যা করা হচ্ছে আশরাফুল মাখলূকাত বনী আদমকে। পিতার সামনে কন্যাকে ধর্ষণ করে হত্যা করা হচ্ছে। মানুষকে হত্যা করে ৩৬ টুকরা করে বস্তায় বন্দী করা হচ্ছে। জ্যান্ত মানুষকে মুহূর্তের মধ্যে গুম করে ফেলা হচ্ছে। সুদ-ঘুষ আর জালিয়াতির পাগলা ঘোড়া দৌড়াচ্ছে পাল্লা দিয়ে, লাগামহীন ভাবে। মোটকথা, অন্যায় হয়েছে ন্যায়, আর ন্যায় পরিণত হয়েছে অন্যায়ে, বিচারের বাণী শুধু নীরবে নিভৃতে মুখ গুমরে কাঁদছে।

কিন্তু কী এর কারণ?

সুধীবৃন্দ!

আশা করি এর কারণ আপনাদেরকে আর ব্যাখ্যা করে বুঝিয়ে বলতে হবে না।

অতএব আসুন, আর কাল বিলম্ব না করে অতিসত্ত্বর এই মাত্র প্রস্তাবকৃত ৫ দফা কর্মসূচী বাস্তবায়নের মাধ্যমে আমরা বাংলাদেশকে একটি আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তুলি।

তবেই ফিরে আসবে ইসলামের সেই সোনালী দিনের সুফল। সর্বস্তরের জনসাধারণ ভোগ করবে অন্ন, বস্ত্র, বাসস্থান সহ অন্যান্য সকল সুবিধা। প্রবাহিত হবে শান্তি, সুখের সমীরণ অবারিত ধারায়।

সর্বোপরি এতে মহান আল্লাহ হবেন রাযী ও সন্তুষ্ট।

وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللّٰهِ اَكْبَرُ ذٰلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ

(সূরা তাওবা ৭২)

মহান আল্লাহ আমাদেরকে আদর্শ ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার তাওফীক দান করুন। আমীন!

অর্থনীতি

অর্থনীতি-১

ইসলামী অর্থনীতি বনাম প্রচলিত অর্থ ব্যবস্থা

حَامِدًا وَّمُصَلِّيًا وَّ مُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى : وَاَقِيْمُوْا الصَّلَاةَ وَآتُوا الزَّكَاةَ وَاَقْرِضُوْا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا.

وَقَالَ جَلَّ وَعَلٰى : وَفِيْ أَمْوَالِهِمْ حَقٌّ لِّلسَّائِلِ وَالْمَحْرُوْمِ.

وَقَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ : أَعْطُوْا الْأَجِيْرَ أَجْرَه قَبْلَ أَنْ يَّجِفَّ عَرَقُه.

অদ্যকার গুরুত্বপূর্ণ সেমিনারের মহামান্য সভাপতি! বিজ্ঞ বিচারকমণ্ডলী! ও আপনারা যারা শুনছেন!

আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : “ইসলামী অর্থনীতি বনাম প্রচলিত অন্যান্য অর্থব্যবস্থা” ।

আমি এ বিষয়ে আপনাদের সামনে সংক্ষিপ্ত আলোচনা তুলে ধরার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ।

সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ!

সত্যি কথা বলতে কি এখন আমাকে বক্তৃতা দিতে হচ্ছে এমনই এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে ও গোলযোগপূর্ণ অবস্থায়, যখন শান্তির জন্য পাগল পারা মানুষগুলো অশান্তির বেড়াজালে বন্দী। যখন আরমপ্রিয় বনী আদম পাচ্ছে না শান্তি সুখের হাজারো উপকরণ থাকা সত্বেও সামান্য স্বস্তি।

কী ব্যক্তিকেন্দ্রিক, কী পারিবারিক, কী সামাজিক, কী রাজনৈতিক, কী অর্থনৈতিক, কী সাংস্কৃতিক, মোদ্দাকথা; সর্বত্রই স্রেফ ধূমায়িত অশান্তির পুঞ্জীভূত বিষ বাষ্প।

বিশেষত: আজকের অর্থনৈতিক দুনিয়া দারুণ টালমাটাল, ভীষণ অশান্ত ও প্রচণ্ড উত্তপ্ত।

দুর্নীতির হ্যাট্রিক চ্যাম্পিয়ন বাংলাদেশ থেকে শুরু করে বিশ্ব মোড়ল শীর্ষধনী আমেরিকা পর্যন্ত প্রত্যেকটি দেশই অর্থনৈতিক সংকটের আবর্তে

ঘুরপাক খাচ্ছে, কিন্তু স্বাভাবিকভাবেই মনের কোণে প্রশ্নরা উঁকি দিয়ে বলেঃ এর কারণ কি? কেনই বা আজ সভ্য পৃথিবীর সভ্য মাখলূক, সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষের এ করুণ অবস্থা? সে কোন্ সে কারণ যে কারণে পত্র পত্রিকার পাতা খুললেই দেখতে পাই, অর্থনৈতিক বুলডোজারের ভয়াবহ চাপে থেতলে যাওয়া নিরীহ মানুষের করুণ ছবি?

কোন্ সে রহস্য যে রহস্যের দরুন একদিকে দেখতে পাই নোংরা ঘিঞ্জি বস্তিবাসীদের দুর্বিষহ মানবেতর জীবন; আর ঠিক তার পাশেই দেখি এদেরই গোশত ও হাড্ডির উপর বিনির্মিত গগনচুম্বী আকাশছোঁয়া ইমারতরাজী?

গাছ তলা আর পাঁচ তলার এ বৈষম্যপূর্ণ দৃশ্য কেন আজ আমাদেরকে দেখতে হচ্ছে?

কেনই বা আজ একই বাবা মায়ের সন্তান হওয়ার পরও মাটির মানুষের মধ্যে এ বিরাট শ্রেণীবৈষম্য? এ বিশাল ব্যবধান?

বিদগ্ধ জ্ঞানী সাথীরা আমার!

এর কারণ আর কিছু নয়। এর একমাত্র কারণ হচ্ছে আজ বিশ্বের কোথাও পরিপূর্ণ ভাবে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন কর্তৃক নির্দেশিত, রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর মাধ্যমে বাস্তবায়িত, সর্বকালের সর্বযুগের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থনীতি, ধনী-দরিদ্র বিভাজন উচ্ছেদকারী অর্থনীতি, ন্যায়নীতি ও ইনসাফপূর্ণ অর্থনীতি, সামাজিক স্থিতিশীলতা আনয়নকারী অর্থনীতি তথা ইসলামী অর্থনীতি চালু নেই।

অথচ ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে সেই সোনালী অর্থনীতি; যার অপূর্ব নীতির বদৌলতে এ বসুন্ধরায় হু হু করে প্রবাহিত হয়েছিল শান্তি ও স্বস্তির হিমেল বাতাস, ইসলামী অর্থনীতি হচ্ছে সেই অর্থনীতি; যে যুগান্তকারী অর্থনীতির বিস্ময়কর প্রভাবে দূরীভূত হয়েছিল ধনী দরিদ্রের বৈষম্য। এতো সেই অর্থনীতি; যা বাস্তবায়নের কারণে যাকাত গ্রহণ করার মত কাউকেও তালাশ করে পাওয়া যেত না।

সম্মানিত উপস্থিতি!

পীড়াদায়ক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আজ আমরা বিধাতা প্রদত্ত এই সোনালী অর্থনীতিকে পরিত্যাগ করে গ্রহণ করেছি, বরণ করেছি,

অনুসরণ করছি এমন সব তথাকথিত অর্থনীতি যা মূলত: পেটপালার নীতি, আঙ্গুল ফুলে কলাগাছ হওয়ার নীতি, ধনী মানুষের আরো বেশী ধনী হওয়ার আর অসহায় ও নিঃস্ব লোকদের আরো নিঃস্ব ও সর্বশান্ত হওয়ার আজবনীতি!

তাই আসুন! আমরা প্রথমে ইসলামী অর্থনীতির সাথে বর্তমানে প্রচলিত অন্যান্য অর্থনীতিগুলোর মৌলিক পার্থক্য ও সেসব অর্থনীতির বুনিয়াদী তথ্যগুলো জেনে নেই। তবেই আমাদের সামনে ইসলামী অর্থনীতির বাস্তবতা আরো বেশী প্রস্ফুটিত হবে ইনশাআল্লাহ।

ভাইয়েরা আমার!

বর্তমান পৃথিবীতে মোট ৩টি অর্থ ব্যবস্থা প্রচলিত ১। ধনতন্ত্র বা পুঁজিবাদ। ২। সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদ ৩। মিশ্র অর্থব্যবস্থা।

বস্তুত: প্রতিটি মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের ৪টি প্রশ্ন খুবই জটিল। ইসলামী অর্থ ব্যবস্থা ছাড়াও অন্যান্য সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেও মূলত: সেই ৪টি জটিল সমস্যার সমাধান বা প্রশ্নের উত্তর দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। যদিও সমাধানের থিউরী ও পদ্ধতি প্রত্যেক মতবাদের ভিন্ন ভিন্ন। সেই ৪টি প্রশ্ন হচ্ছে।

১। "অভাব নির্বাচনের প্রশ্ন" মানুষের অসংখ্য চাহিদার মাঝে কোন্গুলোকে অগ্রাধিকারের ভিত্তিতে পূরণ করা হবে তা নির্বাচন করাকে বলা হয় অভাব নির্বাচন।

২। "উৎপাদন-উপকরণ ব্যবহার ও বিনিয়োগ প্রক্রিয়ার প্রশ্ন"।

অর্থাৎ, প্রকৃতিলব্ধ কিংবা মনুষ্যসৃষ্ট উৎপাদন উপকরণসমূহ, যেমন: ভূমি, শ্রম ও পুঁজি কোথায় কি পরিমাণ বিনিয়োগ করতে হবে, কোন্ উৎপাদনশীল খাতে তা বিনিয়োগ করতে হবে এবং বিনিয়োগের প্রক্রিয়া কি হবে? এটিও মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন।

৩। "উৎপাদিত পণ্য ও লভ্যাংশ ভোগ বন্টনের প্রক্রিয়ার প্রশ্ন"। অর্থাৎ, অভাব নির্বাচনের পর উৎপাদন উপকরণ ব্যবহার করে যে পণ্য উৎপাদিত হবে তা সমাজের মানুষের মাঝে কিভাবে বণ্টিত হবে? এবং উৎপাদিত পণ্য বাজারজাত করে যে লভ্যাংশ অর্জিত হবে তাই বা সমাজের লোকদের মধ্যে কোন্ পদ্ধতিতে বন্টন করা হবে? কে তা ভোগ

করবে? এবং কোন্ নীতির আওতায় ভোগ করবে? এটিও মানব জীবনের অর্থনীতি বিষয়ক একটি জটিল প্রশ্ন।

৪। "অর্থনৈতিক সমৃদ্ধি ও অগ্রগতি অর্জনের প্রক্রিয়াজনিত প্রশ্ন"। অর্থাৎ, বর্তমান অবস্থা থেকে আরও উন্নতি ও অগ্রগতি অর্জন করতে হলে কোন্ প্রক্রিয়া অবলম্বন করতে হবে? কোন্ প্রক্রিয়ায় নতুন নতুন শিল্প ও পণ্যের উৎপাদন করলে অধিক হারে লাভবান হওয়া যাবে? এ সংক্রান্ত কঠিন প্রশ্ন।

সম্মানিত উপস্থিতি!

বলা বাহুল্য যে, সকল অর্থনৈতিক মতাদর্শেই এ প্রশ্নগুলোর একটি গ্রহণযোগ্য সমাধান দেয়ার প্রয়াস চালানো হয়েছে। কিন্তু বাস্তব সত্য কথা এই যে, একমাত্র মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামী অর্থব্যবস্থা ব্যতীত অন্য কোন মনুষ্য রচিত অর্থব্যবস্থাই উল্লেখিত জটিল প্রশ্নগুলোর সহজ জবাব বা গ্রহণযোগ্য ও সুষ্ঠু সমাধান দিতে পারেনি। কেন পারেনি? কিভাবে পারেনি? তার উত্তর দেয়ার জন্য বেশ কয়েক ঘন্টা সময়ের প্রয়োজন।

আজকের এ সীমাবদ্ধ আলোচনার মজলিসে আমি তাই আপনাদের সামনে অত্যন্ত সংক্ষেপে অন্যান্য মতবাদসমূহের সার কথা তুলে ধরছি। তবেই আপনারা মূল রহস্য উদঘাটন করতে সক্ষম হবেন বলে আশা রাখি।

প্রথমেই আসে **ধনতান্ত্রিক বা পুঁজিবাদী** অর্থব্যবস্থার কথা।

এ অর্থ ব্যবস্থার সার কথা হচ্ছে ৬টি জিনিস।

১। অবাধ ব্যক্তি মালিকানা।

২। বেসরকারী উদ্যোগের অবাধ সুযোগ এবং সরকারী হস্তক্ষেপ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত অবাধ অধিকার।

৩। স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা।

৪। ভোক্তার স্বাধীনতা।

৫। অবাধ প্রতিযোগিতা।

৬। মুনাফায় একচেটিয়া অধিকার এবং সে লক্ষ্যে সকল কাজ কর্ম।

দুই নম্বরে ছিল **সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী** অর্থ ব্যবস্থা।

এ অর্থ ব্যবস্থার সার কথা হচ্ছে ৪টি বিষয়।

১। সকল সম্পদ ও উৎপাদন উপকরণের উপর রাষ্ট্রীয় মালিকানা।

২। উৎপাদন ও ব্যবসা বাণিজ্যের ক্ষেত্রে রাষ্ট্রীয় উদ্যোগ। ব্যক্তিগত উদ্যোগের কোন সুযোগ না রাখা।

৩। একটি কেন্দ্রীয় পরিকল্পনার অধীনে চাহিদা ও উৎপাদনের অনুপাত নির্ধারণ ও কেন্দ্রীয় পরিকল্পনা পরিষদের নির্দেশে যাবতীয় কাজ কর্মের আঞ্জাম।

৪। ভোক্তাদের সীমিত ও নিয়ন্ত্রিত স্বাধীনতা।

তিন নম্বরে ছিল **মিশ্র অর্থ ব্যবস্থা।** এ অর্থ ব্যবস্থার সার কথাও ৬টি বস্তু।

১। সম্পদে রাষ্ট্র ও ব্যক্তি মালিকানা উভয়টিই থাকা।

২। সরকারী ও বেসরকারী উদ্যোগে পাশাপাশি কাজ করা। তথা ধনতন্ত্র ও সমাজতন্ত্রের মধ্যে সামঞ্জস্য বিধান।

৩। ব্যক্তি মালিকানায় পরিচালিত সকল উৎপাদনশীল খাত ও ব্যবসা বাণিজ্যের উপর সরকারী নিয়ন্ত্রণ বা কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করা।

৪। অধিকাংশ ক্ষেত্রে ধনতন্ত্রের মত স্বয়ংক্রিয় দাম ব্যবস্থা দ্বারা উৎপাদন ও ভোগের পরিমাণ নির্ধারণ।

৫। সাধারণভাবে ভোক্তার চাহিদা অনুযায়ী দ্রব্য সামগ্রী উৎপাদন। তবে বৃহত্তর স্বার্থে সরকার কর্তৃক বিশেষ বিশেষ দ্রব্য উৎপাদন ও দাম নিয়ন্ত্রণ।

৬। ব্যক্তির অবাধ মুনাফা অর্জনের অধিকার সংরক্ষণ, তবে ক্ষেত্র বিশেষে সরকারের দাম ও মুনাফা নিয়ন্ত্রণ।

মুহতারাম হাযিরীন!

এই হল ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার বিপরীতে প্রচলিত অন্যান্য অর্থ ব্যবস্থার সার কথা।

এবার আসুন! আমরা **ইসলামী অর্থ ব্যবস্থার** সার কথা নিয়ে আলোচনা করি।

ইসলামী অর্থব্যবস্থার সার কথা হচ্ছে ১০টি জিনিস।

১। ভূ-পৃষ্ঠের যাবতীয় সম্পদের মালিকানা কোন ব্যক্তি বিশেষের নয় আবার সরকার বা রাষ্ট্রেরও নয় বরং তা একমাত্র মহান আল্লাহর। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে

إِنَّ اللّٰهَ لَهُ مُلْكُ السَّمٰوٰتِ وَالْأَرْضِ

(সূরা বাকারাহ : ১০৭)

এ বিষয়ে আরো প্রচুর সংখ্যক আয়াত রয়েছে।

২। মহান আল্লাহর দেয়া বিধানানুযায়ী মানব জাতির জীবিকা উপার্জন ও সে অনুযায়ী যাবতীয় কার্যাবলী আঞ্জাম দান।

৩। মহান আল্লাহকেই সমস্ত সম্পদের মূল মালিক আর ব্যক্তিকে সেই সম্পদের জন্য সাময়িক ভাবে আমানতদার মনে করা।

৪। বৈষয়িক উন্নতির পাশাপাশি নৈতিক উন্নতির প্রতি সবিশেষ গুরুত্ব প্রদান।

৫। সর্বপ্রকার সুদী লেনদেনের ধারাবাহিকতার মূলোৎপাটন।

৬। সম্পদ কুক্ষিগত করে রাখার অধিকার বাতিল করণ ও প্রয়োজনাতিরিক্ত সম্পদ যাকাত-সাদাকাহ বা সাধারণ জনকল্যাণের নিমিত্ত দান করতে উৎসাহ প্রদান।

৭। চাহিদা ও যোগানের স্বয়ংক্রিয় বিধিকে স্বাভাবিক রেখে, এই চাহিদা ও যোগান বিধির আওতায় উৎপাদন ও ভাগ-বণ্টনের যাবতীয় কার্যাবলী মহান আল্লাহর দেয়া বিধানানুসারে পরিচালিত করা।

৮। উৎপাদনের মূল উদ্দেশ্য হিসেবে মুনাফা অর্জনের পরিবর্তে সমাজের মানুষের চাহিদা পূরণ কল্পে হালাল ভোগ্যপণ্য উৎপাদনের মাধ্যমে বৃহত্তর মানবগোষ্ঠীর সেবা করণ।

৯। সম্পদের সুষ্ঠু ব্যবহার নিশ্চিত করণ, বিলাসিতা ও অপচয়ের পথ বন্ধ করণ।

১০। ইহকালীন সাফল্যের সাথে সাথে পরকালীন সাফল্য লাভের প্রতি উদ্বুদ্ধ করণ ও মহান আল্লাহ পাকের সন্তুষ্টি অর্জন।

সম্মানিত ছাত্র ভাইয়েরা আমার!

এতক্ষণ পর্যন্ত আমরা ইসলামী অর্থনীতি ও প্রচলিত অন্যান্য অর্থনীতির সার কথা পর্যালোচনা করলাম।

এর দ্বারা আমরা সহজেই বুঝতে সক্ষম হয়েছি যে, ইসলাম ছাড়া প্রচলিত অন্য কোন অর্থ ব্যবস্থাই মানুষের মৌলিক অধিকার নিশ্চিত করতে পারেনি, পারবেও না।

কেননা, পুঁজিবাদ বাঁধা বন্ধনহীন অবাধ ব্যক্তি মালিকানাকে স্বীকার করে থাকে। সেখানে ব্যক্তি তার বিভিন্ন অপকৌশল ব্যবহার করে যে সম্পদ কুক্ষিগত করে, তাতে তার একচ্ছত্র অধিকার থাকে এবং সম্পদ আহরণের জন্য অন্যকে শোষণ-পীড়ন, ধোঁকাবাজি, প্রতারণা বা ছলচাতুরী কোন অপরাধ বলে গণ্য হয় না। ফলে এই পুঁজিবাদীরা বিভিন্ন চিত্তাকর্ষক শ্লোগান শুনিয়ে মানুষদেরকে ধোঁকা দিয়ে থাকে। পুঁজিবাদীদের প্রতারণা এতই নিখুঁত হয়ে থাকে যে, যারা শোষিত ও প্রতারিত হয় তারা নিজেরাও সহজে সেটা বুঝেই উঠতে পারে না।

পক্ষান্তরে ইসলাম প্রয়োজনকে বল্গাহীন না করে সীমিত পর্যায়ে জীবন যাপন করতে উৎসাহিত করেছে।

রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন :

كُنْ فِي الدُّنْيَا كَأَنَّكَ غَرِيْبٌ أَوْ عَابِرُ سَبِيْلٍ.

অর্থাৎ, "দুনিয়াতে তুমি এমন ভাবে থাক যেন তুমি কোন ভিনদেশী মুসাফির কিংবা পথিক"। (বুখারী শরীফ)

বাস্তবিক পক্ষে পুঁজিবাদের আদর্শ অনুসারীরা সম্পদ সর্বস্ব এক জঘন্য মানসিকতার শিকার হয়ে অর্থনৈতিক জানোয়ারে পরিণত হয়। এরা অপরকে শোষণ করে ব্যাংক ব্যালেন্সের পাহাড় গড়ে তোলে। নিজের উপার্জিত অর্থ নিজেই ভোগ করতে সদা ব্যস্ত থাকে। পরকালীন বিশ্বাসের অনুপস্থিতির দরূন জান্নাত প্রাপ্তির প্রত্যাশায় সম্পদ ব্যয় করার সামান্যতম চেতনাও এদের মধ্যে কাজ করে না।

মোটকথা, পুঁজিবাদী অর্থ ব্যবস্থায় আছে শুধু মানুষে মানুষে বৈষম্য আর অসমতা। ফলে ধনীরা হয় আরো ধনী, আর দুস্থ ও অসহায়েরা হয় দিনে দিনে আরো অসহায় ও সহায়সম্বলহীন মিসকীন। যার দৃষ্টান্ত আজ বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই পুরোপুরিভাবে বিদ্যমান।

অপরদিকে সমাজতান্ত্রিক বা সাম্যবাদী অর্থ ব্যবস্থা হচ্ছে আবেগময় একটি শ্লোগান মাত্র। এরা দেশে দেশে সাম্যের শ্লোগান শুনালেও প্রকৃতপক্ষে তাদের দ্বারা পৃথিবীর কোথাও সাম্য সৃষ্টি করা সম্ভব হয়নি। এ অর্থ ব্যবস্থাতেও ধনী দরিদ্রের বৈষম্য বিদূরিত করা মোটেও সম্ভব হয়নি।

পক্ষান্তরে ইসলাম জীবনোপকরণে মর্যাদাগত পার্থক্য স্বীকার করেও সামগ্রিকভাবে যে পর্যায়ের অর্থনৈতিক সাম্য গড়ে তুলেছিল তার চেয়ে উন্নততর ও শ্রেষ্ঠতম সাম্যের কোন নযীর অদ্যাবধি পৃথিবী পেশ করতে সক্ষম হয়নি এবং হবেও না।

ইসলাম শুধু এদের মত সস্তা শ্লোগান দিয়েই ক্ষান্ত হয়নি বরং খলীফা ও সাধারণ নাগরিকদের জীবনমানে যথার্থ সাম্যের বাস্তব নমূনা কার্যকর করেও দেখিয়েছে।

খেজুর পাতার চাটাইয়ে বসে দেশ শাসন করে, রাতের অন্ধকারে প্রজা সাধারণের বোঝা বহন করে, গোয়ালিনী কন্যার সাথে আপন পুত্রের বিবাহ বন্ধন সৃষ্টি করে খলীফাতুল মুসলিমীন হযরত উমর ফারূক রাযি. সৃষ্টি করেছেন সাম্য ও ইনসাফের এক অভিনব কালজয়ী উপমা।

সাধারণ সাম্যের প্রকৃষ্ট নযীর স্থাপনে সক্ষম হয়েছেন একমাত্র খুলাফায়ে রাশিদীন (রাযি.)।

বন্ধুগণ!

“সাম্যবাদী অর্থব্যবস্থার” হাল হাকীকত বুঝার জন্য আমাদের বেশি দূরে যাওয়ার প্রয়োজন নেই। সাবেক সোভিয়েত রাশিয়ার অর্থনীতির ভয়াবহ চিত্রই এর অসারতার জ্বলন্ত প্রমাণ।

অপরদিকে “মিশ্র অর্থ ব্যবস্থার” অবস্থা আরো শোচনীয়। “মরার উপর খাড়ার ঘা”, বা “বোঝার উপর শাকের আঁটির” যা হাল হয় এ অদ্ভুত অর্থ ব্যবস্থার হয়েছে সে পরিণতি। পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী উভয় অর্থব্যবস্থার যাবতীয় সমস্যাই এতে পরিপূর্ণভাবে উপস্থিত।

অতএব, এ অর্থ ব্যবস্থা সম্বন্ধে মন্তব্য যত কম করা হবে ততই ভাল।

ভাইয়েরা আমার!

আরবীতে একটি প্রবাদ প্রসিদ্ধ,

تُعْرَفُ الْأَشْيَاءُ بِأَضْدَادِهَا۔

অর্থাৎ, বিপরীত বস্তুর মাধ্যমে যে কোন জিনিস চেনা যায়। সাদার মাধ্যমে কালো, ভালোর সাথে তুলনায় খারাপ প্রষ্ফুটিত হয়।

সুতরাং অন্যান্য অর্থব্যবস্থার সাথে তুলনামূলক বিশ্লেষণের দ্বারা আমাদের সামনে মহান আল্লাহর ইশারায় রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কর্তৃক প্রদত্ত ও প্রবর্তিত অর্থব্যবস্থা, বিশ্বের সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ অর্থব্যবস্থা তথা ইসলামী অর্থব্যবস্থার শ্রেষ্ঠত্ব ও মহত্ত্ব আকাশের দেদীপ্যমান সূর্যের ন্যায় উজ্জ্বল হয়ে উঠল।

মহান আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

নারী

নারী-১

ষড়যন্ত্রের আবর্তে নারী সমাজ ও তাদের পর্দানীতি

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ الَّذِىْ هَدَانَا لِخَيْرِ الْأَدْيَانِ وَ الصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ اُرْسِلَ إِلٰى كَافَّةِ الْإِنْسِ وَ الْجَانِّ ، وَبَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى : يَا اَيُّهَا النَّبِيُّ قُلْ لِّاَزْوَاجِكَ وَبَنَاتِكَ وَنِسَاءِ الْمُؤْمِنِيْنَ يُدْنِيْنَ عَلَيْهِنَّ مِنْ جَلَابِيْبِهِنَّ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَا تَرَكْتُ بَعْدِىْ فِتْنَةً أَضَرَّ عَلَى الرِّجَالِ مِنَ النِّسَاءِ.

আজকের সভার মহামান্য সাদরে মাজলিস! মুআযযায বিচারকমণ্ডলী! মুহতারাম আসাতিযায়ে কিরাম ও বেরাদারে আযীয তলাবায়ে ইযাম!

পর্দা নহে অবরোধ + সকল পাপের প্রতিরোধ।

মানুষের জীবন ধারণের জন্য যে রকম ভাবে খাদ্য ও পানির প্রয়োজন, খাদ্য ও পানীয় ব্যতিরেকে যেমন মানুষ বাঁচতে পারে না, ঠিক তেমনি ভাবে “পর্দা” ও নারী জাতির জন্য এক অপরিহার্য বিষয়, অত্যাবশ্যকীয় বিধান।

খাদ্য পানীয়ের অভাবে জীবননাশের আশংকা যত বেশি, পর্দার অভাবে সমাজ ও জাতির নির্মল, স্বচ্ছ-সুন্দর সাবলীল শান্তিপূর্ণ সচল প্রবাহ অবরুদ্ধ হওয়ার আশংকা তার চাইতেও বেশি। কেননা যার খাদ্য বা পানির অভাব হয় সে শুধু নিজে মারা যায়, অথচ একজন পর্দাহীনা লজ্জাহীনা নারীর দরূন শুধু তার নিজেরই ধ্বংসকর্ম সাধিত হয় না বরং সাথে সাথে সে ধ্বংস করে সামাজিক পরিবেশ, ১০/২০ টি জীবন, সমাজ জীবনকে করে তোলে কলুষিত, সমস্যাসংকুল ও দুর্বিষহ। আর সে নিজেতো চরমভাবে ক্ষতিগ্রস্ত, লাঞ্ছিত ও ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় অনেক আগেই। এটাই পর্দাহীনতার খোদায়ী অভিশাপ, ও ভয়াবহ পরিণতি।

ভাইয়েরা আমার!

আজ এ পর্দার বিধান অনুসরণ না করার কারণেই পত্র পত্রিকা খুললেই দেখতে পাই নারীধর্ষণ, খুন, অপহরণ, এসিড নিক্ষেপ ইত্যাদি চরম দুঃখজনক ও লোমহর্ষক সংবাদ।

এ পর্দাহীনতার কারণেই আজ সমাজের ঘরে ঘরে স্বামী-স্ত্রীতে হচ্ছে মনোমালিন্য, ঘটছে ঝগড়া-কলহ, চলছে বিবাদ-বিসংবাদ, অবশেষে সোনার সংসার ভেংগে হচ্ছে খান খান।

এ পর্দাহীনতার বিষফলেই সমাজে চলছে যেনা-ব্যভিচার, লিপ্ত হচ্ছে যুবক-যুবতীরা অবৈধ কর্মকাণ্ডে, হারাচ্ছে নারী তার সবচাইতে মূল্যবান সম্পদ নারীত্ব, আর খোয়াচ্ছে কুমারী তার অমূল্য সতীত্ব।

এ পর্দাহীনতার দরুনই মহামারী আকারে ছড়িয়ে পড়ছে পরকীয়া প্রেম, লিভ টুগেদার, বয় ফ্রেণ্ড-গার্লফ্রেণ্ড কালচার, অশ্লীল পত্র পত্রিকা, পর্ণো সাহিত্য (?) ইত্যাদি।

এই পর্দাহীনতার কারণেই ৪ সন্তানের জননী রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যাচ্ছে দেবরের হাত ধরে, আবার ৬ সন্তানের জনক নিখোঁজ হয়ে যাচ্ছে আপন শ্যালিকার সাথে!

এই পর্দাহীনতার কুপ্রভাবেই উদ্ভব হচ্ছে নিত্য নতুন রোগ। মরণব্যাধি এইডস ও অন্যান্য ভয়ংকর ব্যাধি। যদ্দরুন এশিয়া থেকে আফ্রিকা, ইউরোপ হতে আমেরিকা সর্বত্রই মৃত্যুর হিম শীতল কোলে ঢলে পড়ছে লাখ লাখ বনী আদম।

আপনারাই বলুন। এসব পর্দাহীনতার নগদ অভিশাপ নয় কি?

সুতরাং ইসলাম নারী জাতিকে পর্দার যে বিধান দিয়েছে, কুরআনে কারীম সুস্পষ্ট ভাষায় পর্দাপালনের যে নির্দেশ দিয়েছে, সায়্যিদুল মুরসালীন খাতামুন নাবিয়্যীন প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আজ থেকে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই যে পর্দা নীতি প্রচলন করেছেন এটা কি বর্বর প্রথা, মধ্যযুগীয় বিধান, সেকেলে নিয়ম হতে পারে? হতে পারে কি এটা প্রগতি ও উন্নতির পথের প্রতিবন্ধক বা অন্তরায়? না, কস্মিন কালেও না।

সাথীরা আমার!

আমি গ্রগতির ধ্বজাধারী ঐ সব নারীবাদীদেরকে জিজ্ঞেস করতে চাই, “প্রগতির” অর্থ যদি হয় স্বেচ্ছাচারিতা, উলঙ্গপনা, বেহায়াপনা, বেলেল্লাপনা।

প্রগতির মানে যদি হয় উলঙ্গ অর্ধোলঙ্গ হয়ে হাইওয়ান-জানোয়ারের মত অপরের হাত ধরে নাইট ক্লাব আর ডিসকো বারে গিয়ে পেয়ালার পর পেয়ালা শ্যাম্পেন- হুইস্কি গিলে ঢলাঢলি নাচানাচি আর মাতামাতি!

প্রগতির উদ্দেশ্য যদি হয় ব্যভিচার-বহুগামিতা আর ফ্রী সেক্স বা জরায়ুর স্বাধীনতা!!

তাহলে একথা অবশ্যই ঠিক যে, চিরসুন্দর চিরশাশ্বত পর্দার বিধান এ ধরণের তথাকথিত প্রগতির প্রধান অন্তরায়।

আর তাই এ ধরণের ঘৃণিত ও নোংরা তথাকথিত প্রগতিকে আমরা জানাই ধিক শতধিক, থুথু ফেলি আমরা ঐ প্রগতির উপর, যে প্রগতি মানুষকে পরিণত করে পশুতে, যে প্রগতি সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব বনী আদমকে করে নির্লজ্জ মল খেকো প্রাণী বিশেষের ন্যায় অসভ্য, যে প্রগতি ঘরে ঘরে জ্বালিয়ে দেয় বিবাহ বিচ্ছেদ আর অশান্তির বহ্নিশিখা, যে প্রগতি হাজার হাজার সাজানো সোনার সংসার ভেংগে করে চুরমার।

সুস্থ বিবেক সম্পন্ন সাথীরা আমার!

ইতিহাস কালের নীরব সাক্ষী।

আমরা কি জানি? টানা ৮০০ বৎসর দোর্দণ্ড প্রতাপে শাসন করার পরও কেন মুসলমানদের হাত থেকে ফসকে গিয়েছিল তদানীন্তন শিক্ষা-দীক্ষা, সভ্যতা-সংস্কৃতি, তাহযীব-তামাদ্দুন, কৃষ্টি-কালচার, আর চোখ ধাঁধানো-মন মাতানো অপূর্ব সুন্দর নৈসর্গিক দৃশ্যের দেশ উন্দুলুস বা আজকের স্পেন?

কেন সুদীর্ঘ ৭০০ বছর জাঁকজমকের সাথে সিংহাসন দখলে থাকার পরও উপমহাদেশের স্বাধীনতার রক্তিম সূর্য অস্তমিত হয়েছিল?

হ্যাঁ, এর কারণ আর কিছু নয়। এর মূল কারণ হচ্ছে ইসলামের চির দুশমন ঐ ইয়াহুদী খ্রীস্টান হিন্দু ও বৌদ্ধ গোষ্ঠী ভাল করেই জানে যে, বোমা মেরে , গুলী চালিয়ে, পাশবিক নির্যাতন করে মুসলমানদের প্রাণের চেয়েও বেশী মূল্যবান "ঈমান" কে খতম করা যাবে না। এটম, হাইড্রোজেন বোম, আর মিসাঈল ও ক্রুজ ক্ষেপণাস্ত্র হামলা করে মুসলমানদের মুসলমানিত্ব ধ্বংস করা যাবে না।

বরং তারা বহু আলোচনা, পর্যালোচনা, গবেষণা ও রিসার্চের পর এ সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছে যে, মুসলমানদের ঈমান-আমল, মুসলমানিত্ব,

জিহাদী জযবা, দ্বীনী চেতনা ও আত্মাভিমানের জন্য বিধ্বংসী এটম আর সর্বনাশা মারণাস্ত্র হচ্ছে এই সব পর্দাহীন অর্ধোলঙ্গ নারী, এ নারীদের দ্বারাই মুসলমানদের ঈমান ও ইসলামকে তিলে তিলে নিঃশেষ করে দিতে হবে।

আর তাইতো আজ ঐসব মগজবেচা, বুদ্ধিবেচা তথাকথিত বুদ্ধিজীবীরা রুশ-আমেরিকার টাকা খেয়ে, দেশে এনজিও নামধারী কিছু কুচক্রী গ্রুপের মাধ্যমে আমাদের চিরসম্ভ্রান্ত পর্দানশীল, মা-বোনদেরকে বাড়ীর জান্নাতী পরিবেশ থেকে টেনে হেচড়ে বের করে সুখের সোনার হরিণ পাইয়ে দেয়ার রঙিন সঙ্গীন খোয়াব দেখিয়ে পর্দাহীন অর্ধনগ্ন করে, পেট পিঠ অনাবৃত করে রাস্তা ঘাটে নামাচ্ছে! তাদের মাধ্যমে শ্লোগান দেয়াচ্ছেঃ আমার দেহ আমার মন+তাতে কেন অন্য জন?

কিসের ঘর কিসের বর? সব হল স্বার্থপর!!

বন্ধুরা আমার!

আমি দৃপ্তকণ্ঠে বলে দিতে চাইঃ ধৈর্যের সীমা আছে, সহ্যের শেষ আছে। এতদিন পর্যন্ত তোমরা আঘাত হেনেছ আমাদের আ'মাল ও আখলাকের ডাল-পালায়-শাখা প্রশাখায়, কিন্তু এখন তোমরা সবদিক থেকে ব্যর্থ হয়ে, পুরোপুরি হতাশ হয়ে আমাদের "ঈমান" নামক বৃক্ষের গোড়া কাটতে উদ্যত হয়েছ?

কিন্তু তোমরা খুব ভালভাবে ইয়াদ রেখ, দিলের কর্ণে শুনে রাখ। আমরা আমাদের শরীরের আখেরী কাতরা লহু দিয়ে হলেও, জীবনের বাজি লাগিয়ে হলেও, সর্বোচ্চ শক্তি নিংড়ে দিয়ে হলেও আমাদের এ সুন্দর ও স্বাধীন সবুজ দেশকে, আমাদের ঈমান ও আকায়িদকে, আমাদের বিশ্বজয়ী তাহযীব ও তামাদ্দুনকে, আমাদের কালজয়ী সভ্যতা ও সংস্কৃতিকে, আমাদের প্রভু প্রদত্ত এ পর্দা বিধানকে, আমাদের সম্ভ্রান্ত মা বোনদেরকে তোমাদের সকল ষড়যন্ত্র ও চক্রান্ত হতে হিফাযত করবই করব। ইনশাআল্লাহ।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ

পরিবার

পরিবার-১

ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা

اَلسَّلَامُ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللهِ وَبَرَكَاتُه

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَهٗ وَالصَّلٰوةُ وَ السَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَّا نَبِيَّ بَعْدَهٗ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: وَلَا تَقْتُلُوْا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ.

وَ قَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ.

অদ্যকার মহতি জলসার মান্যবর সভাপতি! বিচক্ষণ বিচারকমণ্ডলী ও সুধী শ্রোতা!

আমার আজকের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে : "ইসলামের দৃষ্টিতে পরিবার পরিকল্পনা"। এ সম্পর্কে আমি আপনাদের সামনে কিঞ্চিৎ আলোকপাত করার প্রয়াস চালাব ইনশাআল্লাহ।

আজকের আলোচ্য বিষয়টি একদিকে যেমন গুরুত্বপূর্ণ; অপরদিকে অত্যন্ত সময়োপযোগী একটি বিষয়। এ জন্য আমি সেমিনার আয়োজনকারী কর্তৃপক্ষকে জানাই আন্তরিক মুবারকবাদ। কারণ হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ لَمْ يَشْكُرِ النَّاسَ لَمْ يَشْكُرِ اللهَ

"যে ব্যক্তি মানুষের কৃতজ্ঞতা আদায় করে না সে আল্লাহর কৃতজ্ঞতা আদায় করল না"। (তিরমিযী ২ : ১৭)

মুহতারাম হাযিরান!

আজ বিজ্ঞানের এ চরম উন্নতি ও পরম অগ্রগতির যুগে এই জন্ম নিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার ব্যাপারে দু'টি বিপরীতধর্মী মতামত পাওয়া যায়। যদ্দরূন সহজ সরল মানুষেরা বিভ্রান্তির শিকার হন।

একদল লোক যাদের মধ্যে নামধারী কিছু সরকারী আলেমও আছেন তারা ব্যাপকভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার পক্ষে যুক্তি প্রমাণ দাঁড় করিয়ে এটাকে জায়েয প্রমাণিত করতে চেষ্টা করেন। সরকার, এন জি ও, বিদেশী দাতাগোষ্ঠীও তাদেরকে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে পূর্ণ মাত্রায় সহযোগিতা করে যাচ্ছে। আর রেডিও, টিভির কভারেজপূর্ণ প্রচারণা তো আছেই।

এদের মত হল : জনসংখ্যার ক্রমবর্ধমান বিষ্ফোরণই হচ্ছে বর্তমান উন্নয়নশীল দেশ বিশেষত: মুসলিম দেশ (যেমন : বাংলাদেশ, ইন্দোনেশিয়া, ইত্যাদি) সমূহের জন্য সর্বপ্রথম ও সর্ব প্রধান সমস্যা। এবং তারা তাদের এ দাবীকে শক্তিশালী, জনপ্রিয় ও ব্যাপক করতে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে। ভরাটকণ্ঠে দরাজ গলায় সুললিত সুরে পবিত্র কুরআন ও পবিত্র হাদীসের গলত ব্যাখ্যা করে বুঝাতে আপ্রাণ চেষ্টা করছেন যে, জনসংখ্যা বেশি হলে, সন্তানাদী অধিক হলে কী সব সমস্যা ও অসুবিধা আর কম হলে কী সব ফায়েদা ও সুবিধা ইত্যাদি।

এক্ষেত্রে বিভিন্ন ডাক্তার, নার্স, ভ্রাম্যমান নারী স্বাস্থ্যকর্মীরাও দিনরাত দৌড় ঝাঁপ করছেন। এ ছাড়াও বিভিন্ন দৈনিক পত্রিকা তাদের সাপ্তাহিক স্বাস্থ্য বিভাগে এর স্বপক্ষে প্রবন্ধ নিবন্ধ ছাপছে, বিশেষ ক্রোড়পত্র প্রকাশ করছে। শুধু তাই নয়; এই গ্রুপটি এ বিষয়টিকে মসজিদের সম্মানিত খতীবগণের জুমুআর দিনের বয়ানের আলোচ্য বিষয় বানানোর জন্যও চাপ সৃষ্টির পাঁয়তারা করছে। এতদ্ব্যতীত সরকারী কিছু মোল্লা মৌলভীও বিষয়টির স্বপক্ষে ঢালাও ভাবে ফতোয়া প্রদান করছেন; আর দলীল পেশ করছেন কুরআনে কারীমের ঐ আয়াত:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَأَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔

অর্থাৎ "নিশ্চয়ই তোমাদের সম্পদ ও সন্তানাদী পরীক্ষার বস্তু"।

(সূরা আনফাল : ২৮, সূরা তাগাবুন : ১৫)

পক্ষান্তরে এর বিপরীতে বিপুল সংখ্যক হক্কানী আলেম, পীর-মাশায়েখ, বিভিন্ন মসজিদের মহামান্য ইমাম ও খতীবগণ জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার বিপক্ষে অবস্থান গ্রহণ করেছেন। তাঁরাও কুরআন-হাদীস থেকে অকাট্য সব প্রমাণাদী উপস্থাপন করে লোকদেরকে এর

ভয়াবহতা সম্বন্ধে বুঝাচ্ছেন, ইসলামী আইনশাস্ত্রের আলোকে ফতোয়া দিচ্ছেন ও বলছেন যে, একমাত্র শরয়ী ওযর ব্যতীত যেমন মারাত্মক স্বাস্থ্যহানি বা মৃত্যুর আশংকা ইত্যাদি ব্যতীত স্থায়ীভাবে জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার ব্যবস্থা গ্রহণ সম্পূর্ণ নাজায়েয ও হারাম। এই পক্ষের দলীল সম্বন্ধে একটু পরেই আলোচনা করছি।

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

এবার আসুন! আমরা বাস্তবতার নিরিখে সুস্থ মস্তিস্কে ঠাণ্ডা মাথায় চিন্তা করে দেখি যে, বাস্তবেই জন্ম সমস্যা আমাদের জন্য প্রকৃত সমস্যা কিনা?

জন্ম নিয়ন্ত্রণ ও পরিবার পরিকল্পনার স্বপক্ষের গ্রুপ বলছে: বর্তমানে যেভাবে মানুষ বাড়ছে এভাবে বাড়তে থাকলে আগামী ৫০ (পঞ্চাশ) বৎসর পর পৃথিবী বসবাসের উপযুক্ত থাকবে না। দেখা দিবে বিপুল পরিমাণ খাদ্য ঘাটতি, চাকুরীর সংকট, আবাসন সমস্যা ও অন্যান্য নানা অসুবিধা। যেমন যানজট, মানবজট, নৌযানজট, রেলজট, বিমানজট আরো কত কি!!

সম্মানিত উপস্থিতি!

কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে ইনসাফের কথা হচ্ছে এই যে, তাদের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভুল। কেননা মহান আল্লাহ আমাদের খালিক ও মালিক, এ জন্য আমাদের সকলের রিযকের দায়িত্বও তিনি নিজের নিকটেই রেখেছেন।

ইরশাদ হচ্ছে :

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللّٰهِ رِزْقُهَا -

অর্থাৎ "পৃথিবীর সমস্ত প্রাণীর রিযকের দায়িত্ব হচ্ছে আল্লাহর"।

(সূরা হুদ : ৬)

অন্যত্র বলেছেন ঃ

إِنَّ اللّٰهَ هُوَ الرَّزَّاقُ ذُو الْقُوَّةِ الْمَتِيْنُ -

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে আল্লাহই রিযকদাতা, শক্তির আধার, পরাক্রমশালী"। (সূরা যারিয়াত : ৫৮)

আর এ কারণেই মানুষ বৃদ্ধির সাথে সাথে আল্লাহ পাক কুদরতী ব্যবস্থাও সৃষ্টি করে দিয়েছেন।

যেমন বর্তমানে অত্যাধুনিক গৃহ নির্মাণ কৌশলে উন্নতির ফলে বহুতলাবিশিষ্ট ভবন নির্মাণ করে স্বল্প স্থানে থরে থরে প্রচুর ফ্লাট নির্মাণ করে অসংখ্য মানুষের বসবাসের ব্যবস্থা হচ্ছে।

তাছাড়া বর্তমানে বিভিন্ন সাগর-মহাসাগর ও নদ-নদীতে যেভাবে বিশাল বিশাল দ্বীপ আর চর জাগছে তা পৃথিবীর বর্তমান স্থল ভাগের সমান বা আরো বেশি বলে অনুমান করা হচ্ছে।

এতদভিন্ন আরব ও আফ্রিকার মরুভূমি মরুদ্যানে পরিণত হচ্ছে। গহীন জঙ্গল কেটে সাফ করে মনুষ্য বসবাসের উপযোগী করে গড়ে তোলা হচ্ছে। দুর্গম পাহাড়ী অঞ্চলগুলোতেও অসংখ্য লোকালয় গড়ে উঠছে। অন্যদিকে কম্পিউটার মোবাইল ইন্টারনেট ইত্যাদি বিভিন্ন আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে কোটি কোটি মানুষের কর্ম সংস্থানের ব্যবস্থা হচ্ছে।

অতএব, এ কথা দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠেই বলা যায় যে, পৃথিবীর সবটুকু পরিকল্পনা মাফিক আবাদ করতে পারলে আগামী কয়েক হাজার বছরেও মানব বসতিতে কোন সংকট সৃষ্টি হবে না ইনশাআল্লাহ।

সুতরাং আমরা বলবঃ জন্ম সমস্যা বাস্তবিক পক্ষে কোন সমস্যাই নয় বরং এটা শান্তির শ্লোগান তুলে, সুখের রঙ্গীন স্বপ্ন দেখিয়ে মানব হত্যারই এক জঘন্য অপচেষ্টা মাত্র।

প্রাণপ্রিয় সাথী ভাইয়েরা আমার!

এবার আসুন! আমরা পবিত্র কুরআনের দিকে তাকাই, দেখি পবিত্র কুরআন এ ব্যাপারে কী বলছে?

পবিত্র কুরআনের অসংখ্য স্থানে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ তা'আলা এই তথাকথিত জন্ম নিয়ন্ত্রণের নামে পরিবার পরিকল্পনার বিরুদ্ধে সুস্পষ্ট ভাষায় ইরশাদ করেছেন।

কোন স্থানে বলেছেন:

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ مِّنْ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَاِيَّاهُمْ

(সূরা আল আনআম ১৫১)

অন্যত্র বলেছেন:

وَلَا تَقْتُلُوْا اَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ اِمْلَاقٍ نَّحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَاِيَّاكُمْ اِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيْرًا

(সূরা বনী ইসরাঈল : ৩১)

আরো বলেছেন:

لَه مَقَالِيدُ السَّمَاوَاتِ وَالْاَرْضِ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَّشَاءُ وَيَقْدِرُ (সূরা শূরা ১২)

وَاِنْ مِّنْ شَيْءٍ اِلَّا عِنْدَنَا خَزَائِنُه وَمَا نُنَزِّلُه اِلَّا بِقَدَرٍ مَّعْلُوْمٍ (সূরা হিজর ২১)

ইত্যাদি আয়াতসমূহ।

তাছাড়া জনাব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করেন:

تَزَوَّجُوا الْوَدُوْدَ الْوَلُوْدَ فَإِنِّيْ مُكَاثِرٌ بِكُمُ الْأُمَمَ۔

অর্থাৎ, "তোমরা হৃদ্যতা সম্পন্না অধিক সন্তানদায়ী নারীদেরকে বিবাহ কর: কারণ কাল কিয়ামতের দিন আমি তোমাদের সংখ্যাধিক্য নিয়ে গর্ব করব"। (আবু দাউদ, নাসায়ী)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে:

عَلَيْكُمْ بِالْأَبْكَارِ فَإِنَّهُنَّ أَعْذَبُ أَفْوَاهًا وَ اَنْتَقُ اَرْحَامًا۔

অর্থাৎ, "তোমরা কুমারী মেয়েদেরেকে বিবাহ কর; কেননা তারা মিষ্টিভাষীনী ও অধিক সন্তান জন্ম দানের উপযুক্ত হয়ে থাকে।"

(ইবনে মাজাহ)

এছাড়া ইরশাদ হচ্ছে :

اِذَا أَرَادَ اللّٰهُ خَلْقَ شَيْءٍ لَمْ يَمْنَعْهُ شَيْءٌ۔

অর্থাৎ, "যদি আল্লাহ তা'আলা কোন বস্তু সৃষ্টি করতে চান তাহলে কোন কিছুই তাতে বাঁধা দিতে পারে না"। (সহীহ মুসলিম)

ইত্যাদি অসংখ্য হাদীস।

প্রাণপ্রিয় ভাইয়েরা আমার!

জন্মনিয়ন্ত্রণ বা পরিবার পরিকল্পনার পক্ষের লোকেরা লজ্জা শরমের মাথা খেয়ে, কুরআন ও হাদীসের ভুল ব্যাখ্যা দিয়ে মনগড়া যুক্তি খাড়া করে, সাধারণ মানুষকে বিভ্রান্ত করছে। তারা বলছে যে, পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে:

إِنَّمَا أَمْوَالُكُمْ وَ أَوْلَادُكُمْ فِتْنَةٌ۔

তাদের মতে আয়াতের অর্থ হল: "নিঃসন্দেহে তোমাদের সম্পদরাজী ও সন্তানাদী তোমাদের জন্য ফিতনা"। (সূরা আনফাল ২৮, সূরা তাগাবুন ১৫)

অতএব, খোদ আল্লাহ পাক যাকে ফিতনা হিসেবে আখ্যায়িত করেছেন, সেই ফিতনা হতে বাঁচতে হলে অবশ্যই জন্ম নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে! পরিবার পরিকল্পনা মেনে নিতে হবে! এর কোন বিকল্প নেই!!

আমি ঐ সব জ্ঞানপাপীদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই: আপনারা হয়ত فتنة (ফিতনা) শব্দটির অর্থই বুঝেননি, অথবা বুঝেও না বুঝার ভান করছেন। কেননা এখানে "ফিতনা" বলে আমরা সাধারণতঃ ফিতনার যে অর্থ বুঝে থাকি অর্থাৎ "ফ্যাসাদ" সেটা উদ্দেশ্য নয় বরং আরবীতে "ফিতনা" শব্দের প্রকৃত অর্থ হচ্ছে– "পরীক্ষার বস্তু"; আর সে অর্থই এখানে উদ্দেশ্য। অর্থাৎ, আল্লাহ পাক সন্তানাদীর নেয়ামত দান করে আমাদেরকে পরীক্ষা করতে চান যে, আমরা এদের মহব্বত ও ভালবাসায় বিভোর হয়ে তার যিকর ও স্মরণ থেকে গাফেল বা উদাসীন হয়ে যাই কিনা?

নতুবা এতে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই যে, সন্তানাদী আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত: তাইতো কুরআনে পাকে ইরশাদ হয়েছে।

رَبِّ هَبْ لِيْ مِنْ لَّدُنْكَ ذُرِّيَّةً طَيِّبَةً

(সূরা আলে ইমরান ৩৮)

رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ اَزْوَاجِنَا وَذُرِّيّٰتِنَا قُرَّةَ اَعْيُنٍ وَّاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِيْنَ اِمَامًا

(সূরা ফুরকান ৭৪)

قَالُوْا اَتَعْجَبِيْنَ مِنْ اَمْرِ اللهِ رَحْمَتُ اللهِ وَبَرَكَاتُه عَلَيْكُمْ اَهْلَ الْبَيْتِ اِنَّه حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ

(সূরা হুদ ৭৩)

وَبَشَّرُوْهُ بِغُلَامٍ عَلِيْمٍ

(সূরা যারিয়াত- ২৮)

আরো দেখুন! সূরা আল আরাফের ১৮৯, সূরা আল আহকাফের ১৫, সূরা তূরের ২১, সূরা আলে ইমরানের ৪৫, সূরা সাফফাতের ১০০, ১০১ ও ১১২, সূরা ইবরাহীমের ৩৯ ও ৪০ এবং সূরা বাকারার ১২৭ নম্বর আয়াত ইত্যাদি।

সময়ের স্বল্পতাহেতু আমি আয়াতগুলোর তরজমা করতে পারলাম না। আপনারা প্রয়োজনমতে নির্ভরযোগ্য অনুবাদ ও তাফসীর দেখে নিবেন। কিংবা হক্কানী রব্বানী উলামায়ে কিরাম থেকে বুঝে নিবেন।

বিবেকবান ও সচেতন শিক্ষিত ভাইয়েরা আমার!

বাস্তবিক পক্ষে এই "জন্ম নিয়ন্ত্রণ" বা "পরিবার পরিকল্পনা" কারীদের ছোট পরিবার, সুখী পরিবার, ছেলে হোক মেয়ে হোক দুটি সন্তানই যথেষ্ট, ইত্যাদি শ্লোগানগুলোই তো লোকদেরকে আকর্ষণ করার মূল হাতিয়ার।

বর্তমানে আরো একধাপ অগ্রসর হয়ে বলা হচ্ছেঃ একটি সন্তানই যথেষ্ট!? কিংবা: "বিবাহ হল এই সেদিন + কাটুক না নির্বিঘ্নে আরো কিছু দিন" ইত্যাদি শ্লোগান। আর এ সমস্ত শ্লোগানের উদ্দেশ্য ভীষণ ভয়ংকর।

এ সবের উদ্দেশ্য একটিই আর তা হচ্ছে যে ভাবেই হোক মুসলিম জনশক্তির বিপুল উত্থানকে রোধ করে মুসলমানদের অস্তিত্বকে বিলুপ্ত করে দেয়া।

ওদের মূল টার্গেটই হচ্ছে ইসলামী দেশগুলো। যার মধ্যে অন্যতম প্রধান হচ্ছে বাংলাদেশ। নতুবা বিশ্বসন্ত্রাসী ইয়াহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈলীদের প্রায় প্রতিটি ঘরে ডজনখানেক সন্তান থাকলেও এ ব্যাপারে ওদের মাথা ব্যথা নেই বরং ওদের মাথা ব্যথা হচ্ছে ইসলামী দেশ ও মুসলিম জনগোষ্ঠী নিয়ে।

তাই আজ ওরা জাতিসংঘ নামক কট্টর মুসলিম বিদ্বেষী আন্তর্জাতিক সংস্থাটির মাধ্যমে বেছে বেছে মুসলিম দেশগুলোতে এই "পরিবার পরিকল্পনা" যা মূলতঃ "মরিবার পরিকল্পনা" এর পক্ষে ন্যাক্কারজনক প্রচারণা চালাচ্ছে। আর কিছু সংখ্যক অপরিণামদর্শী ও নির্বোধ লোক ওদের গালভরা এসব বুলিতে বিভ্রান্ত হয়ে, ওদের ফাঁদে পা দিয়ে নিজের দুনিয়া-আখেরাতের সর্বনাশ করে চলেছেন।

خَسِرَ الدُّنْيَا وَالْآخِرَةَ ذَٰلِكَ هُوَ الْخُسْرَانُ الْمُبِينُ (সূরা হজ্ব : ১১)

কেউ কেউ তো ওদের কথায় এই কর্ম করে একমাত্র সন্তানকে হারিয়ে পাবনার পাগলা গারদে নিজের ঠিকানা বানিয়ে নিচ্ছেন, আবার কেউ মনের দুঃখে আত্মহত্যার পথ বেছে নিচ্ছেন, যদিও তা মহাপাপ। কেউ কেউ হচ্ছেন হায় হায় পার্টির সদস্য!

আসলে মূল সমস্যা হল আমাদের মহান আল্লাহর উপর ইয়াকীন ও বিশ্বাস এবং নির্ভরতা ও আস্থার অভাব, নতুবা যিনি আমাদের সৃষ্টি

করেছেন তিনিই আমাদের খাওয়াবেন, লালন পালন করবেন। এ চিন্তা থাকবে তাঁর, যিম্মাদারীও তাঁর, আমাদের এত মাথা ব্যথার কী আছে? এটাই অনধিকার চর্চা, যা চরম ভাবে নিন্দনীয়!

কবির কণ্ঠে বলতে ইচ্ছে হয়–

ভাবছ কিসে ভাবছ মিছে তুমি ভাববার কে?
যাঁর ভাবনা ভাবছেন তিনি তুমি ভাব তাঁকে।

অথবা আরবী কবির ভাষায়–

عَلَيْكَ بِتَقْوَى اللهِ إِنْ كُنْتَ عَاقِلًا + لِيَأْتِيْكَ بِالْأَرْزَاقِ مِنْ حَيْثُ لَا تَدْرِىْ

فَكَيْفَ تَخَافُ الْفَقْرَ وَ اللهُ رَازِقٌ؟ فَقَدْ رَزَقَ الطَّيْرَ وَ الْحُوْتَ فِيْ الْبَحْرِ.

وَمَنْ ظَنَّ أَنَّ الرِّزْقَ يَأْتِيْ بِقُوَّةٍ + لَمَا أَكَلَ الْعُصْفُوْرُ شَيْئًا مَعَ النَّسْرِ

অর্থাৎ, তোমার দায়িত্ব তাকওয়া বা আল্লাহভীতি অর্জন করা যদি তুমি বিবেকবান হয়ে থাক, তাহলে তিনি তোমাকে এমন স্থান থেকে রিযকের ব্যবস্থা করবেন যা তুমি কল্পনাও করতে পারবে না।

তুমি কেন দুঃস্থতার ভয় কর? অথচ তোমার প্রতিপালক আল্লাহ পাক হলেন রিযক দাতা। তিনি পাখিকে শূন্যে এবং মাছকে সমুদ্রের মাঝে রিযক দিয়ে থাকেন।

যে ধারণা করে যে রিযক আসে শক্তির জোরে! তার ধারণা ঠিক নয়; কারণ ব্যাপার যদি তাই হত, তাহলে চড়ুই পাখি শকুনের সাথে কিছুই খাবার পেতনা।

সম্মানিত শ্রোতাগণ!

তবে অত্যন্ত আনন্দের ব্যাপারে হচ্ছে এই যে, দেশের সকল হক্কানী আলেম, তাবলীগী মুরব্বী ও সাথীবৃন্দ, হক্কানী সিলসিলাভুক্ত পীর ছাহেব ও তাঁদের মুরীদগণ, দ্বীনদার ধর্মপ্রাণ জনগণ, গ্রামের সহজ সরল কিন্তু আল্লাহভীরু মানুষেরা ঐ সব পাশ্চাত্যের পোষা কুকুরদের সকল পরিকল্পনা চূর্ণ বিপূর্ণ করে দিয়েছে। ভেঙ্গে চূড়ে খান খান করে দিয়েছে ওদের স্বপ্ন সাধ। ওদের আশার গুড়ে পড়েছে বালি, মুখে পড়েছে চুনকালি।

ইনশাআল্লাহ, আল্লাহ পাক ওদের সকল ষড়যন্ত্র আর চক্রান্তকে অবশ্যই নস্যাৎ করবেন।

وَمَكَرُوْا وَمَكَرَ اللّٰهُ وَاللّٰهُ خَيْرُ الْمَاكِرِيْنَ

(সূরা আলে ইরমান ৫৪)

وَقَدْ مَكَرُوْا مَكْرَهُمْ وَعِنْدَ اللّٰهِ مَكْرُهُمْ وَاِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُوْلَ مِنْهُ الْجِبَالُ

(সূরা ইবরাহীম ৪৬)

মহান আল্লাহর লাখো কোটি শোকর যে, এই পদ্ধতি অবলম্বনের ফলে সমাজে জারজ সন্তান, সুদখোর, ঘুষখোর, মাস্তান, লুটেরা, দুর্নীতিবাজ, টাউট ও বাটপারদের সংখ্যা কিছুটা হলেও কমছে, নিয়ন্ত্রণে আসছে।

মোটকথা, কাটা দিয়েই কাটা তোলা যাচ্ছে, অপরের জন্য কূপ খুড়তে গিয়ে নিজেরাই সে কূপে পড়ে মরছে।

এটাই আল্লাহ পাকের ফয়সালা, কুদরতের চিরন্তন বিধান। এভাবেই তিনি সত্যকে বিজয়ী করেন, মিথ্যাকে পরাজিত করেন।

وَقُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا۔

(সূরা বনী ইসরাঈল ৮১)

قُلْ جَاءَ الْحَقُّ وَمَا يُبْدِئُ الْبَاطِلُ وَمَا يُعِيدُ۔

(সূরা সাবা ৪৯)

ভাইয়েরা আমার!

অদ্যকার সেমিনারের এ বারিধি তীরে এসে আমি পরিষ্কার ভাষায় বলতে চাই;

ইনশাআল্লাহ, আগামী শতক হবে ইসলামের শতক, মুসলমানদের পুনর্জাগরণের শতক। তার জন্য চাই বিপুল মুসলিম জনশক্তি। আর এটাই ঐ কাফের মুশরিক নাস্তিক মুরতাদদের সবচেয়ে বড় ভয়, মহা আতংক।

এ জন্যই "পরিবার পরিকল্পনা" ও "জন্ম নিয়ন্ত্রণ" নিয়ে ওদের এত লাফালাফি ও দাপাদাপি।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে সঠিক বুঝ দান করুন। আমীন!

اِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَذِكْرٰى لِمَنْ كَانَ لَه قَلْبٌ اَوْ اَلْقَى السَّمْعَ وَهُوَ شَهِيدٌ

আন্তর্জাতিক

আন্তর্জাতিক-১

জাতিসংঘ কার স্বার্থে?

نَحْمَدُهُ وَنُصَلِّيْ عَلٰى رَسُوْلِهِ الْكَرِيْمِ:

قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى: وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الْاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: اَلْمُؤْمِنُوْنَ كَجَسَدٍ وَاحِدٍ اِنِ اشْتَكٰى عَيْنُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ وَاِنِ اشْتَكٰى رَأْسُهُ اِشْتَكٰى كُلُّهُ -

অদ্যকার মহতি সেমিনারের মান্যবর সভাপতি! অভিজ্ঞ বিচারক পরিষদ! ও আপনারা যারা শুনছেন!

আজকের আলোচ্য বিষয় "জাতিসংঘ কার স্বার্থে"?

টগবগে তরুণ সাথীরা আমার!

আজকে আমাকে লাউডস্পীকারের সামনে দাঁড়াতে হয়েছে এমনই এক দুর্যোগপূর্ণ মুহূর্তে, যখন মাশরিক হতে মাগরিব তক তথা পূর্ব হতে পশ্চিম পর্যন্ত, আর শিমাল হতে জুনূব বা উত্তর হতে দক্ষিণ পর্যন্ত আল্লাহর প্রিয় হাবীব আখেরী নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর উম্মতের খুনের দরিয়া বয়ে চলেছে। বক্তৃতা দিতে হচ্ছে এমনই এক চরম অবস্থায়, যখন একমাত্র মুসলমান হওয়ার অপরাধে আফগানিস্তান ইরাক ও কাশ্মীরের মুসলমানদেরকে ঠাণ্ডা মাথায় বৃষ্টির মত গুলি চালিয়ে পাখির মত হত্যা করা হচ্ছে। যখন ইরাকের পবিত্র মাটিতে আমার ভাইয়ের কলজে ফাটানো, আরশ কাঁপানো আর্তচিৎকারে আকাশ বাতাস প্রকম্পিত, ঐ রূশ ও ইসরাঈলী শ্বেত ভল্লুকদের বলাৎকারে যখন আমার চেচনীয় ও ফিলিস্তীনী বোনেরা তড়পাচ্ছে।

জ্বী ভাইয়েরা!

এমনই এক হালতে আপনাদের সামনে এই আমি... কথা বলছি; যখন কিউবার গুয়েন্তেনামো বের ঐ কুখ্যাত বন্দী শিবিরে পাক কুরআনকে টয়লেটে ফেলে মানুষ নামের হিংস্র পশু ঐ মার্কিনী সেনারা পৈশাচিক উল্লাসে মেতে উঠছে।

মোটকথা, ইয়াহুদীবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী পুঁজিবাদী ও আগ্রাসনবাদী কাফির শক্তিগুলোর বিকট অট্টহাসি আর পিয়ারা নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] পিয়ারা উম্মাত, উম্মাতে মারহুমা উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার বুকফাটা আর্তনাদে খোদার দুনিয়ার বাতাস ভারী হয়ে উঠেছে, চারদিকে তাকালে নযরে আসে শুধু চাপ চাপ মুসলিম রক্ত আর ঈমানী লাশের মিছিল।

অথচ ঠিক সেই মুহূর্তে "বিশ্ব শান্তির তথাকথিত ঠিকাদার" (?) জাতিসংঘ নামক আমেরিকার পোষ্য বিড়াল সংস্থাটি নীরব বরং ক্ষেত্র বিশেষে সরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছে!

অথচ জাতিসংঘের দায়িত্ব ছিল বিশ্বের যে কোন স্থানে দলমত ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে যেখানেই কোন জাতি যে কোন ধরনের বিপর্যয় বা সমস্যার সম্মুখীন হবে তাদের সর্বাত্মক সাহায্যে এগিয়ে আসা।

তাই আজ মানবতাবাদী সুস্থ বিবেক সম্পন্ন প্রতিটি মানুষের মনে প্রশ্ন জেগেছে যে, আসলে জাতিসংঘ নামক এ অথর্ব সংস্থাটি কার স্বার্থে? কেননা গত নব্বই এর দশকে জাতিসংঘের চোখের সামনে বরং তাদের পরোক্ষ সহযোগিতায় দুমড়ে মুচড়ে থেতলে দেয়া হল ইউরোপের মুসলিম দেশ বসনিয়াকে। নির্মমভাবে শহীদ করা হল ১২ লক্ষাধিক অসহায় বনী আদমকে, পাশবিক অত্যাচার করে খৃস্টান সন্তান জন্ম দিতে বাধ্য করা হল ৬০ হাজার বসনীয় মুসলিম মা বোনকে!!

একই অবস্থা ভূস্বর্গ কাশ্মীরে। সেখানে ব্রাহ্মণ্যবাদী হায়েনাদের নির্মম অমানুষিক অত্যাচারে প্রতিদিন প্রাণ হারাচ্ছে আমার কাশ্মীরী ভাইয়েরা, নির্যাতিতা ও ধর্ষিতা হচ্ছে মা ও বোনেরা।

১৯৮৯ সাল হতে এ পর্যন্ত ঐ জালেমদের হাতে শহীদ হয়েছে প্রায় দু লক্ষাধিক কাশ্মীরী মুসলমান।

অথচ জাতিসংঘ সব দেখেও কানে দিয়েছে তুলা, আর পিঠে নিয়েছে কুলা। সে এ ক্ষেত্রে "টু" শব্দটি পর্যন্ত করছে না, বরং "যতদোষ নন্দঘোষ" এর মত সব দোষ পাকিস্তানী মুজাহিদদের উপর চাপিয়ে দিয়ে পাকিস্তানকে একঘরে করার নির্লজ্জ অপচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে।

আর মাঝে মাঝে কাশ্মীরীদের সামনে সায়ত্ত্ব শাসনের মুলা ঝুলিয়ে দিয়ে ওদেরকে মিথ্যা সান্ত্বনা প্রদানের ব্যর্থ চেষ্টা করছে।

মুজাহিদ সাথীরা আমার!

কিন্তু দেখুন! বিশ্ব সংস্থাটির এ কি অদ্ভুত আচরণ!! ইন্দোনেশিয়ার পূর্ব তিমুরের সাথে! মাত্র কয়েক বছরের স্বাধীনতা সংগ্রাম করা মাত্রই স্বাধীনতা দিয়ে দেয়া হল ঐ বিচ্ছিন্নতাবাদী উগ্রবাদী খ্রীস্টান জনসংখ্যা অধ্যুষিত পূর্ব তিমুরকে! অথচ স্বাধীনতার সোনার হরিণ এখনও নাগালের বাইরে ঐ কাশ্মীরীদের জন্য, প্রায় ৭০ বছরের সুদীর্ঘ ন্যায় সংগত সংগ্রামের পরও। কারণ একটিই, আর তা হল ওরা মুসলমান; মহান আল্লাহর প্রিয় হাবীবের ওরা ইয়াতীম উম্মাত।

একই অবস্থা দক্ষিণ সুদানে। খ্রীস্টান সন্ত্রাসীদেরকে অস্ত্র দিয়ে অর্থ দিয়ে মুসলিম সরকারের বিরুদ্ধে উস্কে দিয়ে দক্ষিণ সুদানকে পৃথক স্বতন্ত্র খ্রীস্টান রাজ্য বানানো হলো যা কিছুতেই বরদাশত করা যায় না।

আমাদের বাংলাদেশের এক দশমাংশ পার্বত্য চট্টগ্রামকে নিয়েও চলছে গভীর চক্রান্ত।

সাথীরা আমার!

তাকিয়ে দেখুন লেবাননের দিকে, মুসলিম প্রধানমন্ত্রী রফীক হারীরীকে পূর্ব পরিকল্পিত উপায়ে ঠাণ্ডা মাথায় খুন করে দুই তৃতীয়াংশ জনগোষ্ঠী হওয়া সত্ত্বেও মুসলমানদেরকে নিজ ঘরে পরবাসী বানিয়ে দীর্ঘ তিন দশক অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করা সিরীয় সেনাবাহিনীকে জোরপূর্বক লেবানন ত্যাগে বাধ্য করে লেবাননকে স্বাধীন খ্রীস্টান রাষ্ট্র করার নীল নকশা ইতোমধ্যেই তৈরী হয়ে গেছে।

চির বিপ্লবী সাথীরা আমার!

একটু লক্ষ্য করুন ঐ ফিলিস্তীনীদের দিকে। নিজ মাতৃভূমিতে আজ তারা পরাধীন। উড়ে এসে জুড়ে বসেছে তাদের উপর চির অভিশপ্ত

ঈয়াহুদী গোষ্ঠী। এই ইসরাঈলই হচ্ছে সারা বিশ্বে সন্ত্রাসের মূল হোতা। মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোড়া এই অবৈধ জারজ রাষ্ট্রটি আজ ইসলামের পবিত্র দুই ভূমি মক্কা মুকাররামা ও মদীনা মুনাওয়ারায় পর্যন্ত হামলার পৈশাচিক হুমকী-ধমকী ঝাড়ার দুঃসাহস দেখাচ্ছে। আমেরিকা ইংল্যান্ডের পা চাটা কুকুর এই বিশ্ব সন্ত্রাসী রাষ্ট্রটির কুখ্যাত সেনাবাহিনীর হাতে প্রতিদিন শহীদ হচ্ছে অগনিত ফিলিস্তীনী, ওদের জিন্দানখানায় ধুঁকে ধুঁকে মরছে অসংখ্য তাজাপ্রাণ টগবগে মুসলিম যুবক। বাবার সামনে তার কলিজার টুকরা মেয়েকে আর ছেলের সামনে তার স্নেহময়ী মাকে পৈশাচিক ভাবে ধর্ষণ করা হচ্ছে। এমনি হাজারো জুলুম নির্যাতনের নযীর বিহীন নযীর স্থাপন করে চলছে ঐ ইসরাঈলী নরপশুগুলো।

অথচ বিশ্ব শান্তির ললিতবাণী প্রচারকারী, মানবাধিকার এর গগনবিদারী শ্লোগান উচ্চারণকারী জাতিসংঘ নামক সংস্থাটি এসব কিছু দেখেও যেন না দেখার ভান করছে। বরং উল্টো ফিলিস্তীনীদের স্বদেশভূমি উদ্ধারের জন্য মরণপণ জিহাদকে সন্ত্রাসবাদ-জঙ্গিবাদ ইত্যাদি আখ্যা দিয়ে ওদেরকে অপরাধী সাব্যস্ত করার হীন পাঁয়তারা চালাচ্ছে। যেই ফিলিস্তীনীরা শত শত বছর ধরে এই অঞ্চল আবাদ করেছে, প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে এখানে বসবাস করে আসছে; তাদেরকেই উদ্বাস্তু হিসেবে মানবেতর জীবন যাপন করতে হচ্ছে। এর চেয়ে দুঃখের বিষয় আর কী হতে পারে?

জিহাদী কাফেলার অগ্রসেনানী ভাইয়েরা আমার!

আজ একই চিত্র দেখা যাচ্ছে পুরো দুনিয়ায়। বার্মার (বর্তমানে মিয়ানমার) সামরিক জান্তার প্রচণ্ড নিপীড়নে রোহিঙ্গা মুসলিমদের অস্তিত্ব আজ ধ্বংসের সন্মুখীন। থাইল্যান্ডে এইতো সেদিন ঠাণ্ডা মাথায় খুন করা হল শতাধিক মুসলিম যুবককে। ফিলিপাইনের মিন্দানাও উপত্যকা লালে লাল হয়ে যাচ্ছে নিরীহ মরো মুসলিমদের লাল খুনে। চীনের সিংকিয়াং ও ঝিনঝিয়ান প্রদেশে চলছে উম্মাতে মুহাম্মাদিয়ার উপর লোমহর্ষক নির্যাতন। আমরা ক'জনই বা তার খবর রাখি? অথচ চাইনীজরা দাবী করে যে, তারা গৌতম বুদ্ধের অহিংস নীতিতে বিশ্বাসী!! যেখানে কোন প্রাণী হত্যা করা নাকি মহাপাপ আর এ জন্যই নাকি তারা কোন প্রাণীর গোশত

খায়না! অথচ সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ জীব মানুষকে তারা পাখির মত গুলী করে হত্যা করছে। "এখানে প্রাণী হত্যা মহাপাপ" এর ধর্মবাণী কোথায় গেল?

ভাইয়েরা আমার!

এই দুঃখের কাহিনী আপনাদেরকে আর কত শোনাবো? আজ বিশ্বের একমাত্র সত্যিকার খাঁটি ইসলামী রাষ্ট্র আফগানিস্তানে লক্ষ লক্ষ টন বোমা ফেলে, হাজার হাজার নিরীহ মানুষকে শহীদ করে, নির্যাতিত মানবতার মহান কল্যাণকামী নেতৃবৃন্দকে মিথ্যা ও অন্যায় ভাবে চরম সন্ত্রাসী আখ্যা দিয়ে আফগানিস্তানে শান্তি স্থাপনের নামে আশান্তির বীজ বপন করছে ঐ বিশ্বসন্ত্রাসের মোড়ল বুশের আমেরিকা, লুটেপুটে খাচ্ছে হাজার হাজার কোটি টাকার সম্পদ জাতিসংঘের নাকের ডগায় বসে।

কিন্তু কোথায় গেল জাতিসংঘের সে দরদ? এর মূল কারণ আশা করি আর ব্যাখ্যা করে বলতে হবে না।

আমরা জানতে চাই আজ ইরাকে কোন্ সে রাসায়নিক অস্ত্র পাওয়া গেছে? কোন্ অপরাধে আমেরিকা ইরাকের পবিত্র মাটিকে যেখানে শুয়ে আছেন অসংখ্য নবী রাসূল পীর আওলিয়া; নাপাক করছে? কেন আজ আবুগারীব কারাগারে ঘৃণ্য জুলুম চলছে অসহায় ইরাকীদের উপর?

কে দিবে এ সব প্রশ্নের উত্তর?

বিপ্লবী কাফেলার দামাল সাথীবৃন্দ!

আজ কোন্ সে কারণে বিপুল ভোটে পাস করা সত্ত্বেও মিসরের ইখওয়ানুল মুসলিমূন বা মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আলজেরিয়ার ইসলামিক স্যালভেশন ফ্রন্ট, তিউনিসিয়ার আন নাহদাহ ও তুরস্কের ইসলামপন্থী রাফাহ পার্টিকে দেশ শাসন করতে দেয়া হচ্ছে না? কী তাঁদের অপরাধ? কোথায় ঐ জাতিসংঘ?

সম্মানিত উপস্থিতি!

এখন আর নরম গরম বক্তৃতা দিলেই চলবে না, বরং আমাদের সমস্যা সমাধানের জন্য আমাদেরকেই উদ্যোগী হতে হবে। জাতিসংঘ আমাদের কোনই উপকার করবে না। কেননা এ কথা দিবালোক সম সুস্পষ্ট যে, এ সংস্থাটি হল আমেরিকার পোষ্য একটি সংস্থা, যার মূল লক্ষ্যই হল

ইয়াহুদী-খ্রীস্টান-বৌদ্ধ-হিন্দু ইত্যাদি অমুসলিম জাতির স্বার্থ রক্ষা করা ও ইসলাম এবং মুসলমানদেরকে ছলে বলে কৌশলে "সাইজ" করা।

অতএব, সর্বপ্রথম আমাদের সকলকে পারস্পরিক সকল খুঁটিনাটি মতভেদ ভুলে গিয়ে وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا এর আদর্শে অনুপ্রাণিত হয়ে, এর চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে গা ঝাড়া দিয়ে কোমর সোজা করে দাঁড়াতে হবে। গড়ে তুলতে হবে সমস্ত বাতিল ও কুফরী শক্তির বিরুদ্ধে অপ্রতিরোধ্য দুর্বার আন্দোলন, জ্বালাতে হবে প্রতিটি ঈমানদারের বুকে জিহাদী চেতনা ও বিপ্লবের বহ্নিশিখা, যে বহ্নি শিখায় জ্বলে পুড়ে ছারখার হয়ে যাবে সমস্ত বাতিল, কুফরী, খোদাদ্রোহী ও তাগুতী শক্তি। টলিয়ে দিতে হবে বুশের ঐ তখতে তাউস, ভেঙ্গে চুরমার করে দিতে ঐ দালাল গাদ্দার জাতিসংঘের সদর দপ্তর।

বন্ধুরা আমার!

জাতিসংঘের সঠিক সুফল লাভ করতে হলে প্রতিষ্ঠা করতে হবে স্বতন্ত্র মুসলিম জাতিসংঘ।

কি বলেন আপনারা রাজী আছেন না?

সুপ্রিয় শ্রোতামণ্ডলী?

ইনশাআল্লাহ সেদিন বেশি দূরে নয় যেদিন কুফরী শক্তির ভগ্ন স্তুপের উপর পত পত করে উড়বে ইসলামপন্থীদের কালিমায়ে তায়্যিবাহ খচিত সবুজ হেলালী নিশান।

পূর্বদিগন্তে উদ্ভাসিত হবে ভোরের সেই সোনালী সূর্য যার তীব্র আলোক রশ্মিতে জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাবে সকল অশুভ ও বাতিল শাক্তি, আর নব উদ্দীপনায় আড়মোড় ভেঙ্গে জেগে উঠবে মুসলিম শক্তি ও ঐতিহ্যের ধারক বাহক সিংহ শার্দূল ঈমানদীপ্ত মুজাহিদ বাহিনী।

কুদরত আমাদেরকে বাতিল প্রতিরোধ ও হক্ব প্রতিষ্ঠার সঠিক ও নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় অগ্রসর হওয়ার তাউফীক দান করুন। আমীন।

نَصْرٌ مِّنَ اللّٰهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ

আন্তর্জাতিক-২

মুসলিম জাতি ঃ নির্যাতন ও প্রতিকার

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَ كَفٰى وَسَلَامٌ عَلٰى عِبَادِهِ الَّذِيْنَ اصْطَفٰى أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللّٰهُ تَعَالٰى:

وَلَا تَهِنُوْا وَلَا تَحْزَنُوْا وَاَنْتُمُ الاَعْلَوْنَ اِنْ كُنْتُمْ مُّؤْمِنِيْنَ.

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: إِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللّٰهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ.

আজকের বর্ণাঢ্য সেমিনারের স্বনামধন্য সভাপতি! সুপণ্ডিত বিচারকমণ্ডলী ও সম্মানিত সুধীবৃন্দ!

রক্ত গালিচায় শুয়ে কাতরাচ্ছে ইনসানিয়্যাত এর পৃথিবী। উত্তর পশ্চিম গোলার্ধ হতে ইথারে পাথারে ভেসে আসছে বসনিয়াবাসীর কান্নার সকরুণ সুর! পূর্ব অন্তরীক্ষে তরঙ্গায়িত হচ্ছে ফিলিপাইনের মিন্দানাওয়ের মরো মুসলিম জাতির ছাতিফাটা আর্তনাদ। মধ্যপ্রাচ্যে ইরাকের আবু গারীব কারাগার আর ঐ কিউবার গুয়েন্তেনামোবের মযলূমানদের বুকফাটা আহাজারীতে কেঁপে কেঁপে উঠছে মহান আল্লাহর আরশে আযীম।

এক কথায় নির্যাতন, শোষণ, জুলুম ও নিপীড়নের কালোদৈত্য চেপে বসেছে ভাগ্য বিড়ম্বিত মুসলিম জাতির ন্যুব্জ স্কন্ধে। কিন্তু কেন এই নির্যাতন? কী দোষ করেছে মুসলিম জাতি? কোন সে মহা অন্যায় করেছে উম্মাতে মুহাম্মাদী? কী অপরাধ করেছি আমি? আসুন তা তলিয়ে দেখি।

সম্মানিত উপস্থিতি!

চৌদ্দশ’ বছরের অবিনাশী শাশ্বত চেতনা সমৃদ্ধ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার আমার গর্ব, এই কি আমার অপরাধ? সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ ধর্ম ইসলামের অনবদ্য শিল্প-সাহিত্য, শিক্ষা-সংস্কৃতি আমার গর্বের ধন, এই অপরাধহীন অপরাধে গর্বিত অপরাধী বলেই কি আজ ভূস্বর্গ কাশ্মীর উপত্যকায় আমার পাশে দাঁড়ানোর মত কেউ নেই?

মুসলমানমুক্ত নব্য ইউরোপ গড়ার দুঃস্বপ্ন বিদ্ধ নব্য স্পেনে আমার অসহায়ত্ব দেখে ঐ সার্বীয় নরপশুগুলো পিলে চমকানো ক্রূর অট্টহাসিতে ফেটে পড়ে, কিন্তু সেখানে তো কোন ইউসুফ বিন তাশফীনের দৃষ্টি পৌঁছায় না?

ফিলিস্তীনের মসজিদে আকসার প্রভু সান্নিধ্যের নিভৃত আঙ্গিনায় আমি তো সালাহুদ্দীন আইউবীর জন্য চাতক নয়নে তাকিয়ে থাকি, কিন্তু কোথায় তিনি?

আমি হিন্দুকুশ পর্বতমালার পাদদেশে কোন মুহাম্মাদ বিন কাসিমের জন্য অধীর আগ্রহে অপেক্ষমান, কিন্তু কেন সে আসছে না?

অটোমান সাম্রাজ্যের চেঙ্গিজ আর হালাকু খানের তাতারী নৃশংসতা যেখানে খেলো হয়ে গিয়েছে, সেই দিল্লী-গুজরাট, আর কাশ্মীর-অযোধ্যায় আমি কোন মাহমূদ গযনভী আর ইখতিয়ারুদ্দীন মুহাম্মাদ বিন বখতিয়ার খিলজীর বিজয়ী অশ্বখুরের খট্ খট্ আওয়ায শোনার জন্য সচকিত কর্ণ পেতে থাকি; কিন্তু এ আমি কী দেখছি? আমি তো দেখছি সবাই অলসতার গাঢ় নিদ্রায় বিভোর!

সে কোন অপরাধ! যার জন্য আমাদের আফগানী ভাইবোনদের মাথায় হাজার হাজার টন বোমা ফেলা হল? সে কোন অন্যায়? যার জন্য শান্তিপূর্ণ নির্বাচনে বিপুল ভোটে বিজয়ী হওয়া সত্ত্বেও আলজেরিয়ায় আমাদেরকে ক্ষমতায় বসতে দেয়া হলনা? কোন সে কসুর? যদ্দরূন ইরাকের পবিত্র ভূমি আজ ঐ মার্কিন হায়েনাদের পদতলে পিস্ট? সে কোন্ অপরাধ যার জন্য আমি চেচনিয়া, উজবেকিস্তান আর দাগেস্তানে মাথা উঁচু করে দাঁড়াতে পারিনা? কোন্ সে কারণে শহীদ হল ঐ রামপন্থী ব্রাহ্মণ্যবাদী আগ্রাসী শিবসেনাদের হাতে আমাদের বাবরী মসজিদ?

কেনই বা সাজানো নাটকের মাধ্যমে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টি করে পৈশাচিক কায়দায় আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা হল ঐ তথাকথিত ধর্ম নিরপেক্ষতার দাবীদার ভারতের গুজরাটে আমার নিরীহ দুই সহস্রাধিক ভ্রাতা-ভগ্নিকে? কেন আজ আমি মিয়ানমারের আরাকান রাজ্যে, চীনের সিংকিয়াং প্রদেশে নির্মমভাবে নির্যাতিত?

আমার এই সীল আটা বুকের বিপন্ন প্রশ্নাগুলোর জবাব ঐ আমেরিকা ইংল্যান্ডের সাদা চামড়াধারীরা দিবে কি?

না, এর উত্তর ওরা কোনদিন দেয়নি, দিবেও না।

সংগ্রামী সাথীরা আমার!

এখন আর নির্যাতনের ফিরিস্তি গণনার সময় নেই: বরং এখন হচ্ছে প্রতিশোধ নেয়ার পালা। আজ আমি তোমাদের নয়নে দেখছি অশ্রুধারা,

কিন্তু এ জমিন চাইছে তোমাদের তপ্ত তাজা খুন। মনে রেখ! কওমের ইযযত আযাদীর ইতিহাস লেখা হয় খুন দিয়ে আঁসু দিয়ে নয়।

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার!

মুসলিম জাতির নির্যাতন প্রতিকারার্থে আজ আমাদেরকে ৪টি বিষয় বুকে আগলে এগুতে হবে।

প্রথমতঃ আমাদের ঈমান আমলকে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম, সাহাবায়ে কিরাম রাযি. ও সালাফে সালিহীনের কষ্টি পাথরে ঘষে মেজে সাফ করে নবায়ন করতে হবে।

দ্বিতীয়তঃ একটি শক্তিশালী প্রচার মাধ্যম গড়তে হবে। ঐ ইয়াহুদী মদদপুষ্ট B.B.C আর ভয়েস অব আমেরিকা যেহেতু দেশে দেশে মুসলিম নির্যাতনের সংবাদ যথার্থভাবে প্রচার করে না বিধায় মুসলিম বিবেক সোচ্চার হয় না। তাই আজ আমাদেরকে একটি বিশ্বমানের ইসলামী প্রচার মাধ্যম গড়ে তুলতে হবে।

তৃতীয়ত যেহেতু আজকের জাতিসংঘ আমেরিকার পদলেহী সংঘে পরিণত হয়েছে; বিধায় নির্যাতিত-নিপীড়িত ইসলামী দুনিয়ার জন্য একটি পাল্টা মুসলিম সংঘ গড়ে তুলতে হবে।

তবে সাথে সাথে লক্ষ্য রাখতে হবে যেন সেটা ও,আই,সি, বা আরবলীগ মার্কা পুতুল সংঘ না হয়, হামীদ কারজাই কিংবা পারভেজ মোশাররফ মার্কা কোন গাদ্দার যেন সেখানে না থাকে।

চতুর্থতঃ আমেরিকা গ্রেট বৃটেনের ন্যায় বার্ষিক বাজেটের সিংহভাগ সামরিক খাতে ব্যয় করতে হবে। গড়ে তুলতে হবে একটি বিশাল অস্ত্র ভাণ্ডার, প্রস্তুত করতে হবে মুসলিম বিজ্ঞানীদের দ্বারা রাসায়নিক শক্তি, এফ ১৬, মিগ-২১ ও বি ৫২ টর্নেডো, জাগুয়ার এর মত অত্যাধুনিক বিমান।

এই ৪টি বিষয়ের সমাধান করতে পারলেই মুসলিম নির্যাতন বন্ধ হবে বলে আমি দৃঢ়ভাবে আশাবাদী।

বিদগ্ধ সুধীবৃন্দ!

আমি অদ্যকার এই মাহফিল থেকে বলিষ্ঠ কণ্ঠে ঘোষণা করতে চাই: তোমরাতো সে জাতির সন্তান, ইউরোপের অহংকার মাটির সাথে মিশিয়ে

দিয়েছে যারা, যাদের বিজয় গতির অপ্রতিরোধ্য অগ্রযাত্রা ধাক্কা দিয়েছিল ফ্রান্স আর সাইপ্রাসের দাম্ভিক প্রাসাদে। যাদের অশ্বের শুভ্রতা পর্বতমালার শুভ্রতাকেও হার মানাত, সেই মহান বীরদের সন্তান হয়ে আজ তোমরা নিশ্চল রয়েছ? তোমাদের সেই টগবগানো খুন কি শুকিয়ে গেছে? তোমাদের সেই জিহাদী জোশ কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? তোমাদের সেই ঝলকিত তরবারীগুলো কি ভোঁতা হয়ে গেছে? তোমাদের সেই তারুণ্যের আবেগ কি মরে গেছে?

যদি না হয়ে থাকে; তাহলে পুনরায় মহান আল্লাহ উপর ভরসা করে, জিহাদী চেতনায় রয়েল বেঙ্গল টাইগারের ন্যায় গর্জে উঠো, তোমাদের সামান্যতম শহীদী জোশ থাকলেও খালিদী হুংকারে ধরা প্রকম্পিত করে আকাশ বাতাস কাঁপিয়ে, গলা ফাটিয়ে চিৎকার করে ঘোষণা দাও : আমরা সেই সে জাতি, মৃত্যুকে যারা এত বেশি ভালবাসে যেমন তোমরা ভালবাস হে কাফেররা-নারী ও মদকে!

আমরাতো সেই সে জাতি, যে জাতির মহান নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] সারা শরীর রক্তে রঞ্জিত হয়েছে জিহাদের ময়দানে।

ভাইয়েরা আমার!

মনে রেখ! তোমাদের ইনকিলাবী পথে রয়েছে বাঁধা বিপত্তির বিশাল খাদ, তোমাদের লাশ দিয়েই পূরণ করতে হবে তা। তোমাদের সামনে রয়েছে মুসীবতের তুফান, দুরন্ত সাহস নিয়ে মুকাবিলা করতে হবে যা। ঐ শোন কান পেতে! আমার কাশ্মীরী বোনদের আর্তনাদ:

رَبَّنَا اَخْرِجْنَا مِنْ هٰذِهِ الْقَرْيَةِ الظَّالِمِ اَهْلُهَا -

ঐ শোন ইরাকী মযলূমদের আর্তচিৎকার:

مَتٰى نَصْرُ اللهِ؟ مَتٰى نَصْرُ اللهِ؟

হ্যাঁ, আমাদেরকে পারতেই হবে। আমাদের অবশ্যই ঐ মযলূমানদের সাহায্যে এগিয়ে যেতে হবে, জান নিয়ে, মাল নিয়ে। এটা আমাদের ঈমানী দায়িত্ব, কুরআনী ফরীযা।

আল্লাহ পাক আমাদের সকলকে কবূল করে নিন। আমীন!

আন্তর্জাতিক-৩

ট্রানজিট : বাংলাদেশের স্বাধীনতা ক্ষুণ্নের এক অশুভ পাঁয়তারা

بَعْدَ الْحَمْدِ لِلّٰهِ تَعَالٰى وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى رَسُوْلِ اللهِ. قَالَ تَعَالٰى: لَتَجِدَنَّ اَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً لِّلَّذِيْنَ اٰمَنُوْا الْيَهُوْدَ وَالَّذِيْنَ اَشْرَكُوْا۔

অদ্যকার মনোজ্ঞ আলোচনা সভার মহামান্য সভাপতি! মাননীয় বিচারক পরিষদ ও দেশপ্রেমিক তরুণ ছাত্র ভাইয়েরা!

"ট্রানজিট" মূলতঃ একটি ইংরেজী শব্দ (Transit) যার অর্থ পরিবহন সুবিধা।

আমরা প্রায় সকলেই জানি ১৩০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত, ৩০টি বিশাল রাজ্য সমৃদ্ধ, সাড়ে ১২ লক্ষ মাইল আয়তন সম্পন্ন, আসমুদ্র হিমাচল বিস্তৃত সুবিশাল ভারতের প্রায় সবটাই পশ্চিমাঞ্চলে অবস্থিত।

এদিকে ভারতের পূর্বাঞ্চলে রয়েছে মাত্র ৭টি রাজ্য, যাকে সেভেন সিস্টার্স বা সপ্ত কন্যাও বলা হয়। রাজ্যগুলো হল-আসাম, ত্রিপুরা, মনিপুর, মেঘালয়, মিজোরাম, নাগাল্যাণ্ড ও অরুণাচল।

যেহেতু এ ৭টি রাজ্যের সঙ্গে পশ্চিমাঞ্চলের অন্যান্য রাজ্যের তথা ভারতের বৃহৎ অংশের যোগাযোগের মাধ্যম অত্যন্ত সংকীর্ণ ও দুর্গম, কেননা এ ক্ষেত্রে যোগাযোগের পথ মাত্র ১ টিই, আর তা হচ্ছে ঐ শিলিগুড়ির মাত্র ১৪ মাইলের সংক্ষিপ্ত করিডোর।

আর বর্তমানে যেহেতু ভারতকে এই করিডোর দিয়েই তাদের লক্ষ লক্ষ টন শিল্পপণ্য, বাণিজ্যিক মালামাল, সৈন্য সামন্ত, সমরাস্ত্র ও গোলাবারুদ সরবরাহ করতে হয়, মূলতঃ এ কারণেই ভারতের দরকার পূর্বাঞ্চলের সাথে সংযোগ স্থাপনকারী প্রশস্ত সহজ ও নিস্কণ্টক পথ, যে পথে স্বাচ্ছন্দ্যে নির্বিঘ্নে চলাচল করবে ভারতীয় রেলগাড়ী, চলবে তাদের দানবীয় ট্রাক, ছুটবে তাদের দূরপাল্লার বাস ও পরিবহন ইত্যাদি।

এই হল ট্রানজিট রুটের সার কথা।

সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী!

শুধু তাই নয়, সামরিক ও রাজনৈতিক স্বার্থেও আগ্রাসনবাদী ব্রাহ্মণ্যবাদী ভারত বাংলাদেশের পবিত্র জমিনের বুক চিরে, আমাদের রগ-কলিজা-ধমনী-শিরা-উপশিরা ভেদ করে ট্রানজিট দাবী করছে।

কেননা আপনারা জানেন যে ১৫০ কোটি জনসংখ্যা অধ্যুষিত সুবিশাল শক্তিশালী চীনের সাথে রয়েছে বাংলাদেশের গভীর বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক, পক্ষান্তরে ভারতের সাথে চীনের হচ্ছে দা-কুমড়া বা সাপে নেউলের সম্পর্ক, মূলতঃ এ কারণেই ১৯৬২ সালে ভারত ও চীনের মধ্যে সংঘটিত হয়েছিল রক্তক্ষয়ী যুদ্ধ। এদিকে বাংলাদেশের উপর দিয়ে ট্রানজিট রুট না থাকায় ভারত এখনও চীনকে দারুণ ভাবে ভয় পায়; কিন্তু যদি ভারত ট্রানজিট সুবিধা পেয়ে যায় তবে সে ক্ষেত্রে সে শক্তিশালী চীনের সাথে টক্কর দিতে পারবে।

এমনিভাবে আগ্রাসনবাদী ভারত রাজনৈতিক কারণেও ট্রানজিট সুবিধা চায়, কেননা খোদ উত্তর পূর্ব ভারতে চলছে ভারতীয় সামরিক জান্তার বিরুদ্ধে সেখানকার অধিবাসীদের মুক্তির মরণপণ সশস্ত্র আন্দোলন, যে অপ্রতিরোধ্য আন্দোলনে ওদের কেন্দ্রীয় রাজধানী দিল্লীর পার্লামেন্ট প্রাসাদ থর থর করে কাঁপছে, তাই ভারতের দরকার সেই প্রত্যাশিত, কাঙ্ক্ষিত ট্রানজিট রুট; যে রুটের বদৌলতে ওরা ঘাড় মটকাবে আর ছড়ি ঘুরাবে পূর্বাঞ্চলের সেই সব আজাদীপাগল মানুষের উপর।

সচেতন বন্ধুরা আমার!

দেশের একজন সচেতন হিতাকাংখী নাগরিক হিসেবে আমি আমাদের সরকার প্রধানকে জিজ্ঞাসা করতে চাই: যে তাগুতীবাদী ভারত আমাদের স্বাধীনতা পরবর্তী সময়ে লুটে নিয়েছে কোটি কোটি টাকার সম্পদ, যে ভারত চায় মরণফাঁদ ফারাক্কা দিয়ে আমাদেরকে বর্ষা মৌসুমে পানিতে ডুবিয়ে আর গ্রীষ্ম মৌসুমে মরুভূমি বানিয়ে তিলে তিলে শেষ করে দিতে, যে ভারত পারে আমাদের কাশ্মীরী মুসলিম ভাইদেরকে পাখির মত গুলি করে হত্যা করতে, যে ভারতের ইতিহাস হল ধর্মনিরপেক্ষতার জিগির তুলে প্রায় ৫০০ বছর প্রাচীন ঐতিহাসিক বাবরী মসজিদ শহীদ করা, যে

ভারতের ইতিহাস হল হাজার হাজার গুজরাটী মুসলমানদেরকে নির্মম নৃশংস ভাবে আগুনে পুড়িয়ে হত্যা করা, যে শয়তান ভারত পারে শান্তি বাহিনী নামক অশান্তি বাহিনী দিয়ে পাইকারী হারে নিরীহ বাংলাদেশী মহিলা ও শিশুদের ঘুমন্ত অবস্থায় জবাই করাতে; সেই ইবলীস ভারতকে, সেই রাক্ষস ইন্ডিয়াকে আপনারা কোন্ সে স্বার্থে ট্রানজিটের মত জাতিসত্ত্বা বিধ্বংসী, আত্মঘাতী-সর্বনাশী সুবিধা দিতে চান?

নাকি ওরা আপনাদেরকে বাড়ী গাড়ী আর সুন্দরী নারীর লোভ দেখিয়ে কিনে ফেলেছে? জনগণ আজ এই সব প্রশ্নের যথাযথ উত্তর চায়।

সুপ্রিয় সাথীবৃন্দ!

না, আর না। বাংলার ১৬ কোটি তাউহীদী জনতা অনেক সহ্য করেছে। এবার শুধু ডাইরেক্ট এ্যাকশন আর সরাসরি প্রতিশোধ গ্রহণের পালা।

আমরা দেশ হিসেবে ক্ষুদ্র হলেও সাহস আমাদের বিরাট বড়, হিম্মত আমাদের প্রচণ্ড মযবুত, সর্বোপরি মহান আল্লাহর উপর ঈমান আমাদের অটল অবিচল।

আমাদের সরকার বাহাদুরকে এ কথা ভুলে গেলে চলবে না যে, ট্রানজিট সুবিধা চেয়ে ভারত কী করতে চায়? ভারত চায় ট্রানজিট রুটের মাধ্যমে আমাদের লক্ষ প্রাণের বিনিময়ে অর্জিত স্বাধীনতা ধ্বংস করতে, ভারত চায় ট্রানজিটের মাধ্যমে আমাদের সার্বভৌমত্বকে গলাটিপে মারতে। আমাদেরকে ওদের কেনা গোলাম বানাতে। শুধু তাই নয়, ওরা চায় আমাদের শিল্পপণ্য ও কৃষিবাজার ধ্বংস করে দিয়ে আমাদেরকে ওদের পদলেহী ভৃত্যে পরিণত করতে।

জিহাদী কাফেলার সাথীরা আমার!

আমি ট্রানজিট দাবীর পক্ষ অবলম্বনকারী ঐ সব ভারতীয় কুলাঙ্গারদেরকে লক্ষ্য করে বলতে চাই : ধৈর্য্যের শেষ আছে, সহ্যের সীমা আছে। এতদিন তোমরা ফারাক্কা বাঁধা দিয়ে আমাদেরকে পানিতে মারতে চেয়েছ, এবার ট্রানজিট দাবী করে আমাদের কলিজায় হাত দিতে উদ্যত হয়েছ! তোমাদের রাক্ষুসে উদর কি এখনও ভরেনি? তোমরা আর কত তিনবিঘা, বেরুবাড়ী আর আসাম গ্রাস করতে চাও?

তবে তোমরা ইয়াদ রেখ! স্মরণ রেখ, আমরা প্রয়োজনে জান দিব, প্রাণ দিব, লাশের পর লাশের মিছিল হবে, শহীদদের পবিত্র লাশের বিশাল মঞ্চ হবে কিন্তু তবুও তোমাদেরকে আমরা কিছুতেই ট্রানজিট দিব না ইনশাআল্লাহ।

কুদরত আমাদের সহায় হোন।
দ্রিম দ্রিম বাজে ঘন দুন্দুভী দামামা–
হাঁকে বীর শির দেগা নেহী দেগা আমামা।

وَمَا عَلَيْنَا اِلَّا الْبَلَاغُ۔

পর্যালোচনা

পর্যালোচনা-১

ইসমতে আম্বিয়া আ.

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى سَيِّدِ الْمُرْسَلِيْنَ وَالْعَاقِبَةُ لِلْمُتَّقِيْنَ أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللهُ تَعَالٰى: لَا يَنَالُ عَهْدِى الظَّالِمِيْنَ وَأَيْضًا قَالَ رَبُّنَا الْمُتَعَالُ: اللهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَه۔

আজকের প্রশিক্ষণমূলক বক্তৃতা মাহফিলের মহামান্য সভাপতি! বিচক্ষণ বিচারকমণ্ডলী ও সত্যের সাহসী সৈনিক সাথী ভাইয়েরা!

ইসলাম হচ্ছে একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থার নাম। ব্যক্তিগত জীবন হতে আরম্ভ করে আন্তর্জাতিক জীবন পর্যন্ত এমন কোন ক্ষেত্র নেই যেখানে ইসলাম সুষ্ঠু, সুন্দর ও পরিপূর্ণ সমাধান দেয়নি।

বাস্তবিক পক্ষে একটি ধর্মমতকে জাগতিক জীবনে প্রতিষ্ঠিত করতে হলে প্রয়োজন পড়ে কর্মীর, দরকার হয় মুবাল্লিগ বা প্রচারকের। সেই মুবাল্লিগের গুরুদায়িত্ব পালন করেছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. যুগে যুগে বিশ্বের বিভিন্ন জনপদে।

মুহতারাম হাযিরীন!

জাগতিক জীবনে লক্ষ্য করলে আমরা দেখতে পাই যে, যে কোন পার্টি বা দল বিশেষ পদে কাউকে আসীন করতে চাইলে তার চারিত্রিক গুণাবলীর সার্টিফিকেট দেখে। চরিত্র ভাল হলে তাকে নির্ধারিত আসনে সমাসীন করা হয়। নতুবা তাকে হতে হয় প্রত্যাখ্যাত।

ইসলাম যেহেতু শুধু একটি ধর্মমতই নয় বরং সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ মহাধর্মমত, বিধায় এর মুবাল্লিগদেরও চারিত্রিক সার্টিফিকেটের দরকার আছে।

জ্বী হ্যাঁ, স্বয়ং রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক দিয়েছেন এই ধর্মের মুবাল্লিগদের সার্টিফিকেট। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে :

اَللّٰهُ يَصْطَفِيْ مِنَ الْمَلٰٓئِكَةِ رُسُلًا وَّمِنَ النَّاسِ.

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহ ফেরেশতা ও মানুষদের মধ্য হতে রাসূল নির্বাচন করেন"। (সূরা হজ্ব : ৭৫)

অন্যত্র বলেছেন:

اَللّٰهُ اَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهٗ.

অর্থাৎ, "মহান আল্লাহই সবচেয়ে ভাল জানেন যে, তাঁর রিসালাতের দায়িত্ব কোথায় রাখবেন"। (সূরা আল আনআম : ১২৪)

সেই সার্টিফিকেটেরই অন্যতম একটি দিক হচ্ছে "ইসমত" বা আম্বিয়ায়ে কিরাম (আ.)গণের নিষ্পাপ তথা সর্বপ্রকার গুনাহমুক্ত হওয়া।

তাই সর্বপ্রথম عصمة "ইসমাত" শব্দের শাব্দিক ও পারিভাষিক অর্থ বর্ণনা করা দরকার। পরবর্তীতে এর দলীল প্রমাণ নিয়ে আলোচনা করা হবে ইনশাআল্লাহ।

"ইসমত" শব্দের শাব্দিক অর্থ হচ্ছে ঃ মানুষের জাহের ও বাতেন বা প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্য অবস্থা গুনাহমুক্ত হওয়া।

আর পারিভাষিক অর্থে মাসূম ঐ ব্যক্তিকে বলা হয় যিনি নিরংকুশ একত্ববাদে বিশ্বাসী, যিনি ইবাদত, মুআমালা, মুআশারা তথা সমস্ত কথা ও কাজে দোষমুক্ত।

এবার আসুন দালীলিক বিশ্লেষণে ঃ নবী আ. গণ মাসূম বা নিষ্পাপ, এটাই আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের সর্বসম্মত আকীদা ও স্থির সিদ্ধান্ত। তাঁদের থেকে কোন ধরনের গুনাহই প্রকাশ পেতে পারে না। সেটা নবুওয়াতের পূর্বে হোক বা পরে। মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক তাঁদেরকে নিজ কুদরতে হিফাযত করেছেন।

পবিত্র কুরআনে ইরশাদ হয়েছে :

مَنْ يُّطِعِ الرَّسُوْلَ فَقَدْ أَطَاعَ اللهَ۔

অর্থাৎ, "যে ব্যক্তি রাসূল [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] এর আনুগত্য করবে সে মূলত: আল্লাহরই আনুগত্য করল"। (সূরা নিসা : ৮০)

এখানে আল্লাহ পাক রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অনুসরণ কে সরাসরি তাঁরই অনুসরণ বলে ঘোষণা করেছেন। আর একজন পাপযুক্ত মানুষের অনুসরণ কখনো মহান আল্লাহর অনুসরণ হতে পারে না। কেননা বলাই বাহুল্য যে, আনুগত্য স্রেফ ঐ ব্যক্তিরই হতে পারে যিনি যাবতীয় গুনাহ হতে মুক্ত ও পবিত্র।

সুপ্রিয় সুধীমণ্ডলী!

আরো শুনুন মহান রাব্বুল আলামীনের পবিত্র বাণী :

وَاَطِيْعُوْا اللهَ وَالرَّسُوْلَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُوْنَ۔

অর্থাৎ, "তোমরা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর আনুগত্য কর যাতে তোমরা অনুগ্রহপ্রাপ্ত হতে পার"।

(সূরা আলে ইমরান : ১৩২)

দেখুন! অত্র আয়াতে কারীমায় আল্লাহ তা'আলা রাসূলের অনুসরণ-অনুকরণকে শর্তহীনভাবে তাঁর অনুসরণ ও অনুকরণ দাবী করে এর উপর রহমত বা বিশেষ অনুগ্রহের অঙ্গীকারও ব্যক্ত করেছেন। আর এ কথা কে না বুঝে যে, কোন পাপী ব্যক্তির অনুসরণ কস্মিনকালেও মহান আল্লাহর অনুসরণ হতে পারে না, এবং এর উপর কখনো রহমতের প্রতিশ্রুতি আসতে পারে না।

পক্ষান্তরে রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর খলীফা ও আমীরগণ যেহেতু মাসূম বা নিষ্পাপ নন; (যদিও মাহফূয বা সুসংরক্ষিত তো বটেই) তাই তাঁদের অনুসরণের ক্ষেত্রে এভাবে সাবধানবাণী উচ্চারিত হয়েছে :

عَلَيْكُمْ بِالسَّمْعِ وَ الطَّاعَةِ وَ إِنْ كَانَ عَبْدًا حَبَشِيًّا مَا لَمْ يَأْمُرْ بِمَعْصِيَةٍ فَإِنْ أَمَرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ عَلَيْهِ وَلَا طَاعَةَ۔

অর্থাৎ, "তোমরা অবশ্যই তোমাদের আমীরকে মান্য করবে, যদিও তিনি হাবশী ক্রীতদাসই হননা কেন, যতক্ষণ পর্যন্ত তিনি তোমাদেরকে কোন গুনাহের হুকুম না করেন। কাজেই যদি তিনি গুনাহের হুকুম করেন তবে তার কথা শুনাও যাবে না মানাও যাবে না"।

(মুসনাদে আহমাদ, আবু দাউদ, তিরমিযী, ইবনে মাজাহ)

শ্রোতামণ্ডলী!

অতএব বুঝা গেল যে, একমাত্র নবীগণই আ. মাসূম, নির্দোষ, যাবতীয় পাপাচার ও কলুষতামুক্ত।

এভাবে কুরআনে কারীমের ২০ টি আয়াতে আল্লাহ পাক নিঃশর্তভাবে আম্বিয়া কিরামের আ. আনুগত্যের কথা বলেছেন।

এর দ্বারাই সুস্পষ্টভাবে বুঝে আসে যে, আম্বিয়ায়ে কিরাম আ. মাসূম বা নিষ্পাপ।

অনুরূপভাবে রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর অসংখ্য হাদীসে "ইসমতে আম্বিয়ার" কথা এসেছে।

নির্ধারিত সময়ের সীমিত পরিসরে বিস্তারিত আলোচনায় যেতে পারছি না বলে দুঃখিত।

সম্মানিত উপস্থিতি!

আপনারা জানেন, ইজমা শরীয়তের তৃতীয় দলীল। সাহাবায়ে কিরাম রাযি. থেকে আধুনিক যুগের হক্কানী উলামায়ে কিরাম পর্যন্ত সকলেই এ ব্যাপারে ইজমা করেছেন যে, নবী ও রাসূল আ. গণ মাসূম।

কারা ইজমা করেছেন?

ইজমা করেছেন কিবারে সাহাবা, আশারায়ে মুবাশশারাহ, খুলাফায়ে রাশিদীন (রাযি.), ইমাম সুফিয়ান ছাওরী, ইমাম আউযায়ী, ইমামে আযম আবু হানীফা, ইমাম মালেক, ইমাম শাফেয়ী, ইমাম আহমাদ বিন হাম্বল প্রমুখ থেকে নিয়ে তাবেয়ীন, তাবে তাবেয়ীন, আইম্মায়ে মুজতাহিদীন, উলামায়ে মুহাদ্দিসীন, ফুকাহায়ে উম্মাত, সুলাহায়ে মিল্লাত রহ.।

সাথী ও বন্ধুরা আমার!

আমি দৃপ্তকণ্ঠে জিজ্ঞেস করতে চাই যে, যে নবী রাসূলগণ আ. জীবনের প্রতিটি মুহূর্ত মহান আল্লাহ পাকের বিশেষ নেগরানী আর খাস হিফাযতে ছিলেন তাঁরাই যদি ইসমত এর অধিকারী না হন; তাহলে কি ঐ স্বঘোষিত পণ্ডিত মিস্টার মউদূদী ও তার দোসররা মাসূম হবে?

আমি প্রশ্ন রাখতে চাই; লোহিত সাগর পাড়ি দিয়েছেন কে? হযরত মূসা আ. নাকি মউদূদী? করাতে দ্বিখণ্ডিত হয়েছেন কে? হযরত যাকারিয়া আ. নাকি মউদূদী? অসুখে টানা ১৮ বৎসর ভুগেছেন কে? হযরত আইউব আ. নাকি মউদূদী? ইয়াহুদী ষণ্ডাদের কবলে নির্মমভাবে নির্যাতিত হয়েছেন কে? হযরত ঈসা আ. নাকি ঐ মউদূদী? তায়েফে-উহুদে রক্ত ঝরিয়েছেন কে? রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নাকি ঐ পণ্ডিত মিঃ মওদূদী?

শহীদী কাফেলার সাথীরা আমার!

এ সব আত্মত্যাগী, দ্বীনের জন্য জান-মাল ওয়াকফকারী নবী-রাসূল আ. রাই যদি মাসূম না হন তাহলে আর কে মাসূম হতে পারে? প্রফেসর সাহেব!

আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. সুযোগ্য উত্তরসূরী সাথীরা আমার!

আজ তোমাদের নাকের ডগায় চোখের সামনে ওই জামাআতী, মউদূদীবাদী তাফসীর, পত্র পত্রিকা, টিভি চ্যানেল ও তাদের বিভিন্ন নেতা পাতি নেতার বক্তৃতা বিবৃতিতে মহান আম্বিয়ায়ে কিরামের আ. শানে চরমভাবে অবমাননাকর মন্তব্য ছোঁড়া হচ্ছে। তাঁদের বেহুরমতী হচ্ছে, আর তোমরা নিশ্চুপ বসে রয়েছ? তোমরা জীবিত থাকতে শানে নবুওয়াতকে কলংকিত করা হচ্ছে, আর তোমরা নীরব দর্শকের ভূমিকা পালন করছ?

কাল কিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ পাকের সামনে তোমরা কী জবাব দিবে? তোমাদের শিরার গরম খুন কি ঠাণ্ডা হয়ে গেছে? তোমাদের টগবগে ঈমানী অনুভূতি ও গায়রত কি ভোঁতা হয়ে গেছে? তোমাদের আল্লাহ ভীতি ও রাসূল আ. প্রীতিতে কি চিড় ধরেছে?

যদি না হয়ে থাকে তাহলে তোমরা জাগো, ইসমতের পতাকা নিয়ে রাজপথে নামো। ঐ পাপাত্মা মউদূদীবাদীদের বজ্রকণ্ঠে হুঙ্কার ছেড়ে জানিয়ে দাওঃ নবীদের আ. অনুসারীরা আজো মরেনি, ওয়ারাসাতুল আম্বিয়া উলামায়ে হক্কানী এখনও জীবিত আছে। প্রজ্বলিত কর বিপ্লবী আন্দোলনের অনির্বাণ অগ্নিশিখা, প্রতিরোধের তুমুল প্রাচীর গড়ে তোল ঐ সব খবীস দুরাচারদের বিরুদ্ধে। দেখবে নুসরতে ইলাহী তোমাদের শামেলে হাল হয়েছে, বিজয়ের গৌরব তোমাদের পদচুম্বন করছে।

إِنْ أُرِيْدُ إِلَّا الْإِصْلَاحَ مَا اسْتَطَعْتُ وَمَا تَوْفِيْقِيْ إِلَّا بِاللهِ۔

পর্যালোচনা-২

নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَ الصَّلوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَه أَمَّا بَعْدُ فَقَدْقَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَ تَعَالٰى: قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ ○ اَلَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ وَقَالَ تَعَالٰى فِيْ اٰيَةٍ أُخْرٰى: وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ. وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: أَسْوَأُ النَّاسِ سَرِقَةً الَّذِي يَسْرِقُ صَلَاتَه» . قَالُوْا: يَا رَسُوْلَ اللهِ وَكَيْفَ يَسْرِقُ صَلَاتَه؟ قَالَ: لَا يُتِمُّ رُكُوْعَهَا وَلَا سُجُوْدَهَا -

অদ্যকার মহতি জলসার মহামান্য সাহেবে সদর! সুদক্ষ বিচারক পরিষদ! বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত সালাত কায়েমকারী ছাত্র ভাইয়েরা!

মহান রাব্বুল আলামীন পবিত্র কালামে ইরশাদ করেন :

اِنَّ الصَّلٰوةَ تَنْهٰى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ -

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে নামায সকল প্রকার অশ্লীল ও অন্যায় কাজ হতে বিরত রাখে"। (সূরা আনকাবূত : ৪৫)

কিন্তু আজীবন নামায পড়ে এলাম, নামায পড়তে পড়তে ললাটে দাগ পড়ে গেল, তথাপিও সে নামাযতো আমাদেরকে অশ্লীলতা ও বেহায়াপনা থেকে বিরত রাখছে না? বাস্তবায়িত হচ্ছে না মহান স্রষ্টার সে চিরন্তন বাণী?

এর আসল রহস্য বা মূল কারণ কি? হ্যাঁ, এর কারণ শুধু মাত্র একটিই; আর তা হচ্ছে আমরা নামাযের গুরুত্ব পরিপূর্ণভাবে এখনও অন্তরে বসাতে পারছি না। তেমনি আমরা পারছি না যথাযথ মর্যাদার সহিত নামায আদায় করতে।

সুতরাং যাতে আমাদের মাঝে নামাযের পরিপূর্ণ সহীহ বুঝ আসে সে জন্যই এর উপর আলোচনা প্রয়োজন। আর তাই আজকের আলোচ্য বিষয় রাখা হয়েছে "নামাযে একাগ্রতার গুরুত্ব"।

মুহতারাম হাযিরীন!

নামায ইসলাম ধর্মের একটি গুরুত্বপূর্ণ স্তম্ভ। মহাগ্রন্থ আল কুরআনের ৮২টি স্থানে নামাযের প্রতি গুরুত্বারোপ করা হয়েছে। কোথাও ঘোষিত হয়েছে:

حٰفِظُوْا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلٰوةِ الْوُسْطٰى۔

অর্থাৎ, "তোমরা সমস্ত নামাযের প্রতি যত্নবান হও; বিশেষভাবে মধ্যবর্তী নামাযের ব্যাপারে"। (সূরা বাকারা : ২৩৮)

আবার কোথাও বর্ণিত হয়েছে:

وَاَقِمِ الصَّلٰوةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ -

"এবং আপনি নামায কায়েম করুন দিনের উভয় প্রান্তে এবং রাতেরও প্রান্ত ভাগে"। (সূরা হুদ : ১১৪)

হাদীসে পাকে ইরশাদ হয়েছে :

اَلصَّلٰوةُ عِمَادُ الدِّيْنِ مَنْ اَقَامَهَا فَقَدْ اَقَامَ الدِّيْنَ وَمَنْ هَدَمَهَا فَقَدْ هَدَمَ الدِّيْنَ -

অর্থাৎ, "নামায হল দ্বীনের স্তম্ভ, সুতরাং যে নামাযকে কায়েম করল সে দ্বীনকেই কায়েম করল আর যে নামাযকে ধ্বংস করল সে দ্বীনকেই ধ্বংস করল"। (শু'আবুল ইমান লিল বাইহাকী ৪:৩০০ হাদীস নং ২৫৫০)

তাছাড়া জামা'আতের প্রতি গুরুত্বারোপ করে প্রিয়নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আরো ইরশাদ করেন: "ঐ সত্তার কসম যাঁর কুদরতী হাতে আমার প্রাণ, আমার মনে চায় যে নামাযের জামা'আতের দায়িত্ব অন্য কারো উপর অর্পণ করে আমি কাউকে লাকড়ী জ্বালানোর নির্দেশ প্রদান করি, এরপর কিছু সংখ্যক যুবককে নিয়ে বের হয়ে যাই আর ঐ সব লোকদের বাড়ীতে যাই যারা জামা'আতে শরীক হয়নি এবং তাদের বাড়ীঘর সহ তাদেরকে জ্বালিয়ে ভষ্মিভূত করে দেই"। (বুখারী শরীফ ১ : ৮৯)

অতএব প্রমাণিত হল যে, নামায ইসলামের একটি অতি গুরুত্বপূর্ণ রুকন, কাজেই একে আদায় করতে হবে তন ও মনকে উপস্থিত রেখে, বিনয়, নম্রতা ও একাগ্রতার সাথে।

খুশুখুযূ বা একাগ্রতাহীন অবস্থায় অবহেলার সহিত নামায আদায়কারীদের প্রতি হুঁশিয়ারী উচ্চারণ করে কুরআনে কারীমে ইরশাদ হচ্ছে :

فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّيْنَ -الَّذِيْنَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُوْنَ -

অর্থাৎ, "যে সব নামাযী স্বীয় নামায হতে গাফেল তাদের ধ্বংস অনিবার্য"। (সূরা মাউন : ৪-৫)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِذَا قَامُوْا اِلَى الصَّلَاةِ قَامُوْا كُسَالٰى يُرَاؤُوْنَ النَّاسَ وَلَا يَذْكُرُوْنَ اللهَ اِلَّا قَلِيْلًا -

অর্থাৎ, "যখন তারা নামাযে দণ্ডায়মান হয় তখন তারা অত্যন্ত অলসতার সাথে দণ্ডায়মান হয়, শুধু মাত্র লোকদেরকে দেখায় (যে, আমরাও নামাযী আছি!!) পরন্ত তারা আল্লাহর স্মরণ খুব কমই করে থাকে।" (সূরা নিসা : ১৪২)

পক্ষান্তরে যাঁরা পূর্ণ খুশুখুযূ ও একাগ্রতার সাথে নামায আদায় করে, তাঁদেরকে শুভসংবাদ দিচ্ছেন স্বয়ং আল্লাহ রাব্বুল আলামীন। ইরশাদ হচ্ছে,

قَدْ اَفْلَحَ الْمُؤْمِنُوْنَ -الَّذِيْنَ هُمْ فِيْ صَلَاتِهِمْ خَاشِعُوْنَ-

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই মুমিনগণ সফলকাম হয়ে গেছে, যাঁরা নিজেদের নামাযে বিনয় নম্র"। (সূরা মুমিনূন : ১-২)

অন্যত্র ইরশাদ হচ্ছে :

وَاِنَّهَا لَكَبِيْرَةٌ اِلَّا عَلَى الْخٰشِعِيْنَ-

অর্থাৎ, "নিঃসন্দেহে নামায যথেষ্ট কঠিন কাজ, তবে যাদের অন্তরে আল্লাহর ভয়ভীতি আছে তাদের পক্ষে মোটেই কঠিন নয়"।

(সূরা বাকারা ৪৫)

তাইতো আমরা সাহাবায়ে কিরামের রাযি. নামাযের হালত দেখতে পাই, যখন তাঁরা নামাযে দাঁড়াতেন পাখি তাঁদেরকে বৃক্ষ মনে করে তাঁদের মাথার উপর বসে জিকিরে সুর তুলতো।

জনৈক সাহাবী রাযি. নামাযে রত ছিলেন, শত্রু কর্তৃক নিক্ষিপ্ত তীর এসে তাঁর শরীরে বিঁধে গেলো, শরীর হতে রক্তের স্রোত বয়ে যেতে লাগলো! কিন্তু তিনি তখনো নামাযে বিভোর।

নামায অবস্থায় হযরত আলীর রাযি. শরীর হতেও তীর বের করা হয়েছে। যা নামাযের বাইরে তিনি ধরলে ব্যথা পান বলে বের করা সম্ভব হচ্ছিল না।

পক্ষান্তরে আমাদের নামাযের অবস্থা কি? আমাদের নামাযের অবস্থা এই যে, আমরা নামাযের সম্পূর্ণ দায় দায়িত্ব ইমাম ছাহেবের উপর ন্যস্ত করে দুনিয়াবী যাবতীয় চিন্তা ভাবনা আরম্ভ করে দেই।

ঐ দোকানদারের ইশার নামাযের ঘটনা আপনারা অনেকেই হয়ত জানেন যে, ইমাম ছাহেব সালাম ফিরানোর পর নামায ৩ রাকাত হলো না ৪ রাকাত হলো; এনিয়ে সন্দেহের সৃষ্টি হলে ঐ লোকটি বলল, প্রতিদিন চার রাকাতে আমার চার দোকানের হিসেব শেষ হয়? কিন্তু আজ তিনটি দোকানের হিসেব শেষ হতেই ইমাম ছাহেব সালাম ফিরিয়ে দিয়েছেন! সুতরাং বুঝা গেল নামায হয়েছে ৩ রাকাত!!

এই হল আমাদের নামাযের অবস্থা।

در زبان تسبیح ودر دل گاوں وخر ✪ ایں چنیں تسبیح کئی دارد اثر؟

মুখে যিকির আর মনে দুনিয়ার ফিকির–
এ জাতীয় যিকির এর কী হবে তাছীর?

প্রিয় সাথীরা!

এখন প্রশ্ন হচ্ছে এই যে, এই খুশু ও খুযূ বা একাগ্রতা ও মনোযোগ আমরা কিভাবে অর্জন করব? তার উত্তরও আমরা পেয়ে যাই আল্লাহর হাবীব সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর হাদীসে পাকে।

ইরশাদ হচ্ছে :

أَنْ تَعْبُدَ اللهَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، فَإِنْ لَمْ تَكُنْ تَرَاهُ فَإِنَّه يَرَاكَ۔

অর্থাৎ, "তুমি এমনভাবে মহান আল্লাহর ইবাদত কর যেন তুমি তাঁকে দেখছ, অথবা যদি তুমি তাঁকে দেখতে নাও পাও তবে তিনি তো তোমাকে দেখছেন"। (সহীহ মুসলিম)

সর্বশেষে জনৈক ফার্সী কবির একটি কবিতার মাধ্যমে আজকের আলোচনা শেষ করছি।

مکن سستی در نماز پنج گانہ ✪ فویل للمصلین الذین

অর্থাৎ, "পাঁচ ওয়াক্ত নামাযে অবহেলা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করো না, কেননা ঐ সব নামাযীদের ধ্বংস অনিবার্য যারা তাদের নামাযের ব্যাপারে গাফেল"।

وَاٰخِرُ دَعْوَانَا أَنِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ۔

বিশেষ দ্রষ্টব্য : নামাযের ব্যাপারে বিস্তারিত জানার জন্য দেখুন লেখকের অনবদ্য গ্রন্থঃ "সহীহ হাদীসের আলোকে নামায"। **(প্রকাশক)**

পর্যালোচনা-৩

মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠায় হজ্বের ভূমিকা

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا وَمُسَلِّمًا أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ تَعَالٰى : وَاَذِّنْ فِي النَّاسِ بِالْحَجِّ يَاْتُوْكَ رِجَالًا الخ وَأَيْضًا قَالَ تَعَالٰى : وَلِلّٰهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ اِلَيْهِ سَبِيْلًا .

وَقَالَ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : مَنْ حَجَّ لِلّٰهِ فَلَمْ يَرْفُثْ وَلَمْ يَفْسُقْ رَجَعَ كَيَوْمٍ وَلَدَتْهُ أُمُّه)

অদ্যকার আলোচনা সভার মহামান্য প্রধান! বিজ্ঞ বিচারক পরিষদ ও আপনারা যারা শুনছেন!

আমাকে আজ আলোচ্য বিষয় দেয়া হয়েছে "মুসলিম ঐক্যে হজ্বের ভূমিকা" সম্বন্ধে।

সম্মানিত সুধী!

কালের চাকা ঘুরে আবারো আমাদের সামনে উপস্থিত হয়েছে প্রভু প্রেমের স্মৃতি বিজড়িত অবিস্মরণীয় মাস " যিলহজ্ব"।

এই যিলহজ্ব মাসেই বিশ্বের সমগ্র প্রান্তের উম্মাতে মুহাম্মাদী একত্রিত হন পবিত্র মক্কায়। কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে তাঁরা আদায় করে থাকেন মহাপবিত্র হজ্ব। এ পবিত্র মাসেই আল্লাহ পাকের হাবীব রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম দিয়েছিলেন বিদায় হজ্বের সেই ঐতিহাসিক ভাষণ।

সম্মানিত শ্রোতাবৃন্দ!

পবিত্র কাবার চত্বর, পবিত্র মক্কা নগরীর পথঘাট, অলিগলি এখন তালাবিয়ার সুললিত ধ্বনিতে আলোড়িত মুখরিত,

لَبَّيْكَ اَللّٰهُمَّ لَبَّيْكَ لَبَّيْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ لَبَّيْكَ إِنَّ الْحَمْدَ وَالنِّعْمَةَ لَكَ وَالْمُلْكَ لَا شَرِيْكَ لَكَ.

"লাব্বাইকা আল্লাহুমা লাব্বাইক, লাব্বাইকা লা শারীকা লাকা লাকাব্বাইক, ইন্নাল হামদা ওয়ান নিয়ামাতা লাকা ওয়াল মুলক, লা শারীকা লাক"।

অযুতকণ্ঠের সম্মিলিত উচ্চারণে, অপূর্ব তালবিয়ার ভাবগম্ভীর গুঞ্জরণে হারাম শরীফের চারদিক এখন ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত, বিপুলভাবে স্পন্দিত। চলছে অবিরাম পবিত্র বাইতুল্লাহর তাওয়াফ, হচ্ছে অনবরত সাফা-

মারওয়ার সায়ী। আত্মনিবেদন, আত্মসমর্পণ, মহান আল্লাহর ইচ্ছার সিন্ধুতে আপনাকে বিলীন করে দেয়ার সে এক অপূর্ব দৃশ্য, দিলকাশ্ মান্‌যার!

প্রাণপ্রিয় সাথীরা আমার!

দেখুন! হজ্বের মধ্যে মুসলিম ঐক্য প্রতিষ্ঠার সে কী অপূর্ব নযীর, চমকপ্রদ দৃষ্টান্ত। কারো কোন গর্ব নেই, অহংকার নেই, পোশাকের বাহাদুরী নেই, বংশের গৌরব নেই, উলঙ্গ মস্তকে এক প্রস্থ সেলাই বিহীন সফেদ কাপড় পরিধান করে আর এক প্রস্থ গায়ে দিয়ে, একই বেশে একই কালিমা উচ্চারণ করে একই কাবাকে কেন্দ্র করে আবর্তিত হচ্ছে উম্মাতে মুহাম্মাদীর ঐসব আল্লাহ ভক্ত, খোদাপাগল পুণ্যার্থীরা।

শুধু তাই নয়, আবারো দেখুন! গভীর ভাবে লক্ষ্য করুন! ঐক্যের, একতার সে কী সুমধুর দৃশ্য! সাদা কালোর ভেদাভেদ নেই। ধনী দরিদ্রে তারতম্য নেই, রাজা প্রজার পার্থক্য নেই, আরবে আজমে ব্যবধান নেই, প্রাচ্য পাশ্চাত্যের ফরক নেই।

আহ! ঐক্যের সে কী অনবদ্য, অনুপম, হৃদয় জুড়ানো, মন মাতানো চিত্র!

বর্ণ, ভাষা, গোত্র, আঞ্চলিকতার সব দেয়াল এখানে টুটে গেছে, বৈষম্যের সমস্ত প্রাচীর এখানে ধ্বসে গেছে। এক আল্লাহর বান্দা, এক আদমের আ. সন্তান, একই নবীর [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মত, এক কুরআনের অনুসারী, একই চন্দ্র সূর্যের স্নিগ্ধ ও গনগনে আলো উপভোগকারী, একই আসমানের নীচের ও জমিনের উপরে বাসিন্দারা আজ এ পবিত্র হজ্বের বদৌলতে আল্লাহ পাকের হারামে এসে একাকার হয়ে গেছে।

মহামিলনের, মহাঐক্যের, মহাসহমর্মিতার, মহাসৌভ্রাতৃত্বের সে এক অভাবনীয়, অকল্পনীয় অবস্থা! যা চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না।

হজ্বের প্রকৃত আদর্শে আদর্শবান সাথীরা আমার!

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আজ আমরা বিশ্বের সর্বত্র জালিম কুফরী শক্তির হাতে লাঞ্ছিত, বঞ্চিত, অপদস্থ, নিপীড়িত? কিন্তু কী এর কারণ? অথচ এমনটি তো কাম্য ছিল না। কারণ আমাদের রয়েছে ১৫০ কোটি সুদক্ষ জনশক্তির ৩০০ কোটি হাত, আমাদের আছে প্রায় ৬০টি স্বাধীন সার্বভৌম দেশ। আছে মুসলিম বিশ্বের পেট্রো ডলার

ছাড়াও অফুরন্ত খনিজ সম্পদ, সর্বোপরি আমাদের আছে চমৎকার ভৌগোলিক অবস্থান।

কিন্তু এত কিছুর পরও কেন আজ আমাদের এ করুণ দশা : কেন আজ আমরা সবার উপহাসের পাত্র? কেন নিন্দিত নিগৃহিত?

আমার মতে এর মূল কারণ হল : আজ আমাদের মধ্যে ঐক্য নেই, একতা নেই, গায়েব হয়ে গেছে সহানুভূতি, অদৃশ্য হয়ে গেছে মমত্ববোধ।

কথাগুলো তিক্ত হলেও এটাই বাস্তব সত্য। অথচ হজ্বের শিক্ষা ছিল–

وَاعْتَصِمُوْا بِحَبْلِ اللّٰهِ جَمِيْعًا وَّلَا تَفَرَّقُوْا۔

অর্থাৎ, "তোমরা সবাই আল্লাহর রজ্জুকে আঁকড়ে ধর এবং তোমরা পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা" (সূরা আলে ইমরান ১০৩) এর শিক্ষা।

হজ্জের মূল তাৎপর্য তো ছিল,

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُوْنَ إِخْوَةٌ -

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই সমস্ত মুমিন ভাই ভাই"। (সূরা হুজুরাত ১০) এর আমলী মশকের চেতনা।

হজ্বের নসীহত তো ছিল اَلْمُسْلِمُوْن كَجَسَدٍ وَاحِدٍ বা "সব মুসলমান এক দেহের ন্যায়" এর অনুপম মন্ত্রে উজ্জীবিত হয়ে, সকল খোদাদ্রোহী, কুফরী, তাগুতীবাদী ও বাতিল শক্তিসমূহের মুকাবেলায় সীসাঢালা প্রাচীর সৃষ্টি করা।

হজ্বের প্রকৃত উদ্দেশ্য তো ছিল জাতি, গোত্র, বংশ, বর্ণ মর্যাদা পায়ে দলে, এক আল্লাহর বান্দা ও এক রাসূলের [সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম] উম্মাত হিসাবে ইসলামী ঐক্যের ঝাণ্ডাকে সমুন্নত রাখা।

ভাইয়েরা আমার!

সুতরাং আসুন! আমরা হজ্বের প্রকৃত শিক্ষায় শিক্ষা লাভ করে, মূল চেতনায় অনুপ্রাণিত হয়ে, সমস্ত বাতিল শক্তির বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তুলি। একটি মাত্র মুসলিম দেশ, একজন আমীরূল মুমিনীনের তত্ত্বাবধানে, একই পতাকাতলে একত্রিত হওয়ার শপথ গ্রহণ করি। তবেই হবে আজকের আলোচনা স্বার্থক ও সফল।

وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِيْنُ

পর্যালোচনা-৪

জিহাদের গুরুত্ব ও ফযীলত

اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ وَحْدَه وَ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ عَلٰى مَنْ لَا نَبِيَّ بَعْدَه أَمَّا بَعْدُ فَاعُوْذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ قَالَ اللّٰهُ تَبَارَكَ وَتَعَالٰى:

أُذِنَ لِلَّذِيْنَ يُقَاتَلُوْنَ بِأَنَّهُمْ ظُلِمُوْا.

وَقَالَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ

وَ أَيْضًا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلٰوةُ وَالسَّلَامُ : أَفْضَلُ الْجِهَادِ كَلِمَةُ حَقٍّ عِنْدَ سُلْطَانٍ جَائِرٍ.

মুহতারাম সাদরে মজলিস! দীগার আসাতিযায়ে কিরাম! আওর তলাবায়ে ইযাম!

ইসলামী ইতিহাস অধ্যয়ন করলে আমাদের সামনে একথা সুস্পষ্ট হয়ে উঠে যে, হক্ব ও বাতিলের সংঘাত আজকের নতুন কোন বিষয় নয় বরং আবহমান কাল হতেই এর ধারাবাহিকতা চলে আসছে।

হযরত আদম আ. হতে শুরু করে রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম-এর যুগ পর্যন্ত, এমনিভাবে রাসূলে পাক সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হতে আজ পর্যন্ত সর্বযুগেই আমরা দেখতে পাই হক্ব ও বাতিলের এ প্রতিদ্বন্দ্বিতা, কিন্তু পরিশেষে মহান রাব্বুল আলামীন হক্বকেই করেছেন বিজয়ী আর বাতিলকে করেছেন পরাজিত ও পরাভূত।

পৃথিবীর ইতিহাস হক্ব বিজয়ী হওয়ার ইতহাস। পৃথিবীর ইতিহাস বাতিলের পরাজিত হওয়ার ইতিহাস।

এটাই এ বসুন্ধরার শাশ্বত সত্য বাস্তবতা। তাইতো ইরশাদ হচ্ছে :

جَاءَ الْحَقُّ وَزَهَقَ الْبَاطِلُ اِنَّ الْبَاطِلَ كَانَ زَهُوْقًا۔

অর্থাৎ, "সত্য এসে গেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়ে গেছে। নিশ্চয়ই মিথ্যা বিলুপ্ত হওয়ারই ছিল"। (সূরা ইসরা : ৮১)

জিহাদী কাফেলার সাথীরা আমার!

এবার আসুন আমরা একটু ফিরে তাকাই দেড় হাজার বছর পূর্বের ইতিহাসের দিকে। দেখি ইসলামের আবির্ভাব কখন কোথায় কিভাবে কোন্ পরিবেশে হয়েছে?

সম্মানিত সুধী!

বাস্তবিক পক্ষে ইসলামের আবির্ভাবই হচ্ছে এক মহাবিপ্লব। ফেরআউনের গড়া মিশরীয় সভ্যতা যখন বিলুপ্ত, জ্ঞান বিজ্ঞানের মূলে কুঠারাঘাত করে গ্রীক সভ্যতা যখন ইন্দ্রীয় সেবায় পর্যবসিত। বৃহত্তর মানব গোষ্ঠী যখন মুষ্টিমেয় মানব প্রভুদের দাসানুদাসে পরিণত, নারী জাতি যখন বাজারের ভোগ্যপণ্যে রূপান্তরিত, বিশ্বব্যাপী নির্যাতন ও নিপীড়নের ষ্টীম রোলারে যখন বনী আদম নিষ্পেষিত, অধিকার বঞ্চিত ইনসানিয়্যাতের সকরুণ আর্তনাদে যখন আকাশ বাতাস ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত....

সেই বিভীষিকাময় তমসাচ্ছন্ন যুগের অবসান ঘোষণা করে মযলূম মানবতার মুক্তির বাণী নিয়ে আগমন করেন মুক্তির মহান দূত, সিরাজাম মুনীরা, আকায়ে নামদার, তাজেদারে মদীনা, আহমাদ মুজতাবা, মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম। দৃপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করলেন : "মানুষের উপর মানুষের অন্যায় প্রভুত্ব আর চলবে না"। বুলন্দ করলেন মানুষ হিসেবে মানুষের অধিকারের আওয়ায।

ফলশ্রুতিতে সত্যের মশাল দাউ দাউ করে জ্বলে উঠল। সত্যান্বেষী ঐ মানুষগুলো পতঙ্গের ন্যায় সে আগুনে ঝাঁপিয়ে পড়ল। বাতিলের ভিত নড়ে উঠল প্রচণ্ড বেগে। আঘাত লাগল তাগুতী শক্তির ঐ কায়েমী স্বার্থে।

ফলে বাতিল শক্তিগুলো মরিয়া হয়ে উঠল হক্বের এ প্রজ্বলিত মশাল নিভিয়ে দিতে। সত্যের ধারক বাহকদের উপর শুরু হল পাশবিক অত্যাচার ও লোমহর্ষক নির্যাতন। যে নির্যাতনের শিকার হয়েছেন লক্ষাধিক আম্বিয়ায়ে কিরাম আ.। নিক্ষিপ্ত হয়েছেন হযরত ইবরাহীম খলীলুল্লাহ আ. যালিম নমরূদের অগ্নিকুণ্ডে, তায়েফের ময়দানে শিলা বৃষ্টির ন্যায় প্রস্তরাঘাতে বেহুঁশ হতে হয়েছে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে। দ্বীনে ইসলামের হিফাযতের জন্য বৃক্ষের পাতা পর্যন্ত ভক্ষণ করতে হয়েছে সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-কে। রাহমাতুল লিল

আলামীন হাবীবে খোদা প্রিয়নবীজী মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কে তাঁর জীবনের শেষ ৮ বছরে পরিচালনা করতে হয়েছে ছোট-বড় প্রায় ১০০টি জিহাদী অভিযান। অসংখ্য সাহাবায়ে কিরাম রাযি.-কে দিতে হয়েছে বুকের তাজা খুন।

এমনিভাবে اَلْجِهَادُ مَاضٍ إِلٰى يَوْمِ الْقِيَامَةِ বা "জিহাদ কিয়ামত পর্যন্ত চলমান" এর ধারাবাহিকতা চলে আসছে আজ পর্যন্ত।

(আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ২৫৩২)

মুজাহিদীনে ইসলাম ভাইয়েরা আমার!

জিহাদের গুরুত্ব-প্রয়োজনীয়তা ও ফযীলত বুঝেছিলেন বলেই ঐ বৃটিশ লাল কুকুরদের বিরুদ্ধে উপমহাদেশের চিরসংগ্রামী উলামায়ে কিরাম আপন জান মাল সময় সব কিছু ওয়াকফ করেছিলেন। বিনিময়ে তাঁদেরকে হতে হয়েছে নির্যাতিত-নিপীড়িত, লাঞ্ছিত ও বঞ্চিত।

এ সব কিছুই তাঁরা অম্লান বদনে স্বতঃষ্ফূর্ত চিত্তে মেনে নিয়েছিলেন; যেহেতু তাঁরাই বুঝেছিলেন কুরআনে কারীমের ঐ আয়াত এর মর্ম, যেখানে মহান রাব্বুল আলামীন ইরশাদ করছেন:

اِنَّ اللّٰهَ اشْتَرٰى مِنَ الْمُؤْمِنِيْنَ اَنْفُسَهُمْ وَاَمْوَالَهُمْ بِاَنَّ لَهُمُ الْجَنَّةَ يُقَاتِلُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ فَيَقْتُلُوْنَ وَيُقْتَلُوْنَ الخ -

অর্থাৎ, "আল্লাহ ক্রয় করে নিয়েছেন মুমিনদের থেকে তাদের জান ও মাল এ মূল্যে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত। তারা জিহাদ করে আল্লাহর পথে অতঃপর মারে ও মরে, তাউরাত, ইঞ্জীল ও কুরআনে তিনি এ সত্য প্রতিশ্রুতিতে অবিচল। আর আল্লাহর চেয়ে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় কে অধিক? সুতরাং তোমরা সুসংবাদ গ্রহণ কর ঐ লেনদেনের উপর যা তোমরা করেছ তাঁর সাথে, আর সেটাই হল মহান সাফল্য"। (সূরা তাওবাহ : ১১১)

জিহাদের ফযীলত ঘোষণা করে স্বয়ং মহান রাব্বুল আলামীন অন্যত্র ইরশাদ করছেন:

يَا اَيُّهَا الَّذِيْنَ اٰمَنُوْا هَلْ اَدُلُّكُمْ عَلٰى تِجَارَةٍ تُنْجِيْكُم مِّنْ عَذَابٍ اَلِيْمٍ ○ تُؤْمِنُوْنَ بِاللّٰهِ وَرَسُوْلِه وَتُجَاهِدُوْنَ فِيْ سَبِيْلِ اللّٰهِ بِاَمْوَالِكُمْ وَاَنْفُسِكُمْ الخ

"হে ঈমানদারগণ! আমি কি তোমাদেরকে এমন এক বাণিজ্যের সন্ধান দিব যা তোমাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি থেকে মুক্তি দিবে? তা এই যে, তোমরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন পণ করে জিহাদ করবে। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম যদি তোমরা বোঝ। তিনি তোমাদের পাপরাশি ক্ষমা করবেন এবং এমন জান্নাতে প্রবেশ করাবেন যার পাদদেশে নহরসমূহ প্রবাহিত এবং বসবাসের জন্য রয়েছে জান্নাতের উত্তম বাসগৃহ। এটা মহাসাফল্য।" (সূরা সফ : ১০-১২)

আরো ইরশাদ করেছেন :

اَلَّذِيْنَ آمَنُوْا وَهَاجَرُوْا وَجَاهَدُوْا فِيْ سَبِيْلِ اللهِ بِأَمْوَالِهِمْ وَأَنْفُسِهِمْ أَعْظَمُ دَرَجَةً عِنْدَ اللهِ وَأُوْلَئِكَ هُمُ الْفَائِزُوْنَ

"যারা ঈমান এনেছে, দেশ ত্যাগ করেছে, এবং আল্লাহর রাহে নিজেদের জীবন ও সম্পদ নিয়ে জিহাদ করেছে, আল্লাহর কাছে তাদের বড় মর্যাদা রয়েছে আর তারাই সফলকাম"। (সূরা তাওবাহ : ২০)

জিহাদের মহান ফযীলত ঘোষণা করে প্রিয়নবী মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ইরশাদ করছেন :

إِنَّ أَبْوَابَ الْجَنَّةِ تَحْتَ ظِلَالِ السُّيُوْفِ،

অর্থাৎ, "নিশ্চয়ই জান্নাতের দরওয়াযাসমূহ তরবারীসমূহের ছায়ার নীচে অবস্থিত"। (সহীহ মুসলিম)

ভাইয়েরা আমার!

আজ বিশ্বমানচিত্র মুসলিম রক্তে রঞ্জিত, আফগানিস্তানের, ইরাকের মা-বোনদের ইযযত নিয়ে ছিনিমিনি খেলা হচ্ছে। ফিলিস্তীন, কাশ্মীর, আরাকান, মিন্দানাও, চেচনিয়া, সিংকিয়াংসহ বিশ্বের বহু অঞ্চলের মুসলমানরা আজ দারুণ ভাবে ঐ যালিম কুফরী শক্তির ভয়াবহ নির্যাতনের নির্মম শিকার। এর অন্যতম প্রধান কারণ হল আমরা "জিহাদ ফী সাবীবিল্লাহ" এর মহান হুকুমকে আজ পরিত্যাগ করেছি।

তাইতো আজ হতে চৌদ্দশ' বছর পূর্বেই প্রিয়নবীজী মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম ভবিষ্যদ্বাণী করে গেছেন:

إِذَا تَرَكْتُمُ الْجِهَادَ فَسَلَّطَ اللهُ عَلَيْكُمُ الذِّلَّةَ

অর্থাৎ, "যখন তোমরা জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ এর হুকুমকে পরিত্যাগ করবে, তখন মহান আল্লাহ তোমাদের উপর অপদস্থতা চাপিয়ে দিবেন"। (আবু দাউদ শরীফ, হাদীস নং- ৩৪৬২)

জিহাদী চেতনায় উজ্জীবিত মর্দে মুজাহিদ সাথীবৃন্দ!

এখন আর নরম গরম বক্তৃতা বিবৃতি দেওয়ার সময় নেই। আজ উম্মাতে মুহাম্মাদীর এ চরম দুর্দিনে আমাদের তথা বিশ্বের প্রতিটি মুসলমানের ঈমানী দায়িত্ব হবে মহান আল্লাহর যমীনে আল্লাহর বিধান প্রতিষ্ঠা করার জিহাদে ঝাঁপিয়ে পড়া এবং পারস্পরিক সকল প্রকার ভুল বুঝাবুঝি ও কাদা ছোঁড়াছুঁড়ির অবসান ঘটিয়ে ঐক্যবদ্ধভাবে খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তির মুকাবিলা করা।

তাদেরকে ভালভাবে এ কথা বুঝিয়ে দেয়া যে, মুসলমানদের ধমনীতে আজো খালিদ বিন ওয়ালিদ, উমর বিন খাত্তাব, ত্বারিক বিন যিয়াদ, মুহাম্মাদ বিন কাসিম, সুলতান বাইবার্স ও গাজী সালাহুদ্দীন আইউবীর রহ. রক্ত প্রবাহমান। এখনও তাঁরা দুশমনের ইটের জবাব প্রস্তর দ্বারা দিতে সক্ষম, তাঁরা কোন বস্তুবাদী খোদাদ্রোহী কুফরী শক্তির গোলামী মেনে নিতে পারে না।

সমগ্র বিশ্ব আল্লাহ তাআলার বিধানানুযায়ী একমাত্র মুসালমানদের নেতৃত্বেই চলবে। যারা এ কথা মেনে নিবে তাদের জন্য থাকবে শান্তির পয়গাম; পক্ষান্তরে যারা এ কথা মেনে নিতে পারবে না তারা হয় মুসলমানদের গোলাম হয়ে থাকবে; না হয় জিহাদের মাধ্যমে তাদের দফা রফা করা হবে, ডাণ্ডা মেরে ওদের ঠাণ্ডা করে দেয়া হবে ইনশাআল্লাহ।

মহান রাব্বুল আলামীন আমাদের সকলকে "জিহাদ ফী সাবীলিল্লাহ" এর যরূরত ও ফযীলত তথা প্রয়োজনীয়তা ও উপকারিতা যথাযথভাবে অনুধাবন করে আমাদের পূর্ব পুরুষদের হারানো ঐতিহ্য পুনরুদ্ধার করে শোষণমুক্ত ইনসাফী ইসলামী বিশ্ব ক্বায়িম করার তাওফীক দান করুন। আমীন।

اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلاء کے بعد

ইসলামের পুনর্জাগরণ ঘটে প্রত্যেক কারবালার পরেই।

পর্যালোচনা-৫

মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা

حَامِدًا وَمُصَلِّيًا أَمَّا بَعْدُ فَأَعُوْذُ بِاللهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيْمِ بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ ، قَالَ اللهُ تَبَارَكَ وَتَعَالىٰ: وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ رَّسُوْلٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِه لِيُبَيِّنَ لَهُمْ وَ قَالَ اللهُ تَعَالىٰ :وَمِنْ آيَاتِه خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِيْ ذٰلِكَ لَآيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ

وَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَنَا أَفْصَحُ الْعَرَبِ بَيْدَ أَنِّيْ مِنْ قُرَيْشٍ.

অদ্যকার বক্তৃতা সেমিনারের সম্মানিত সভাপতি! সুদক্ষ বিচারকমণ্ডলী! ও শস্য শ্যামলা সুজলা সুফলা বাংলার প্রত্যন্ত অঞ্চল হতে আগত আমার দামাল কামাল ছাত্র ভাইয়েরা!

আজকের আলোচ্য বিষয়ঃ "মাতৃভাষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা"।

এ বিষয়ে মূল আলোচনায় প্রবেশের পূর্বে আমাদের জানতে হবে "ভাষার" সংজ্ঞা কি? "ভাষা" কাকে বলে?

ভাষা বিজ্ঞানীদের মতে: মনের ভাব প্রকাশ করার জন্য মানুষ যে সকল সাংকেতিক ধ্বনি উচ্চারণ করে তাকে "ভাষা" বলা হয়।

আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষায় আমরা কথা বলি, মনের সুখ দুঃখ প্রকাশ করি। কাজেই আমরা বাংলাভাষী।

শিশুকালে এই ভাষাতেই আমাদের প্রথম বাক্যষ্ফূর্ত হয়েছে। এই ভাষাতেই আমরা আমাদের যাবতীয় আবেগ আহলাদ, আনন্দ-বেদনার প্রকাশ ঘটিয়েছি। এই ভাষায় লিখে পড়ে ও কথা বলতে আমরা যে রকম পছন্দ বোধ করি অন্য কোন ভাষাতে সে রকমটা বোধ করি না।

যেমনটি কবির ভাষাতেও উচ্চারিত হয়েছে : নানা দেশের নানান ভাষা+বিনা স্বদেশী ভাষা মিটে কি মনের আশা?

সুপ্রিয় শ্রোতাবৃন্দ!

আমি একটু পূর্বে আপনাদের সম্মুখে কুরআনে কারীমের সূরা ইবরাহীমের একখানা আয়াত তিলাওয়াত করেছি। যেখানে মহান রাব্বুল আলামীন আল্লাহ পাক বলেছেন: "আমি সমস্ত পয়গাম্বরকে তাঁদের স্বজাতির ভাষাভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাঁরা তাদেরকে পরিষ্কারভাবে বোঝাতে পারে"। (সূরা ইবরাহীম : ৪)

অন্যত্র আল্লাহ পাক প্রত্যেক ভাষাকে তাঁর কুদরতের অপূর্ব নিদর্শন আখ্যা দিয়েছেন। ইরশাদ হচ্ছে:

وَمِنْ اٰيَاتِه خَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَاخْتِلَافُ أَلْسِنَتِكُمْ وَأَلْوَانِكُمْ إِنَّ فِي ذٰلِكَ لَاٰيَاتٍ لِّلْعَالِمِيْنَ.

অর্থাৎ, "আল্লাহর আরো একটি নিদর্শন হচ্ছে নভোমণ্ডল ও ভূমণ্ডলের সৃজন এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র্য, নিশ্চয়ই এতে জ্ঞানীদের জন্য নিদর্শনাবলী রয়েছে"। (সূরা রূম : ২২)

বাস্তবিকপক্ষে প্রত্যেকটি ভাষাই আল্লাহ পাকের বিশেষ নেয়ামত। সুতরাং বাংলা ভাষাও মহান আল্লাহর বিশেষ দান। একে বিজাতীয় তথা হিন্দুয়ানী ভাষা আখ্যা দিয়ে নাক সিটকানো হলে তা হবে আল্লাহ পাকের নেয়ামতকে অবজ্ঞা করারই নামান্তর এবং প্রকারান্তরে তাকে অস্বীকার করা।

ভাষা কোন নির্দিষ্ট সম্প্রদায়ের সংকীর্ণ গণ্ডিতে আবদ্ধ থাকতে পারে না। বরং ভাষার পরিধি ও বিস্তৃতি অনেক দূরব্যাপী পরিব্যাপ্ত।

সম্মানিত উপস্থিতি!

এটা একটি অনস্বীকার্য বাস্তবতা যে, আপন ভাষায় স্বীয় মনোভাব অন্যের মন মুকুরে বদ্ধমুল করা যতটা সহজ, অন্য কোন ভাষাতেই ততটা সহজ হয় না।

আর এ জন্যই তো রাসূলে কারীম মুহাম্মাদ মুসতাফা সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের উপর কুরআনে কারীম আরবী ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেহেতু তিনি ছিলেন আরবের মানুষ। ওটাই ছিল তাঁর

মাতৃভাষা। অনুরূপ ভাবে তাউরাত শরীফ হিব্রু ভাষায়, ইঞ্জিল শরীফ সুরিয়ানী ভাষায় ও যবূর শরীফ ইউনানী ভাষায় নাযিল হয়েছে। যেহেতু ঐ কিতাবসমূহের রাসূল আ. গণের [যথাক্রমে হযরত মূসা আ. হযরত ঈসা আ. হযরত দাউদ (আ.)] মাতৃভাষাও ছিলো তাই।

মোটকথা, যে নবী যে ভাষায় কথা বলতেন সে নবীর মাতৃভাষা যা ছিলো তাঁকে সে ভাষাতেই কিতাব দেয়া হয়েছে।

আর এ সবের অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য একটিই, আর তা হল যেন তিনি তাঁর মনের ভাব উম্মতের সামনে পরিষ্কার ভাবে তুলে ধরতে পারেন। বিশদভাবে ব্যক্ত করতে পারেন তাঁর উপর অবতীর্ণ কিতাবের কথা।

ভাইয়েরা আমার!

দুঃখজনক হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আমাদের মাতৃভাষা বাংলা ভাষা আজ সর্বত্রই চরম উপেক্ষা আর অবজ্ঞার শিকার। কী রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে, কী অফিস আদালতে, কী স্কুল-কলেজ, আর কী মাদরাসা বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানগুলোতে।

ভাবতেও অবাক লাগে, যে ভাষার জন্য ১৯৫২ সালের কোন এক উজ্জল দিনে দেশের অসংখ্য কৃতী সন্তান জীবন দিল, যাদের মধ্যে আব্দুস সালাম, রফীক, বরকত, আব্দুল জাব্বার প্রমুখ বুকের তাজা লাল খুন ঢেলে দিল পীচঢালা ঢাকার কালো রাজপথে, যে দিনটি ছিলো ৮ই ফালগুন; আজ সেই দিনটি পালিত হচ্ছে ৮ই ফাল্গুনের পরিবর্তে ২১ শে ফেব্রুয়ারীতে। কোরাস কণ্ঠে গাওয়া হচ্ছেঃ আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙ্গানো একুশে ফেব্রুয়ারী, আমি কি ভুলিতে পারি?!

সত্যিই সেলুকাস এদেশ! বিচিত্র এদেশের মানুষ! অদ্ভুত তাদের মন মানসিকতা! নতুবা যে ভাষার জন্য জান দিল, সে ভাষার নির্ধারিত তারিখ বাদ দিয়ে ভিনদেশী ভাষায় তাও আবার বর্তমানে আন্তর্জাতিক ভাষা দিবস হিসেবে পালনের কী যৌক্তিকতা থাকতে পারে তা আমাদের বোধগম্য নয়।

আরো লক্ষ্য করুন! আমাদের দেশের অধিকাংশ কিন্ডার গার্টেনগুলোর অবস্থা! সেখানে বাংলা মাধ্যমের পরিবর্তে শিশুদেরকে শেখানো হচ্ছে ইংরেজী মাধ্যমে। যদ্দরূন আমাদের ভবিষ্যত প্রজন্মের এই শিশুরা

ছোটকাল থেকেই হয়ে পড়ছে আমেরিকা ও বিলাতমুখী। মাতৃভাষার মর্যাদা ও গুরুত্ব তাদের অন্তর থেকে যাচ্ছে হারিয়ে। বরং ক্ষেত্র বিশেষে দেখা যায় যে, মাতৃভাষা, বাংলায় কথা বলাকে তারা অবমাননাকর অপরাধ মনে করে। তাইতো বর্তমানকালের অনেক কেজিতে পড়ুয়া ছোট্ট শিশুকেও বলতে শুনা যায়: "আমি বাংলা স্যান্টেন্স ইউস করাকে লাইক করি না"!!

হায়রে আমার সোনার দেশ! হায়রে আমার সোনার মাতৃভাষা! আহা আজ তোমার একি করুণ দশা!

উপস্থিত সুধীবৃন্দ!

খুবই দুঃখ লাগে বরং করুণা হয় যখন দেখি যে, আমাদের দেশের আদালতগুলোতে বিচার কার্য চালাতে হয় সেই সাতদশক পূর্বে রেখে যাওয়া ইংরেজী ভাষার মাধ্যমে! কেন, বাংলায় কথা বললে কি তাদের মর্যাদায় আঘাত লাগে?

আজকে আমাদের কলেজ ভার্সিটি পাস অধিকাংশ ছাত্র ছাত্রী বাংলা বারোটি মাসের নাম সঠিক ভাবে জানে কিনা এ ব্যাপারে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে।

এ অবস্থা চলতে থাকলে হয়ত আগামী কয়েক বৎসর পরের প্রজন্ম বাংলা মাসের নামগুলোকে দুর্বোধ্য কিছু উটকো ঝামেলা মনে করে ডাস্টবিনের বস্তু মনে করে দূরে নিক্ষেপ করবে।

উপস্থিত বিদগ্ধ সুধীবৃন্দ!

এতক্ষণের আলোচনায় আপনাদের সামনে আশা করি এ কথা মধ্যাহ্ন প্রভাকরের ন্যায় দেদীপ্যমান হয়ে উঠেছে যে, মাতৃভাষার প্রতি উদাসীনতা ও অবহেলা আমাদের জাতীয় জীবনের জন্য আত্ম হননেরই নামান্তর। আর যারা স্বেচ্ছায় স্বজ্ঞানে মাতৃভাষার প্রতি অবজ্ঞা ও উদাসীনতা প্রদর্শন করে তারা ক্ষমার অযোগ্য অপরাধী।

সুতরাং আমাদের জাতীয় জীবনকে শক্তিশালী করতে হলে, স্বদেশের প্রতি, মাতৃভূমি আর জন্মভূমির প্রতি মমত্ববোধকে জাগ্রত করতে হলে,

পারস্পরিক একতার বন্ধনকে নিবিড় থেকে নিবিড়তর করতে হলে একমাত্র মাতৃভাষার মাধ্যমেই তা সম্ভব।

আজ তথাকথিত প্রগতিবাদী কিছু সংখ্যক মানুষকে দেখা যায় যে, দু'চার টি ইংরেজী শব্দ বলতে পারলেই হল; তখন আর তাদের কাছে বাংলার গুরুত্ব থাকে না। বরং বাংলায় কথা বলাকে তারা জাতে উঠার পথে অন্যতম প্রধান প্রতিবন্ধক মনে করে! একটু চোখ কান খোলা রেখে আমাদের বর্তমান সমাজের দিকে তাকালেই আপনারা আমার কথার সত্যতা খুঁজে পাবেন। আমি দ্ব্যর্থহীন কণ্ঠে চলতে চাই : এটা দাসসুলভ মনোবৃত্তি বৈ অন্য কিছু নয়।

আপনারা তাকিয়ে দেখুন ঐ ফ্রান্সের দিকে, ঐ জার্মানীর পানে, সেই চীন ও জাপানের প্রতি, আপন আপন ভাষার ব্যাপারে যত্নবান হয়ে, ভাষার প্রতি গুরুত্বারোপ করে তারা কী অসাধারণ উৎকর্ষ ও ঈর্ষনীয় উন্নতি লাভ করছে?

সাথীরা আমার!

আমি এ কথা বলছি না যে, আপনারা ইংরেজী শিক্ষা বন্ধ করে দিন, আপনারা এ কথা মনে করবেন না যে, আমি ইংরেজী শিক্ষার বিরোধিতা করছি, কক্ষনো নয়। বরং ইংরেজী শিক্ষার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা যতটুকু রয়েছে তা আমার কাছে বিলকুল স্পষ্ট। বরং বর্তমান জমানায় দ্বীনে ইসলামের হিফাযতের স্বার্থে, বিশ্বব্যাপী দাওয়াত ও তাবলীগ তথা দ্বীনের প্রচার-প্রসারকে আরো ব্যাপকতা দানের স্বার্থে সারা বিশ্বে প্রচলিত ভাষাসমূহের মধ্যে ইংরেজী শিক্ষা করার প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। একমাত্র পাগল বা গণ্ডমূর্খই এ বাস্তবতাকে অস্বীকার করতে পারে।

আমার কথার মূল উদ্দেশ্য হচ্ছে: আমরা যেন ইংরেজী বা অন্য যে কোন ভাষায় এত অধিক পরিমাণে লিপ্ত হয়ে না পড়ি যাতে আমাদের মাতৃভাষা বাংলা অবহেলিত হয়, উপেক্ষার শিকার হয়। যার লক্ষণসমূহ আজ পরিষ্কারভাবে ধরা পড়ছে। নতুবা যদি কেউ বাংলা ভাষায় পারদর্শী অথবা কমপক্ষে বিশুদ্ধ বাংলা বলা ও লেখায় যোগ্যাত অর্জন করার পর ভাল উদ্দেশ্যে ইংরেজী শিখে, ফরাসী ভাষা রপ্ত করে, স্পেনীশ ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জন করে, জার্মান ভাষায় ব্যুৎপত্তি হাসিল করে; তবে কি তার

কোন অন্যায় হবে? বরং যে তাকে খারাপ বলবে সেই অন্যায়কারী ও খারাপ হিসেবে সুধী মহলে চিহ্নিত হবে।

মুহতারাম হাযিরীন!

সারকথা হল, ভিনদেশী কোন ভাষা শিখা নিষেধ নয়, তবে শর্ত হল স্বীয় মাতৃভাষায় তার যথাযথ জ্ঞান থাকতে হবে। মাতৃভাষার গুরুত্ব অবশ্যই তাকে অনুধাবন করতে হবে।

নতুবা খোদ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম হযরত যায়েদ বিন ছাবিত রাযি. ও অন্যান্য কয়েকজন সাহাবী (রাযি.)কে দ্বীনের স্বার্থে রোমান ভাষা ও অন্যান্য বিজাতীয় ভাষায় পাণ্ডিত্য অর্জনের নির্দেশ দিয়েছিলেন কেন? আর সাহাবায়ে কিরাম রাযি. রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের সে নির্দেশ সাথে সাথে অত্যন্ত দক্ষতার সাথে পালন করেও দেখিয়েছেন।

বস্তুতঃ মাতৃভাষা আল্লাহ পাকের বিশেষ দান, এক অমৃত মহামূল্যবান রসায়ন।

পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই আজ মাতৃভাষার প্রতি জোর তাকীদ দেয়া হচ্ছে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা-দীক্ষা ও রাষ্ট্র পরিচালনার কাজ আঞ্জাম দেয়া হচ্ছে।

বিশ্বের সমস্ত জ্ঞানী গুণী বুদ্ধিজীবী ও মনীষীবৃন্দ আজ মাতৃভাষার মাধ্যমে পঠন ও পাঠন, শিক্ষাগ্রহণ ও প্রদানের ব্যাপারে সোচ্চার হচ্ছেন।

আসলে যাদের মনে দেশাত্মবোধ আছে, স্বজাতির প্রতি প্রীতি ও ভালাবাসা আছে, তারা অবশ্যই মাতৃভাষাকে যথোপযুক্ত মর্যাদায় অভিষিক্ত করবেন এটাই সুস্থ মস্তিষ্কের দাবী। নতুবা অদূর ভবিষ্যতে আমাদের জাতীয় বিপর্যয় অনিবার্য।

সম্মানিত উপস্থিতি!

অত্যন্ত ভারাক্রান্ত হৃদয়ে বলতে বাধ্য হচ্ছি : তিক্ত হলেও বাস্তব সত্য এই যে, আজ আমাদের বাংলাদেশের হাতে গোণা কয়েকটি কওমী মাদরাসা ব্যতীত অধিকাংশ কওমী মাদরাসাতেই মাতৃভাষার ব্যাপারে বেদনাদায়ক বরং লজ্জাজনক উদাসীনতা প্রদর্শন করা হচ্ছে। কিন্তু কেন?

তবে কি বাংলা ভাষা শিক্ষা করা হারাম? নাকি এটা শিক্ষা করলে অনন্ত অসীমকাল জাহান্নামের লেলিহান শিখায় জ্বলতে হবে? এই বিমাতাসুলভ আচরণের কারণ কি? যেখানে আমাদের আকাবের ও আসলাফ মাতৃভাষার উপর সর্বাত্মক জোর দিয়েছেন, যেখানে আমাদের উম্মুল মাদারিস বা মাদারে ইলমী দারুল উলূম দেওবন্দে মাতৃভাষায় লিখনী ও বক্তৃতার ব্যাপারে জোরদার তাগাদা দেয়া হয়, যেখানে পাকিস্তানের উলামা হাযারাত মাতৃভাষার যথাযথ মূল্যায়নের কারণে সেখানের ভাষা ও সাহিত্যের প্রতিটি শাখায় বুক ফুলিয়ে বীরদর্পে নেতৃত্ব দিচ্ছেন; সেখানে আমরা বাংলাদেশী আলেমগণ এ কী করছি? আরবী ব্যাকরণ গ্রন্থ “নাহবেমীর” কে ফার্সী থেকে উর্দূ করে অতঃপর বাংলা তরজমা করার কী ফযীলত? ছেলেরা কখন মূল মাসআলা হল করবে? আর কখন ৪টি ভাষার কঠিন ব্যরিকেড পার হবে? প্রায় একই অবস্থা মালাবুদ্দা মিনহু ও অন্যান্য বিভিন্ন কিতাবের ব্যাপারে!

মুহতারাম হাযেরীন! এ যুগ কলমের যুগ, এ জামানা মিডিয়ার জামানা। আজ যার কলম যত ক্ষুরধার তিনি ততবড় কলমসৈনিক, মানুষ ততবেশী তার লেখার ভক্ত ও অনুরক্ত হয়ে পড়ে।

আপনারা ইনসাফের সাথে লক্ষ্য করলে দেখবেন বাংলাদেশের কিছু চৌধুরী আর আযাদ টাইপের লোক আছে যারা নিজেদের নাস্তিক বলে পরিচয় দেয়, ধর্মের বিধানে যারা মুরতাদ। মুসলিম প্রধান বাংলাদেশে ওদের বইগুলোর কাটতিই বাজারে বেশি, ধর্মীয় বই পুস্তকের কাটতি যতটা অধিক নয়।

শুধু এক একুশে বইমেলায় নাকি ওদের বইয়ের লক্ষাধিক কপি বিক্রি হয়। অথচ সেখানে ইসলামী বইয়ের তেমন কোন স্টলই খুঁজে পাওয়া যায় না, বই বিক্রি তো পরের কথা!

আজ বাজারে ঐ নাস্তিক মুরতাদ মার্কা দৈনিক সাপ্তাহিক ও মাসিক পত্রিকার বিপরীতে আমাদের সঠিক ধারার কোন দৈনিক পত্রিকা আছে কি? উত্তর এটাই হবে যে, “নেই”। সাপ্তাহিক? “নেই”!

ইদানীং কিছু দ্বীনী মাসিক পত্রিকা বের হচ্ছে বটে কিন্তু তার অধিকাংশই মানসম্মত নয়। হয়ত বানানো ভুল, নয়তো শব্দগত সমস্যা,

অথবা তথ্য বা তত্ত্বগত অপরিপক্কতা ইত্যাদি। কোন কোনটার তো একেবারেই জগাখিচুরী অবস্থা!!

অথচ এই কি ছিল ওয়ারিসানে উলূমে নবুওয়াত, দ্বীনের ধারক বাহক উলামায়ে কিরামের শান? এ ব্যাপারে কি তাঁদের কোনই দায়িত্ব ছিল না? জাতি এক্ষেত্রে কি তাঁদের কাছে কিছুই পাওনা নয়?

সাধারণ মানুষ আমাদের অশুদ্ধ উচ্চারণের বক্তৃতা-বয়ান শুনে হাসাহাসি করবে, তথাকথিত শিক্ষিত সমাজ আমাদের প্রবন্ধ নিবন্ধ নিয়ে ব্যঙ্গ বিদ্রুপ আর উপহাস করবে? আর আমরা নীরবে তা সহ্য করব আর বলব : ওতে কি আসে যায়? লোকেরা ও রকম বলেই থাকে!

এভাবে সব গা সওয়া করে নেব? এই কি আমাদের নিয়তি?

প্রাণপ্রিয় সুধী!

এ জন্য আমাদেরকে সচেতন হতে হবে। মাতৃভাষাসহ বিভিন্ন বিষয়ে পাণ্ডিত্য অর্জন করে ওদের বুঝিয়ে দিতে হবে পবিত্র কুরআন ও হাদীসের ইলম আল্লাহ যাঁকে দান করেন অন্য সব জ্ঞান তাঁর কাছে মাথা নত করে।

হ্যাঁ, আমাদের মধ্যেও অনেক সুপ্তপ্রতিভা আছে। আমাদের মাঝেই লুকিয়ে আছে আগামী দিনের তুখোড় বক্তা আতাউল্লাহ শাহ বুখারী, সুলতানুল কলম মানাযের আহসান গীলানী, হাকীমুল উম্মাত মুজাদ্দিদুল মিল্লাত হযরত থানভী, প্রাচ্যের কবি আল্লামা ইকবাল, সায়্যিদ সুলাইমান নদভী, আল্লামা শিবলী নোমানী, আলী মিয়া নদভী, আল্লামা তাক্বী উসমানী, মাওলানা মুহাম্মাদ আবদুল মালেক ছাহেব প্রমুখ বিশ্ব কাঁপানো, দুনিয়া মাতানো বক্তা, লেখক, ইসলামী বুদ্ধিজীবী ও দার্শনিকবৃন্দ। প্রয়োজন শুধু মাতৃভাষায় নিরলস সাহিত্য চর্চার, দরকার শুধু প্রচণ্ড সৎসাহসের, যরূরত হল সকল সংকীর্ণতার ঊর্ধ্বে থেকে বুক টান করে দাঁড়ানো।

এখন কাঁটা দিয়েই কাঁটা তুলতে হবে। ঐ সব বামপন্থী আর রামপন্থীদের মিথ্যা অশ্লীল সাহিত্যের জবাবে আমাদেরকে সৃষ্টি করতে হবে মাতৃভাষায়, বাংলা ভাষায় সত্য সুন্দর কালজয়ী সাহিত্য। ওদের প্রতিটি কথা ও লেখার ময়না তদন্ত আমরা করব ঠাণ্ডা মাথায়। দিব

দাঁতভাঙ্গা জবাব। তবেই আগামী দিনের সাহিত্য, সংস্কৃতি, বক্তৃতা, বিবৃতি, ভাষা ও রচনার ময়দান থাকবে উলামায়ে কিরামের দখলে।

কওম ও মিল্লাতের কর্ণধার আলেম সমাজের নিকট এটাই আমাদের পরম ও চরম প্রত্যাশা।

মহান আল্লাহই উত্তম তাওফীক দাতা।

وَاللّٰهُ الْمُوَفِّقُ وَ الْمُعِيْنُ، نَصْرٌ مِّنَ اللهِ وَفَتْحٌ قَرِيْبٌ۔